মণিপুর-গৌরব

নাটক।

শ্রীভূপেন্দ্র নারায়ণ রায় প্রণীত

প্রথম সংস্করণ।

প্রকাশক—শ্রীনন্দলাল শীল
৪০ নং গরাণহাটা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

প্রিণ্টার—শ্রীনন্দলাল শীল।

"অক্ষয় প্রেস"

২৭।৫ নং তারক চাটুর্য্যের লেন, কলিকাতা।

নবদ্বীপ পণ্ডিতমণ্ডলী হইতে "কাব্যকণ্ঠ"

ঐ হরিসভা হইতে "কাব্যবিনোদ"

ভট্টপল্লী পণ্ডিত সমাজ হইতে "গুণাকর"

সিংটী শিবপুর হইতে "কবিরত্ন"

বর্দ্ধমান তেওয়ারী বাটী হইতে "কাব্যবিশারদ"

মানকর কবিরাজ বাটী হইতে "কাব্যসাগর"

রামকৃষ্ণপুর হইতে "ভক্তিরত্ন ও "ভক্ত্যর্ণব" প্রভৃতি

উপাধিপ্রাপ্ত—

শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়।
নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া।

নাটকাঞ্জলি

যাঁহা হতে এই জগৎ দর্শন করেছি, সেই
বঙ্গবিখ্যাত, যাত্রাদলের সৃষ্টিকর্ত্তা,
বেদব্যাসোপম, কাশীপ্রাপ্ত পিতৃদেব
৺মতিলাল রায়
এবং
পূজনীয়া, স্বর্গাদপি গরিয়সী জননী-
শ্রীমত্যা জ্ঞানদা সুন্দরী দেব্যা
মহোদয়ার যুগল চরণে
এই ক্ষুদ্র অঞ্জলি
অর্পিত হইল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই বৎসর গভর্ণমেণ্ট হইতে জরীপ, সাংসারিক গোল, ব্যাধি, দৌহিত্র বিয়োগ, ভ্রাতুষ্পুত্র বিয়োগ, পৌত্রবিয়োগাদি শোক তাপ মধ্যেও যে আমার "মণিপুর-গৌরব" গীতাভিনয় মুদ্রিত করিয়া জনসাধারণ মধ্যে প্রকাশ করিতে পারিব, সে আশা আদৌ ছিল না; কেবল জ্যেষ্ঠ সহোদর সম শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ ভট্টাচার্য্য দাদার যত্নে এবং শ্রীযুক্ত বাবু নন্দলাল শীল মহাশয় এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন বলিয়া ইহা জনসমাজে প্রচারিত হইল। এইজন্য উক্ত মহোদয়দ্বয়ের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি—

সন ১৩৩৭ সাল।
নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া।

বিনীত—
রায়োপাধিক—
শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ রায়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ

মহাদেব	...	...	কৈলাসপতি হর।
শ্রীকৃষ্ণ	...	...	দ্বারকানাথ।
বিদুর	...	...	পাণ্ডুরাজের ভ্রাতা
অর্জ্জুন	...	...	পাণ্ডুপুত্র।
বভ্রুবাহন	...	...	ঐ পুত্র ও মণিপুরের যুবরাজ।
চিত্রবাহন	...	...	মণিপুরের বৃদ্ধরাজা।
অরিজিৎসিংহ	...	...	ঐ সেনাপতি।
গম্ভীরসিংহ	...	...	ঐ মন্ত্রী।
শিবদয়াল	...	...	সভাসদ।
বটুকরাম	...	...	অমাত্য।
উলুকরাম	...	...	রক্ষীসর্দ্দার।
ভোজসিং, অবলাসিং	...	...	দ্বারবানদ্বয়।
মর্দ্দু সর্দ্দার	...	...	নাগরাজ।
অধিক্ষিৎ	...	...	সেনাপতি পুত্র।
গদাধর	...	...	উড়িয়ামালী।
হলধর	...	...	ঐ পুত্র।
গোবর্দ্ধন	...	...	ঐ শ্যালক।
কলি, সত্য	...	...	যুগপতিদ্বয়।

অশ্বপাল, দৌবারিক, ঘাতকদ্বয়, নাগরিকগণ, পার্ব্বত্যরক্ষীগণ, নাগাগণ, কুরুসৈন্যগণ, কলির সৈন্যগণ, প্রহরীগণ ও সিদ্ধর্ষিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

ভগবতী	...	...	হরপ্রিয়া।
শ্রীরাধা	...	...	কৃষ্ণশক্তি।
গঙ্গা	...	...	হরপত্নী।
চিত্রাঙ্গদা	...	...	অর্জ্জুন পত্নী।
উলুপী	...	...	নাগকন্যা ও অর্জ্জুনপত্নী।
প্রিয়ম্বদা	...	...	চিত্রাঙ্গদার সখী।
কুন্তী	...	...	পাণ্ডবমাতা।
বৃন্দা, চপলা, ভদ্রা	...	...	প্রহরিণীত্রয়।
হলধরের মাতা	...	...	গদাধর পত্নী

পুরনারীগণ, প্রহরিণীগণ, মহিলাগণ, সখীগণ, পরিচারিকাগণ ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা

বন্দনা-গীতি :

প্রণমি শ্রীগুরু তব চরণ কমলে।
তোমার কৃপায় ফিরি, এ মহী মণ্ডলে ॥
মতি ধর্ম্ম হারা প্রভু! আমি অতি অভাজন;
মরুভূমি সম শুষ্ক এ ক্ষুদ্রজীবন;
বরষি করুণাবারি কর ফুল্লমনে,
রচি বভ্রুবাহন কীর্ত্তি, অতুল ভূতলে।
আমার আমার জ্ঞান, মিথ্যা অহঙ্কার,
কিছু নাই যদি থাকে, তাহা যে তোমার;
উপলক্ষ্য মাত্র এ দীন, তুমিই কর্ম্মকার;
ফুটাও আপন জ্যোতি,
বাড়াও শিষ্যের খ্যাতি,
জয় হ'ক তব নিতি, বন্দিছে দুর্ব্বলে ॥

মণিপুর-গৌরব

—:০:—

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—মণিপুর পর্ব্বত পাদমূল

কলির প্রবেশ

কলি। তাণ্ডব! তাণ্ডব! মহাকালের মত তাণ্ডব নর্ত্তনে বিশ্ব চরাচর কাঁপিয়ে তুলতে হবে। সহসা নিদ্রোত্থিতের ন্যায় নিখিল জগৎ নির্নিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করবে। প্রলয় প্লাবনের ন্যায় প্রচলিত প্রথা, বিশ্ববক্ষ হতে ভাসিয়ে দেব! আমি কলি; আমার প্রতাপে কেউ মাথা তুল্‌তে পার্‌বে না। যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা তিরোহিত কর্‌ব; বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম লোপ কর্‌ব; দাম্ভিক দ্বিজদর্প দূর করে, এক বিশ্ব-পিতার পুত্রদের এক জাতিতে পরিণত কর্‌ব। আমার আধিপত্যে আসমুদ্র অবনীতলে, খাদ্যাখাদ্যের বিচার থাকবে না; আভিজাত্যের লোপ হবে; সিদ্ধর্ষি, রাজর্ষি, মহর্ষিগণ অন্তর্হিত হবেন। সখা, উদার হৃদয় দ্বাপর আমাকে হাতে ধরে নিয়ে এসে, তার সিংহাসনে বসিয়ে দিয়েছে। আমি তার মর্য্যাদা রক্ষা করব। সে একমাত্র ব্রাহ্মণের ভয়ে, আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা স্থাপন করতে পারেনি; কিন্তু আমি করব। ব্রাহ্মণ গৃহই সর্ব্বাগ্রে ব্যভিচারে পূর্ণ করব। ব্রহ্মশক্তির লোপ না করলে,

আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তবে যুগে যুগে যার ভিত্তি সুদৃঢ়ভাবে গঠিত হয়েছে; তাকে এক আঘাতে চূর্ণ করা অসম্ভব। ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গতে হবে। শেষে তার মূলোচ্ছেদ করবই করব।

দূরে সন্ন্যাসীর সাজে সত্যের উদয়।

গীত।

কার বলে এত বলী? ভ্রমে ভবে ভ্রমিছ।
গড়ে ভাঙ্গে আছে একজন, তার খেলা কি বুঝেছ?
আত্মশক্তি কতই তোমার? ব্রহ্মশক্তি ইচ্ছা ভাঙ্গিবার;
অক্ষয় ভিত্তি হয় যে তাহার, কার সাধ্য ভাঙ্গে?
বৃথা গরব হবে তোমার, কেবল মোহে পড়েছ॥

কলি। কে তুমি ভণ্ড! আমিই যুগলীলা শেষ করব।

গীত।

লীলা শেষ করবে যখন, সত্যের উদয় হবে তখন,
মেঘে ঢাকা রবি যেমন, মুক্ত হয়ে হয় ভাস্বর;
ব্রহ্মশক্তি তেমনই উজ্জ্বল হবে তাকি ভেবেছ?

কলি। (স্বগতঃ) কে এই সন্ন্যাসী? নিশ্চয় ছদ্মবেশে আমার কোন শত্রু। ব্রাহ্মণ বলেই বোধ হচ্ছে। তপোবলে আমাকে তুচ্ছ করে, আমার মনোভাবের উত্তর দিচ্ছে। ব্রাহ্মণের এ অহঙ্কার অসহ্য। যেরূপে হ'ক তাকে আমার পদানত করতেই হবে। জপ, তপ সব ভুলিয়ে, তাকে হীন হতে হীনতর বৃত্তি অবলম্বন করাব। আমার প্রতাপে ব্রাহ্মণ, জগতের সকল বৃত্তিই অবলম্বন করবে। সূপকার, কুম্ভকার, কর্ম্মকার, কৃষক, শকটচালক, গোপ, বণিক, সূত্রধর, রজক,

শৌণ্ডিক, এমন কি চর্ম্মকারের কার্য্যও অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করবে। নামমাত্র গলদেশে উপবীত ধারণ করে, ম্লেচ্ছের পদপ্রক্ষালন করেও আপনাকে ধন্য জ্ঞান করবে। স্বার্থপর ব্রাহ্মণ সব জাতিকে দলিত করে, কখনই আপন আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে না। যাই হ'ক, এ ভণ্ড কে? একবার জিজ্ঞাসা করব কি?

সত্য। হায়রে জগত! তোর কি মোহিনী মায়া! সকলেই আপনাকে বড় দেখে। আপন শক্তির ওজন বোঝে না, তাই অন্যের শক্তিকে অবহেলা করে। নিজেকে যদি নিজে কেউ চিনতে পারত, তাহলে অন্যকেও তার চিনতে বিলম্ব হ'ত না। পরিচয় পেলেও, বোঝবার ক্ষমতা হয় না, এতই হতভাগ্য।

কলি। (স্বগতঃ) আরে মল', বাড়াবাড়ি করে তুললে যে। (প্রকাশ্যে) কে তুই বর্ব্বর? আমাকে উপেক্ষা করে, আপন অহঙ্কার ব্যক্ত করছিস? জানিস,—আমি কে?

সত্য। খুব জানি। তুমি সেই আত্মাভিমানী কলি। এরপর সকলেই তোমাকে চিনবে। যখন জগতের চক্ষে তোমার প্রকৃত স্বরূপ ভেসে উঠবে, তখন তোমার লীলাও শেষ হবে। অভিমানই ধ্বংসের কারণ। সম্প্রতি কুরুক্ষেত্রে রাজা দুর্য্যোধনকে দিয়েই, তার পরীক্ষা হয়ে যাবে। তোমার ধ্বংসও অনিবার্য্য।

কলি। দুর্ম্মুখ! কালস্বরূপ অখণ্ড প্রতাপ এই কলির সম্মুখে দাঁড়িয়েই, তার নিন্দা করতে তোর হৃদয় কম্পিত হচ্ছে না? ব্রাহ্মণ বলে আপনাকে অবধ্য ভাবিস নে। আমার কাছে ব্রাহ্মণ শূদ্র বিচার নেই, এই দণ্ডে তোর জিহ্বা কর্ত্তন করি, দেখ তোর কি দুর্গতি হয়।

(কৃপাণোত্তোলন)

সত্য। মূর্খ! আমাকে স্পর্শ করবারও তোর অধিকার নেই

তোর সাধ্য কি আমাকে দণ্ড দিস্? কৈ আমাকে ধর দেখি?

(হস্ত প্রসারণ)

কলি। উঃ একি তেজ! অসহ্য, অসহ্য। (পতন)

সত্য। বাতুল! এই শক্তি নিয়ে ব্রহ্মশক্তির উচ্ছেদ করতে চাস্? তুই অতি ক্ষুদ্র, তোকে দেখে আমার দয়া হচ্ছে। যাক, আমি আর তোকে দণ্ড দিতে ইচ্ছা করিনে। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক। ঐ দেখ্, কারা আসছে, আমি চল্লাম, তুই সাবধান হ'।

[সত্যের প্রস্থান]

কলি। (উঠিয়া) কে এ লোকটা চিনতে পারলাম না। নাঃ, এ কেমন ধাঁধায় ফেলে দিলে। (চিন্তা) উঃ এত তেজ! সহ্য করতে পারলাম না; মাটীতে নুয়ে পড়লাম। (চিন্তা) আমার এই অপ্রতিহত দুর্ব্বার তেজ কেউ সহ্য করতে পারে না; সেই আমি এর কাছে (চিন্তা) এঁ্যা! এ আমার 'সেই চিরশত্রু 'সত্য' নয়ত? একমাত্র এই সত্যের কাছেই কলি পরাজিত; নতুবা ত্রিভুবনে কে এমন শক্তিশালী আছে, যে কলিকে উপেক্ষা করতে সক্ষম? তাকেই—কেবল তাকেই আমার ভয়। ওকি! ও কারা আসছে? কতকগুলো পার্ব্বত্য দস্যু নয়? দেখাই যাক কি করে।

মণিপুরের পার্ব্বত্য রক্ষীগণের প্রবেশ।

গীত।

আরে র্ র্ র্ খাড়া হো যা, খাড়া হো যা, ভেঁইয়া খাড়া হো যা।
দুষমণ দেশ আঁয়া, দমাস্ বাজা, হুঁসিয়ার রাঁজা॥
কৈ বরখা ধর কঁড়া, কৈ তুরন্ত ঝাঁড়্, খাঁড়া;
মালসাট দে পাক্, ভাজার বেড়া
রড়্ দিবে, শির লিবে নাগা সর্দ্দার; পাকড়ো সয়তান্ হুয়ে সোজা॥

কলি। একি! এরা যে আমাকেই আক্রমণ করতে আসছে। তাহলেত আত্মরক্ষা করতে হয়। অসভ্য দস্যুরাতো আমার কথা বুঝবে না। যার কাজ করে, সে বা এদের সর্দ্দার যতক্ষণ কিছু না বলছে, ততক্ষণ এরাতো ছাড়বে না। অশিক্ষিতের দশাই এই প্রকার। যাক্, উপস্থিত আত্মরক্ষা করি; তারপর এদেরও ক্রমে ক্রমে বিশ্বাসঘাতক করে তুলতে হবে। (প্রকাশ্যে) সাবধান দস্যুদল!

পাঃ-রক্ষীগণ। পাকড়ো পাকড়ো; হুঁসিয়ার দুষমণ আয়া।

কলির সহিত যুদ্ধ ও বেগে নাগা সর্দ্দার মর্দ্দুর প্রবেশ।

মর্দ্দু। বলিহারী ভেইয়া, বলিহারী। হঠবে তুরা সব্। হাম্‌মি এরে দেখ্‌খি। (রক্ষীগণের পার্শ্বে অবস্থান) তু কে বটে রে? আ যা বেটা—লড়াই দে, দেখ্‌খি কেমন বীর তুঁ বটে। হিঃ হিঃ হিঃ হাঃ হাঃ হাঃ।

কলি। আয় পশ্বাধম। (উভয়ের যুদ্ধ)

পাঃ-রক্ষীগণ। বলিহারী সর্দ্দার! বলিহারী সর্দ্দার।

মর্দ্দু। তব্‌রে দুষমণ! (কলিকে ভূতলে পাড়িয়া) এরে রে রে, আরে তুঁরা কুথা? শিকলি দে, শিকলি দে।

(পাঃ-রক্ষীগণের দ্রুত আসিয়া কলিকে বন্ধন)

পাঃ-রক্ষীগণ। ভাল্লারে সর্দ্দার ভাল্লা। শির লিয়ে চল, বাঁধেব কি হোবে?

মর্দ্দু। তুঁ কি ভাবিস্ ভেঁইয়া? এ বেটা ছাড়্ না লিয়ে রাজ্যি ঢুক্‌ছে। ইতো দুষমণ আছে। রাজা চিত্রবাও ইহার বিচার কোরবে। হামি, তুঁ সব্বার সর্দ্দার বটি; হামি পাকড়ে লিয়ে রাজাকে দিবে।
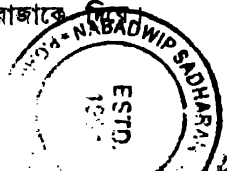
ইঃ! ই বেটার গাওটা কি গরমা বটে। লে, এ ডাণ্ডায় উরে ভাল্লা করিয়ে কাঁধে ঝুলিয়ে লিয়ে চল।

(রক্ষীদের তদ্রূপ করণ)

কলি। সর্দ্দার! আমাকে অত করে বাঁধতে নিষেধ কর; আমি পালাব না। আর তোমাদের এতজনের কাছ হতে কোথায় পালাব! মাত্র আমার হাত বেঁধে নিয়ে চল, আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাচ্ছি।

মর্দ্দ। তুঁকে বিশওয়াস কেঁওরে? তুঁহার মুঁ বলছে, ভাগ্‌বি। তুঁত সয়তান আছিস বটে। তুঁহার ঘর কুথা, কেঁও নাম বটে? কোন কামে আসলি তুঁ?

কলি। সর্দ্দার! বলতে কি, আমার প্রাণ তোমাদের জন্যই কেঁদে উঠল; তাই তোমাদের কাছে আসছিলাম। ভেবে দেখ সর্দ্দার, কেন আজ দুরন্ত ক্ষত্রিয়, তোমাদের এই পাহাড়ের রাজা? সে জোর সত্ত্বে তোমাদের উপর আধিপত্য করছে; তোমাদের দেশের উপসত্ত্ব ভোগ করছে; উৎকৃষ্ট পালঙ্কে শয়ন করছে; উত্তম উত্তম আহার্য্য সেবন করছে; আর তোমরা তার দাস হয়ে, যন্ত্রণায় দিন যাপন করছ। তোমাদের সেই দাসত্ব হতে মুক্ত করতে; তোমাদের সমবেত শক্তির প্রাবল্য তোমাদের বুঝিয়ে দিতে আসছিলাম। ভাগ্যচক্রে এখন এই দশা হয়েছে। আমি সর্ব্বত্রই ঘুরছি; আমার নাম দ্বাপর-সখা।

মর্দ্দ। কিয়ারে দুষমণ দ্বাপর খাঁ! তুঁ মেরা রাজার সাথ্ হামাদের লড়াই দিতি বলছিস বটে? এ ভেইয়া সব্! এ দুষমণ দ্বাপর খাঁয়ে আছিসে বাঁধ্। ইহার বাৎ রাজার পাশ্ সব বল্‌বি। উসি পর, হামি উকে লাথি মার্‌বে।

কলি। সর্দ্দার! তুমি বুঝতে পারছ না। কে তোমাদের আজ রাজা? এই পাহাড় ইতিপূর্ব্বেত তোমাদেরই ছিল। দুর্ব্বৃত্ত ক্ষত্রিয়েরা

এসে—ছলে বলে তোমাদের বশীভূত করেছে। আমি তোমাদের ভালই বলছি। তারা তোমাদের নীচ পাহাড়ী বলে ঘৃণা করে। তাদের দাসত্ব তোমরা কেন করবে? তারা এ রাজ্যে ক'জন? তোমাদের মিলিত শক্তির কাছে তারা কি করবে? আমি তোমাদের মঙ্গলপ্রার্থী। আমাকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন কর, আমি তোমাদের মুক্ত করব।

পাঃ-রক্ষীগণ। সর্দ্দার! এর বাৎটা কেমন কেমন লাগছে বটে।

মর্দ্দ্। এ ভেইয়া সব হুঁসিয়ার হো যা। এ পাজী বেটার কথা শুনবিত, ই বরষায় জান লিব। চল্, ই বেটায় লিয়ে চল্।

সত্যের পুনঃ প্রবেশ।

সত্য। না সর্দ্দার! এমন কাজ কখন করো না। একে কখন রাজ্যের মধ্যে নিয়ে যেও না। এ মহাপাপী, এর বাতাসেও দেশের অমঙ্গল হবে। একে এই পাহাড়ের নীচেয় নিয়ে গিয়ে, দূর করে দাও।

মর্দ্দ্। এ অবধুঁ! তু কি এ পাজী বেটায় জানছিস্?

সত্য। হ্যাঁ সর্দ্দার! একে খুব জানি। এ যেখানে যাবে, সেই দেশই অধর্ম্মে ঢেকে ফেলবে। এর কুমন্ত্রণায় সহজেই লোকে মুগ্ধ হয়ে—মহাপাপ পঙ্কে নিমগ্ন হয়ে—শেষে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে; একে এখনি এ রাজ্য হতে বিদায় কর।

মর্দ্দ্। তু সাচ্ কুথা বলছিস্ অবধুঁ। এ ভেইয়া সব্! ইহারে ডাণ্ডা লাগাতি লাগাতি চড়াওকাতলে লিয়ে গিয়ে, ভাগায়ে দিবি চল্। মার কড়া ডাণ্ডা মার।

[কলিকে লইয়া নাগাদের প্রহার করিতে করিতে প্রস্থান]

সত্য। নারায়ণ! পৃথিবীর ভার লাঘব করতে অবনীতলে অব-

তীর্ণ হয়েছ, কিন্তু এই কলির হাত হতে, কেমন করে অবোধ জীব রক্ষা পাবে? তোমার ইচ্ছা কেমন করে বুঝব? একদিকে ধরায় ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন জন্য, কুরুক্ষেত্রে ক্ষাত্রশক্তি দলন করতে চেষ্টা করছ; অন্যদিকে কলি আবার পৃথিবীবক্ষ, পাপের প্রবল স্রোতে ভাসাতে চলেছে। এ আবার তোমার কোন লীলা? দয়াময়! কলির করাল কবল হতে তোমার ক্ষুদ্র জীবদের রক্ষা কর।

গীত।

হে দীনশরণ! দয়াল, পাবন!
　　রক্ষ জীবগণ, কলি হস্ত হতে।
ভূভার হরিতে, আসিলে মহীতে,
　　ডাকিছে তৃষিতে, শুন কি কর্ণেতে?
দ্বাপর পরে দিলে কলিরে রাজত্ব,
সে চায় করিতে জীবে পাপে মত্ত,
বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে চিত্ত,
　　শান্ত কর হরি, ক্ষুদ্র অনুগতে॥
ব্রহ্মশক্তিলোপ হইলে ভুবনে,
জপ, তপ, ক্রিয়া ভুলিবে ব্রাহ্মণে;
অধর্ম্ম ছাইবে ভবনে ভবনে,
　　তাই ডাকি তোমায়, রাখ দীন সুতে॥

[সত্যের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—মণিপুর রাজোদ্যান।

রাজা চিত্রবাহন।

——:*:——

চিত্র। ভুল করেছি, বড়ই ভুল করেছি। এক ভুলে সব মাটী হয়ে যায়। শুধু আমি নয়; মন্ত্রী, সেনাপতি, সভাসদ, সকলেই এক-সঙ্গে ভুল কর্‌লে। একা আমি কি করব? সকলের ভুলেই যোগ দিলাম। এখন আর তার সংশোধনের উপায় নাই। বৃদ্ধ হয়েছি, দিন দিন শরীর শিথিল হয়ে আসছে। যৌবনের সে উদ্যম, সে দৃঢ়তা এখন আর নাই। কেবল চিন্তা—কেবল চিন্তা। (চিন্তামগ্ন) ভূত-পূর্ব্ব সভাসদের পুত্র অরিজিৎকে শৈশব হতে পুত্র-নির্ব্বিশেষে পালন করে; নিজ হাতে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করলাম। বৃদ্ধ সেনাপতিও সাদরে তাকে ব্যুহরচনা, সৈন্যচালনা, ও ব্যূহভেদ বিদ্যায় শিক্ষিত করেছে। প্রথমে ভেবেছিলাম, তাকেই পোষ্যপুত্র গ্রহণ ক'রে, রাজ-সিংহাসনে বসিয়ে, নিশ্চিন্ত হয়ে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করব। হল না; রাণীর তাতে মত হল না। (চিন্তা) এই চেদীবংশে পূর্ব্বাপর সমস্ত নৃপতিই ভগবান ভোলানাথের উপাসনা করে, এক এক পুত্র মাত্র লাভ করেছেন; কিন্তু আমার ভাগ্যে পুত্রের পরিবর্ত্তে, এক পরমাসুন্দরী কন্যা লাভ করলাম। সেই আমার চিত্রাঙ্গদা। তাকেই রাণী ও মন্ত্রী-বর্গের কথায় পুত্রিকারূপে গ্রহণ করলাম। দিনে দিনে মা আমার শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিতা হতে লাগল। অরিজিৎ ও চিত্রাঙ্গদা প্রায় সমবয়স্ক বলে, অবাধে একসঙ্গে খেলাধুলা করতে লাগল। ক্রমে উভয়ে

উভয়ের (চিন্তা) না, সে নিশার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। যে দিন দ্বাদশবর্ষ বনবাসকালে মহারথ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন এসে, আমার দ্বারে অতিথি হলেন; সেই দিনই সে স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। (পাদচারণ)

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদা। (স্বগতঃ) একি! আজও যে বাবা একাকী পুষ্প-বাটীকায় এসেছেন! বাবা এইখানে এসেই কি যেন গভীর চিন্তা করেন ও পাগলের মত ঘুরে বেড়ান। এতেই আরও শরীর ভেঙ্গে যাচ্ছে। এই ত বভ্রুকে নিয়ে আদর করছিলেন; সেই বা কোথায় গেল? এই ভয়েই আমি ওঁকে একা থাকতে অবসর দিই না। যতই বৃদ্ধ হচ্ছেন, ততই যেন কি গভীর চিন্তায় ওঁর শরীর দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে। (প্রকাশ্যে) বাবা! বাবা!

চিত্র। (স্বগতঃ) দুটী ক্ষুদ্র বালক বালিকায়, বোধ হয় নির্জ্জনে বসে কত ভবিষ্যৎ সুখের আশায় প্রেমের সংসার পাতছিল। আমি তাই নিজের হাতে ভেঙ্গে দিয়েছি। চিত্রাঙ্গদাকে সকলের কথায় ও অর্জ্জুনের প্রার্থনায়, অবিচারে অর্জ্জুনের হস্তে সমর্পণ করেছি। আর অরিজিৎ আমার দারুণ দুঃখে, সেই হ'তে ম্রিয়মান হয়ে আছে। তার সে স্ফূর্ত্তি নাই, সে উদ্যম নাই, সে একাগ্রতা নাই। আমিই যে তাকে নিরাশ করেছি। সে মুখ ফুটে একটা কথাও বলেনি; নীরবে সহ্য করে গিয়েছে।

চিত্রাঙ্গদা। (স্বগতঃ) একি! আমার কথায় কর্ণপাতও করলেন না? আমার দিকে দৃক্‌পাত ও করছেন না। কতদিন জানতে চেষ্টা করেছি যে, কি চিন্তায় তিনি এমন অস্থির, তবুও একদিনের জন্যও চিন্তার কথা বলেন নি; বরং অন্যকথায় তা ঢেকে দিয়েছেন। একদৃষ্টে

দাঁড়িয়ে যেন কাকে কি বলছেন। বড়ই অস্পষ্ট,শেষে.উন্মাদ হবেন নাকি ? আমার পূজনীয়া জননীর স্বর্গারোহণের পর হতেই, এই ভাবের সূচনা হয়েছে। যাই হ'ক, আর অপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নয়। অন্যমনস্ক করিয়ে দিতে হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) বাবা ! বাবা ! (চিত্রবাহনের হস্তধারণ)

চিত্র। কে, মা ? দেখছিস—এই মণিপুর রাজ্যটা দেখছিস ? উত্তরে ঐ বৃক্ষলতাগুল্মাদিপূর্ণ উন্নত নাগাপাহাড় ; পূর্ব্বে খণ্ড খণ্ড পর্ব্বতমালা ; পার্শ্বে ব্রহ্মরাজ্য ; পশ্চিমে নদী বহুল কুচ্ছড় গিরিদেশ ; দক্ষিণে কদর্য্য কুক্ষীদেশ ও বিস্তীর্ণ বনভূমি।

চিত্রাঙ্গদা। কি বলছেন বাবা ? এই পুষ্পবাটীকা উন্নত প্রাচীর বেষ্টিত। এখান হতে কি করে দেখব ? আপনি একি বলছেন !

চিত্র। এর মধ্যে প্রায় শতক্রোশ ব্যবধান, এই আমার সাধের মণিপুর। এর অধিত্যকা, উপত্যকা নানাশস্যে পূর্ণ ; এর বৃহৎ বৃহৎ জঙ্গল কেবল নাগেশ্বর, দেবদারু, সুন্দরী ও জারুলবৃক্ষে সমাচ্ছন্ন। মৃগ, মহিষ ও গবাদি পশুগণ সানন্দে বিচরণ করছে ; হস্তী, শূকর, গণ্ডার, ব্যাঘ্র ও ভল্লুকগণ বন হতে বনান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

চিত্রাঙ্গদা। বাবা ! স্থির হ'ন ; রাজ্যের বিষয়ে অত্যধিক চিন্তায় আপনার শরীর প্রতিদিন দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে।

চিত্র। দেখছিস্ মা ! অদূরে স্বচ্ছসলিলা শান্তিময়ী যোগতাক্ হ্রদ, কুলে কুলে মঙ্গলবারি বর্ষণ করছে ; আর ঐ দেখ্ সুবৃহৎ বরাক্ মুক্রু, এরুঙ্গ ও তিপাই তটিনীকে টেনে নিয়ে, স্রোৎসাহে তরঙ্গ ভঙ্গে নেচে নেচে চলেছে, কিন্তু ঐ পর্ব্বতমূলে বরাকৃতীরে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে কে দেখছিস ? আমার অরিজিৎ।

চিত্রাঙ্গদা। (স্বগতঃ) একি ! বাবা কি তবে এতদিন ঐ অরি-দাদার কথাই ভেবে আসছেন ? তিনি আজ সমস্ত মণিপুরের সেনা-

পতি। বৃদ্ধ সেনাপতি তাঁর হস্তেই সমস্ত সৈন্যভার অর্পণ করে, অবসর গ্রহণ করেছেন। এত তাঁর পরম গৌরব ও আনন্দের কথা। তবে তিনি বিষণ্ণ হবেন কেন? তাঁর জন্যই বা পিতৃদেব এত চিন্তিত কেন? আজ আমারও যে হৃদয় চিন্তায় পূর্ণ হচ্ছে।

চিত্র। মা! মা! বভ্রু কোথায়?

চিত্রাঙ্গদা। সে ত আপনারই কাছে ছিল। আপনাকে ও তাকে গৃহমধ্যে না দেখেই, খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে আপনাকে দেখছি; সে কোথায় তাত জানিনে।

চিত্র। তাকে চোখে চোখে রাখিস্ মা! একটা ছেলে, তাও তার খোঁজ রাখিস্ নে? ছোট ছেলে, কোথায় পড়ে যায়, না যায় তাত দেখতে হয়।

চিত্রাঙ্গদা। সে কি একস্থানে স্থির হয়ে থাকে বাবা? বড়ই দুরন্ত হয়েছে। বিশেষতঃ আপনার আদরে সে কাকেও গ্রাহ্য করে না। আপনার জন্য তাকে শাসন করবারও উপায় নাই। কাজেই, আচার্য্য মহাশয়ও কিছু না বলায়, সে ক্রমেই অশান্ত হয়ে উঠছে।

চিত্র। কচি ছেলে সে, কেমন করে তাকে তিরস্কার করি বল? আর দুষ্ট ছেলে না হলে কি, কখন পরে ভাল হয় মা? সিংহশিশু পরে সিংহই হবে। দেখিস্‌নে মা, সে এখন হতেই ব্যাঘ্রশাবক ও হস্তীশিশুর সঙ্গেই খেলা করে। ভয় বলে সে কিছু জানে না। তাকে কি,—ওকি ও কে গায়?

নেপথ্য হইতে প্রিয়ম্বদার

গীত।

ব্রজে যশোদার প্রাণের পুতলী সেই সে নীলমণি :..
করেতে মুরলী রাধা রাধা বলি, ডাকিছে যেন শুনি॥

চিত্রাঙ্গদা। বোধ হয় সখী প্রিয়ম্বদা, আপন মনে গান করতে করতে আসছে। আপনাকে দেখেনি—তাই।

চিত্র। কে প্রিয় গাচ্ছে? বেশ গান ত? আমাকে অন্তরালে নিয়ে চল, যেন দেখতে না পায়, দেখতে পেলে আর এ মধুর গান শোনা হবে না। (অন্তরালে অবস্থান)

গাহিতে গাহিতে প্রিয়ম্বদার প্রবেশ।

গীত।

ব্রজে যশোদার প্রাণের পুতলী সেই সে নীলমণি।
করেতে মুরলী, রাধা রাধা বলি, ডাকিছে যেন শুনি॥
ভুলায়ে অবলা, মাতায়ে সরলা, গোপীগণ রতিরাগে,
নিকুঞ্জমাঝে, মোহন সাজে, মুখে মৃদু মধু হাসি ;
চতুর কানাই কত ছলে, লুকোচুরী শত স্বতঃ খেলে,
না দেখি তাহায়, যত প্রমদায়, পরমাদ মনে গণি।
ধরিতে কপটে, ইতি উতি ছুটে, মরে বা যতেক ধনী॥

চিত্র। (সম্মুখে আসিয়া) প্রিয়! প্রিয়! আবার গা'ত মা!

প্রিয়। ছিঃ ছিঃ, কি করেছি! আপনি এখানে!

চিত্র। লজ্জা কি মা? কোন দোষ হয় নি—আবার গাও।

প্রিয়। না—না, তা পারব না—আমি পালাই।

চিত্রাঙ্গদা। কেন সখী! গাও না! লজ্জা কি? এত করে বলছেন।

প্রিয়। ইস, তা বৈকি? আমি পারব না, যাই।

(দ্রুত প্রস্থান)

চিত্র। মেয়েটা বড় লাজুক, তা হ'ক্ প্রাণটা বড় সরল।

বেগে বভ্রুবাহনের প্রবেশ।

বভ্রু। কে সরল দাদামহাশয় ?

চিত্র। তুমি, দাদা তুমি।

বভ্রু। না, তা নয়। কাকে সরল বলছিলে, বল।

চিত্রাঙ্গদা। তোমার অরিমামাকে যদি হয় !

বভ্রু। ও বাবা ! অমন জোয়ান সরল হয় ?

চিত্রাঙ্গদা। কেন, বড় হলে কি সরল হয় না, না হতে নেই ?

বভ্রু। তা থাকবে না কেন ? তবে তিনি নন। তাঁর চোক দিয়ে আগুন বেরোয় ; মুখখানা মেঘে ঢেকেই আছে ; বুকের মধ্যে যেন কামারের যাঁতা চলছে।

চিত্র। সে কি দাদা ! তুমি তা কি করে বুঝলে ?

বভ্রু। না, বুঝিনে ? আমি কচি খোকা কিনা ? আমার বুদ্ধি হয় নি ? এই দেখ আমার কত বুদ্ধি। (আঙ্গুল মট্‌কাইয়া দেখান)

চিত্র। তাই ত দাদা,এ যে মেলা বুদ্ধি হয়েছে। এস,আমার বুকে এস।

বভ্রু। তা হচ্ছে না, আগে বল কাকে সরল বলছিলে ?

চিত্র। পাগলা দাদা ! বলছিলাম, তোমার প্রিয় মাসীর প্রাণটা বড় সরল।

বভ্রু। ঠিক বলেছ দাদামশায়, একেবারে জলের মত, ঐ জন্যই বুঝি ছুটে পালাল ? আমি দৌড়ে গিয়ে ধরে আনব ?

চিত্রা। না দাদা, তোমায় যেতে হবে না। তুমি আমার বুকে এস। (বভ্রুকে বক্ষে স্থাপন)

বভ্রু। দেখ দাদামশায় ! মা বলেন, তুই বড় দুষ্টু হচ্ছিস — কিন্তু দুষ্টু হচ্ছি কি ? সত্যি বল ?

চিত্র। তা কি হয় দাদা? তোমার মা তোমাকে নিয়ে ঐ বলে মজা করেন।

বভ্রু। তবে? এইবার দুষ্টু বল্‌লে, তোমাকে বলে দেব। তুমি মাকে বকবে ত দাদা?

চিত্রাঙ্গদা। তা নইলে তোমার বৃদ্ধি হবে কেন? দাদার আদরেই ত তোমার পরকাল উজ্জল হচ্ছে। মাকে বকুনি না খাওয়ালে কি ছেলে?

বভ্রু। দেখেছ দাদামশায়, মা রেগে গিয়েছেন। তুমি না থাকলে লঙ্কাকাণ্ড করে তুলতেন—কেমন? এখন বকতে পার? (হাস্য) ও দাদা! বলতে ভুলে গিয়েছি, আজ প্রিয় মাসী আমাকে একখানা নূতন গান শিখিয়েছেন, শুনবে?

চিত্র। শুনব না? গাওত দাদা।

বভ্রু। কোলে চড়ে কি গান হয়? আমাকে নামিয়ে দাও।

চিত্রা। বেশ, (নামাইয়া দিয়া) এইবার গাও।

গীত।

কানু! বারেক বাজাও বাঁশী, কানু! বারেক বাজাও বাঁশী।
রাধা রাধা বলে, কদম্বের মূলে, বাঁকা হয়ে কালশশী॥
বইবে উজান নীল যমুনা, নাচবে ময়ুর মেলি পাখ্‌না;
ছুট্‌বে গোধন, দেখ্‌তে কিষণ, বিষণ সনে পাশাপাশি॥
গৃহকাজ পরিহরি—আসবে ছুটে ব্রজনারী;
রাখালরাজে, কুসুমসাজে সাজাতে সুখে হাসি হাসি॥

বভ্রু। কেমন দাদা, বেশ গান নয়?

চিত্র। অতি সুন্দর।

চিত্রাঙ্গদা। ঐ শেখ' ; আর লেখাপড়া, অস্ত্রশিক্ষা সব মাথায় উঠুক, তা হলেই ভাল করে রাজ্যরক্ষা হবে।

বভ্রু। না—হবে না! উনি বড় জানেন কি না? দেখো দাদা, আমি বাবাকেও যুদ্ধে হারিয়ে দেব। এমন তীর মারব, যে তিনি আট্‌কাতেও পারবেন না।

চিত্রাঙ্গদা। তা তোমার দ্বারা বুঝিবা শেষে তাও হবে।

চিত্র। কচি ছেলে; এর সঙ্গে কি মিষ্ট করেও একটা কথা বলতে নাই? না—দাদা! তোমার মার কথা ধর না। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি তোমার পিতার অপেক্ষা যোদ্ধা হও। মণিপুরের মুখ উজ্জল কর। কৃষ্ণার্জ্জুন সাদরে তোমাকে কোলে তুলে ল'ন।

বভ্রু। শোন দাদা! বাবা কৃষ্ণকে পেয়েছেন, আর আমি কৃষ্ণের নাম পেয়েছি। দেখ, ঐ নামের জোরেই আমি জিতে ফেলব। হ্যাঁ দাদা! কৃষ্ণের চেয়ে কৃষ্ণের নাম বড়—নয়?

চিত্র। নিশ্চয়। কৃষ্ণ নামের কত গুণ, তার কি সংখ্যা আছে? সমুদ্রের বালুকারাশির গণনা হয়; আকাশের নক্ষত্ররাশির গণনা হয়; কিন্তু কৃষ্ণনামের মহিমার সংখ্যা হয় না। দেবর্ষি নারদ, দেবী সত্যভামার তুলাদান ব্রতের সময়, তার প্রমাণ এই বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছেন যে, কৃষ্ণ হতেও তাঁর নামই বড়। সেই নামে যখন তোমার বিশ্বাস হয়েছে, তখন আর অন্য শিক্ষার আবশ্যকই বা কি? ধ্রুব ও প্রহ্লাদ বাল্যকালে ঐ নাম প্রাপ্ত হয়েই, তাতে অচলা ভক্তি ও বিশ্বাস বলে সমস্ত বিপদ উত্তীর্ণ হয়ে, অমর হয়ে আছেন। তুমিও ঐ নাম বলেই বিশ্বপূজ্য হও।

বভ্রু। আর উনি উত্তর দিতে পারছেন না; এইবার?

চিত্র। ক্ষেপা দাদা আমার! তুমি রোজ আমাকে নামগান শুনিও।

বভ্রু। দেখ দাদামশায়! অরি মামা কিন্তু কৃষ্ণনামে ভারি চটা। তিনি হরনাম করলে খুব খুসী। আচ্ছা দাদা! হর হরি কি পৃথক্?

চিত্র। তা কি হয়? হর হরি অভেদাত্মা। যে হরি, সেই হর। যে অজ্ঞান, সেই পৃথক জ্ঞান করে। যে, যে ভাবে ভগবান্‌কে ডাকে; সে তাঁকে সেই ভাবেই পায়।

গীত।

হর হরি অভেদাত্মা, পৃথক্ তার নাই রে।
যে, যে ভাবে ডাকে, সেই ভাবে পায় তাঁকে,
যা কিছু ভেদ গোল, বোধহীন ঘটায় রে॥
কালের গুরু হয় কালা, কালার গুরু ঐ ভোলা,
কা'র-মুণ্ড, বনমালা, গলেতে দোলা;—
ভক্তভরে প্রাণঢালা, ডাক দেখি ভক্তিভরে॥
শাস্ত্রে আছে বহু প্রমাণ, মূর্খে কি তা করে সন্ধান?
দীন-ভূপেন্দ্র হয়ে অজ্ঞান, ভুলে যায় ধ্যান,—
কর গুরু কৃপাদান, ডাকি হরি হরে॥

চিত্র। চল দাদা, এখন আমরা গৃহে যাই।

(সকলের প্রস্থান।)
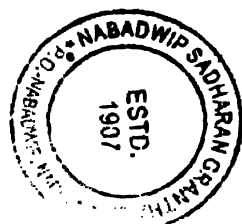
তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—চিত্রবাহনের কক্ষ।

একাকী অরিজিতের প্রবেশ।

অরিজিৎ। অনেক চিন্তা কর্‌লাম, কিছুই স্থির হ'ল না। শৈশবে আমি পিতৃমাতৃহীন; বৃদ্ধ রাজা চিত্রবাহন আমাকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে পালন করেছেন। তিনি অপুত্রক থাকায়, সকলের কথায় বুঝেছিলাম যে, আমাকেই পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ ক'রে, বৃদ্ধ রাজসিংহাসন দান কর্‌বেন। তাঁর মুখে কিন্তু একদিনও একথা শুনি নি। তবে তাঁর আদর ও যত্নে প্রথমেই তাই অনুমান করেছিলাম। ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বুঝলাম, এটা আমার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। পরে যখন মহাবীর অর্জ্জুন এসে চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ কর্‌লেন, তখনই যেটুকু সন্দেহও ছিল, তাও ঘুচে গেল। চিত্রাঙ্গদাকে ভালবেসেছিলাম, জানি না সে আমাকে ভালবাসত কি না। সে কৌস্তভমণি, এই ক্ষুদ্র জীবের গলে শোভা পাবে কেন? সে দেবী, তাই নররূপী দেবতা গাণ্ডীবীর গলে বরমাল্য দিলে। তাতে আমার দুঃখ হয় নি; কিন্তু চিন্তায় আমাকে অস্থির ক'রে তুল্‌লে। তখন হ'তে আজ পর্য্যন্ত ভাব্‌ছি, আমার এখন স্থান কোথায়? অবশ্য মণিপুর রাজ্যের প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হয়েছি, কিন্তু তাতেও কেন তৃপ্তি নাই, তাও বুঝ্‌তে পারি না।

অলক্ষ্যে সন্ন্যাসিবেশে সত্যের প্রবেশ।

গীত।

কেন পাও যাতনা, কর বৃথা ভাবনা, কি কর বিড়ম্বনা,—
যে শোনে না মানা, আছে জানা,
স্থির ছেড়ে ফল কি? বিফল আশা

জীব বোঝে না, দেখে দেখে না; লাঞ্ছনা, তাড়না, বেদনা,
ভোগ করে শেষে হায়! কত গঞ্জনা ;—
ত্যাগে পায় গৌরব, নহে এ রৌরব,—নরকে পতিত, লয়ে নিরাশা॥
ফের অভিমানী, সত্যের বাণী, শুনহে বারেক পাতিয়া কাণ ;—
প্রাক্তন যার যাহা, সেই ভবে পায় তাহা, দিন যায়,
বুঝে চল, ছাড়ি দুরাশা॥

[সত্যের প্রস্থান।

অরিজিৎ। দৈববাণীর ন্যায় কে অলক্ষ্যে গান গেয়ে আমাকে যেন উপদেশ দিলে যে—"যা পেয়েছ, তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে থাক, তাতেই শান্তি।" তাই কি? আমি কি তবে সত্যই দুরাশার দাস হয়ে, তার পশ্চাতে এতদিন ছুটেছি? নতুবা আমার এত চিন্তা কেন? দীন শিশু আমি রাজানুগ্রহে পালিত ও বর্দ্ধিত হয়ে, অবস্থার অতীত পদে উন্নীত হয়েছি; তথাপি আমার তৃপ্তি নাই। ধিক্ আমার এই দুর্ব্বলতাকে। সত্যই ত এর পরিণাম বড়ই ভীষণ। অতি উচ্চাশায় মানব মহাপাপ কার্য্যে রত হয়ে, শেষে আপন অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করে। না, আর ভাব্ব না। আজ হ'তে আপনাকে বশে রেখে, প্রভুর কার্য্যেই জীবন অতিবাহিত কর্‌ব।

বভ্রুবাহন ও চিত্রাঙ্গদার সহিত
চিত্রবাহনের প্রবেশ।

চিত্র। কে, অরিজিৎ? আজ কয়দিন তোমাকে না দেখে মনটা বড়ই উতলা হয়েছিল। এসেছ, ভালই হয়েছে। তা, প্রত্যহ এক একবার দেখা দিলে বড়ই সুখী হই। তা, বাহিরে দাঁড়িয়ে কেন? এই রাজবাটীর সর্ব্বস্থানই ত তোমার জন্য উন্মুক্ত। তোমার এত সঙ্কুচিত

হবার কারণ কি? বড় হয়েছ, তাতে কি হয়েছে? তুমি যে আমার সেই অরিজিৎ। চল, গৃহমধ্যে চল।

অরিজিৎ। তা নয় প্রভু! গৃহমধ্যে কারও কোন সাড়া না পাওয়ায়, বাহিরেই অপেক্ষা করছিলাম।

চিত্র। অরিজিৎ! কি বল্‌লে? আজ আমি তোমার প্রভু? এ সম্ভাষণ তোমায় এখন কে শিখিয়েছে বাবা! কিম্বা আমার কোনরূপ অনাদর পেয়ে, এ ভাবে সম্বোধন কর্‌লে? আমার একমাত্র কন্যা এই চিত্রাঙ্গদা, আর একমাত্র পুত্রই যে তুমি। তোমাকে ত কখন অন্যভাবে দেখি নি। অরিজিৎ! অরিজিৎ! আমাকে দূরে ফেলে দিও না। আমি চাই, আমার সেই স্নেহের বালক অরিজিৎকে; আমার রাজ্যের সেনাপতিকে নয়।

অরিজিৎ। মার্জ্জনা কর্‌বেন পিতা, আমার অপরাধ হয়েছে। ভেবেছিলাম যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে, আপনার সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হয়েছি; তখন—

চিত্র। তখনও অন্য কিছু নয় অরিজিৎ। তুমি যতই বড় হও, যে পদই প্রাপ্ত হও; তুমি আমার কাছে সেই বালক অরিজিৎ ভিন্ন অন্য কিছুই নও। আমাকে তোমার সেই পিতৃস্থল হ'তে ঠেলে ফেল না। তা'হলে এ বুকখানা ভেঙ্গে যাবে। কয়েক বৎসর হ'তে তোমার মুখে কি যেন এক নিরাশার ছায়া দেখ্‌ছি, কতকটা অনুমানও করেছি; কিন্তু বল্‌তে সাহস হয় না।

অরিজিৎ। সে কি পিতা? আমাকে বল্‌বেন, তা'তে বাধা কি? আমার কোন অন্যায় দেখ্‌লে, আপনি ভিন্ন কে তা সংশোধন ক'রে দেবে? আপনার উপদেশেই আজ আমি লোকচক্ষে শিক্ষিত ও আদরণীয়। আপনি শুধু আমার পালক নন্—আপনি আমার গুরু।

শৈশব হ'তে পিতা মাতার স্নেহ পাই নি, কিন্তু একাধারে আপনা হ'তেই সব লাভ করেছি। আমি যে আপনার দাস—আপনার পুত্র।

চিত্র। হ্যাঁ, তাই—শুধু তাই, আর কিছু নয়!

চিত্রাঙ্গদা। দাদা! পিতা কেবল আপনার কথাই সর্ব্বদা বলেন, আর নির্জ্জনে আপনার জন্যই চিন্তা করেন। ওঁর ধারণা, আপনাকে রাজ-পদে অভিষিক্ত না করাতেই, আপনি বিমর্ষ হয়ে বেড়ান। সেই জন্যই পিতার যত চিন্তা। কিসে আপনি সুখী হবেন—তাই কেবল ভাবেন।

বভ্রু। মামাজি! আপনি রাজা হলে সুখী হন? বেশ ত, দাদা-মশায়! তুমি মামাজীকেই রাজা কর; আমি সেনাপতি হয়ে থাকব। সিংহাসন আমি চাই না।

চিত্র। দাদা আমার! আশীর্ব্বাদ করি, তোমার হৃদয় এমনই মহৎই যেন থাকে। অরিজিৎ! বালকের কথা শুনেছ? আমিও তোমাকে এমনটী চাই। নতুবা আমি শান্তিতে মর্‌তে পার্‌ব না।

অরিজিৎ। আমি ত তাই আছি পিতা! এই আপনার পদতলে উপবিষ্ট হ'লাম, ভাল ক'রে একবার আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখুন, আমি আপনার সেই স্নেহের অরিজিৎ কিনা!

চিত্র। (অরিজিৎকে তুলিয়া আলিঙ্গনান্তে) আঃ! এতদিনে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। অরিজিৎ আজ হ'তে আমি রাজসিংহাসন ত্যাগ কর্‌লাম; আর এই বালককে (বভ্রুকে করধারণে) তোমার হাতে হাতে সমর্পণ কর্‌লাম। তুমি এই বালকের অভিভাবক হয়ে, রাজ-প্রতিনিধি হয়ে এই রাজ্য পালন কর। আর সমগ্র কুক্ষিদেশ আজ হ'তে তোমার। তুমিই এখন হ'তে কুক্ষিপতি অরিজিৎ। রাজ্যময় এখনই এ ঘোষণা প্রচার কর্‌তে মন্ত্রীকে আদেশ কর্‌ছি।

চিত্রাঙ্গদা। বাবা! এ আপনার উপযুক্ত ব্যবহারই হয়েছে। কেমন দাদা! বভ্রুর ভার নিলে ত?

অরিজিৎ। নিশ্চয়। রাজ আদেশ—পিতার আদেশ, আমি সানন্দে অবনত মস্তকে গ্রহণ করলাম। আশীর্ব্বাদ করুন পিতা, যেন এর মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারি।

চিত্র। আশীর্ব্বাদ করি—তোমার এ শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হ'ক। দাদা আমার! তোমার মামাজীকে এই সময় একখানি গান শুনিয়ে দাও দেখি।

বভ্রু। তা দিচ্ছি; কিন্তু আমাকে ওঁর ভাল ক'রে যুদ্ধ শিখিয়ে দিতে হবে। তবে শোন—

গীত।

বালা, তর্ তর্ বেয়ে যায় তরণী।
ডাকে আয়, উঠে আয়, পার করি তো'য় তটিনী॥
পাল তুলে দিব পাড়ি, সুবাতাসে মজা ভারি,
পারে যেতে কেন দেরী!
আয়, ডাকে সে;—সাঁজের আঁধার এলে,
খেয়া বন্ধ হয়ে গেলে,
ছুটাছুটী সার হবে, মিছে কাঁদুনী॥

অরিজিৎ। এ সব গান একে কে শেখালে?

বভ্রু। ঐ দেখ দাদা! মামাজী চটে গিয়েছেন।

চিত্র। কেন চটবেন, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। শোন অরিজিৎ! আমরা যেমন শিবোপাসক, তেমনি পাণ্ডবগণও কৃষ্ণোপাসক। বভ্রু ত অন্যায় কিছু করে নি, ও যে তৃতীয় পাণ্ডব পার্থের পুত্র। ও ত কৃষ্ণভক্ত হবেই।

অরিজিৎ। ঠিক বলেছেন, আমারই ভুল হয়েছে। তবে মণিপুর-সিংহাসনে উপবেষ্টার শিবভক্ত হওয়াই কর্ত্তব্য।

চিত্রাঙ্গদা। দাদা! বভ্রু ত শিবদ্বেষী নয়। ও জানে হর হরি এক। বিশ্বাস না হয়, বাবাকে জিজ্ঞাসা কর?

চিত্র। জিজ্ঞাসা কর্‌তে হবে কেন, আমিই বল্‌ছি। অরিজিৎ! আমার মা'র কথাই সত্য। বভ্রু, হর হরি উভয়কেই মানে, তবে কেউ কি কারো কুলদেবতা ত্যাগ কর্‌তে পারে? শাস্ত্রেই আছে, "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ো, পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ।" তা'ত সবই তুমি জান।

অরিজিৎ। আজ আপনার উপদেশে আমার দারুণ সংশয় দূর হয়ে গেল। এই জন্যই আমার আরও চিন্তা ছিল। পাছে বভ্রু শিবদ্বেষী হয়, তাই কেবল চিন্তা ছিল। আজ হ'তে সে চিন্তা কেটে গেল। তা'হলে এখন আসি, আবার সময়ে দেখা কর্‌ব। প্রণাম পিতা।

[প্রণামান্তে প্রস্থান]

চিত্র। চল দাদা! এখন আমরাও গৃহমধ্যে যাই।

বভ্রু। তাই চল। আজ একটা বড় যুদ্ধের গল্প বল্‌তে হবে। দেব-দৈত্যের যুদ্ধ।

চিত্র। বেশ, তাই হবে চল।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মণিপুর প্রমোদোদ্যান।

প্রিয়ম্বদার প্রবেশ।

প্রিয়। ওমা! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! মালীটার আক্কেল দেখ দেখি। আজ কুমার বভ্রুর অভিষেক; বাগানে একটু পরেই নাচ, গানের ফোয়ারা ছুটে যাবে; আর এ হতভাগা মালীটার এখনও বোধ হয় ঘুমই ভাঙ্গে নি। এখনও বাগানটায় ঝাঁট দেয় নি। আচ্ছা, তারই না হয় ঘুম ভাঙ্গে নি; আর সেই আধ্‌ধেড়ে ধুম্বো মাগী, সেই মালিনী বেটী, তারও কি এসে ঝাঁট্‌টা দিতে নেই? বলি কথাটা কি? ও ছিঃ ছিঃ! একটু প্রাণে ভয়ও নেই? একটা ঝিও এখানে নেই যে, তাদের তুলিয়ে আনি! আমার উপর আজ আবার এই উদ্যানে উৎসবের আয়োজন কর্‌বার ভার পড়েছে। দেখি আর কিছুক্ষণ না আসে ত, দ্বারবান্ দিয়ে ডাকিয়ে এনে নাকাল ক'রে ছাড়্‌ব। এখানে একটু বসি। (উপবেশন) আঃ! কেমন সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে; তাতে আবার নানা ফুলের সৌরভে বাগান মাতিয়ে দিয়েছে। মালীটা একপক্ষে ভাল, বেশ ফুলগাছগুলি লাগিয়েছে। ততক্ষণ একটু গান করি।

গীত।

নীলাম্বর তলে, নিভৃত নিকুঞ্জে খেলে, নৃত্য পুলকে সমীর।
বেলী যাথি যুঁই, কুন্দ কুসুমে ঐ, গুঞ্জরে ভ্রমরা হইয়া অধীর॥
উদ্যান মাঝে বাপী, মলয় হিল্লোলে কাঁপি,
ছল ছল ঢেউ তুলি, তটে ভেসে যায়;

হংস সারস দলে, পাশাপাশি কুতূহলে,
দলে দলে ভেসে যায় কিবা মহিমায়;—
দিব্য দরশন, শোভে ঐ সুশোভন, কুঞ্জ-কুটীর ॥

উড়িয়া মালী গদাধরের প্রবেশ।

গদা। এ মোর দগধ অদৃষ্টর, এ কিমতি হলা? সইদিদি আইকিড়ি, কতক্ষণ বসিকিড়ি গান ধরিলা; মু' ত না জাণুছি। এ'ত বড় মুস্কিলা পড়িলা। দেশ ছাড়ি এতদূর মণিপুর আসিকিড়ি নকড়ী লইলা; যদি মারিকিড়ি পোকাই দেইকিড়ি নকড়ী কাড়ি নিলা ত' কঁউটী যাইবা মু? এ দগধ অদৃষ্টর! এ কিমতি হলা?

প্রিয়। কে, গদাই এসেছিস্? তোর আজকাল কাজে ভারি অমনোযোগ হয়েছে। এত বেলা হ'য়ে গেল, এখনও বাগান পরিষ্কার করিস্ নি? আজ খোকাবাবু রাজা হবেন, এই বাগানে কত আমোদ হবে, আর তুই হতভাগা এখনও ঘুমুচ্ছিলি?

গদা। বিচার করিকিড়ি বলিবু সইদিদি। কাল রাত্র তিন পহর হউচিত, মালা গাঁথিছিলা। অধিক জাগরণ করিকিড়ি ধাঁইকিড়ি উঠিত নারিলা। এ মোর অপরাধ হউছি; মাফ দেওছন্তি, গরীবর দয়া করিবা।

প্রিয়। বেশ আমি এখন যাচ্ছি; খুব শীঘ্র পথ ঘাট পরিষ্কার ক'রে ফেল। দেখিস্, যেন দেরী না হয়। আমি একটু পরে এসে যেন সব ঠিক দেখ্‌তে পাই।

[প্রস্থান]

গদা। অঃ, বড়া বঁচি গেলা। মালা গাঁথিবার কথা না কউছন্তিত, অদৃষ্টর কি হইতা, কিমতি বলিব? অ হ হ হ, বটুয়াট কঁউটী গেলা? একটা পান সাজিকিড়ি খাইকিড়ি, মু কাম করিবি। না এ কি মুস্কিল হ'লা

এ সড়া হরধর মাক'ত দেখিবার উচিত ছিলা। এ হরধর মায়, এ হরধর মায়, এ শড়া হরধর মায়, ধাঁইকিড়ি বটুয়াটা আনিদিহ।

বটুয়া লইয়া হলধরের মাতার প্রবেশ।

হল-মা। গধার প্যারা হরধর মায়,হরধর মায় ডাকুছি কেঁউ ? আপন কাপড় ঠিক না অছিত, কাম করিবা কিমতি ? মু' ত ডাকপর ডাক শুনিকিড়ি, হবথব খাইকিড়ি বটুয়া লই আউছন্তি।

গদা। একটা পান বানাকিড়ি দেউ। কামত ঝটপট করিবার লাগুছি। হিথাপড় আজ নাচ গান হইব ; বভরুবাঁহড় আজ রজা হইবা। ভাল কাম হইব ত পুরস্কার মিলি যাব। তুহার পাঁয় চারিগাছ বেঙ্কী বনাইকিড়ি দিব।

উভয়ের গীত।

গদা।— রজা হইব, রজা হইব, কুমার বভরুবাঁহড়।
পানত খাইকিড়ি, কামত করিব হরবড়, হরবড় ॥
সুন্দর করিকিড়ি কাম কড়বো পুরস্কার লইকিড়ি,
বানাব তুহার পায়ের বেঙ্কী ;—

হল-মা।— রসবর নাগর তু মোর পরাণ হ, মু'পর ধাইকিড়ি,
লহত পানট হ

গদা।— হাতপর খাড়ু, পৈঁচা দেইকিড়ি, গলাধরি চুম্বড়
অ হঃ হঃ করিব খড় খড়, খড় খড় ;

হল-মা।— রসবর নাগর, তু মোর রসবর নাগর ; পরাণ পাগর,
গড় করি গোড়পড়, গোড়পড় ॥

গদা।—ইঁধার হউছি ; চর' উধার দেইকিড়ি, কাম শেষ করিবা।

(মালী মালিনীর প্রস্থান।)

সখীগণ সহ প্রিয়ম্বদার পুনঃ প্রবেশ।

প্রিয়। ওলো ছুঁড়িরা। কাজের সময় হ'লেই আর তোরা বার হ'স না। বাজে কাজে খুব হাসি ঠাট্টা হয়, আর কাজের সময়েই যত মারামারি—তখন সাজতে গুজতেই দিন কাবার।

১ম সখী। কেন, আমাদের আবার দেরী হ'ল কোথায়? এই ত এয়েছি, এখনও উৎসবের কত দেরী বল দেখি?

২য় সখী। সত্যি বোন্, সেজে গুজে এসে আর বসে থাকা যায় গা?

৩য় সখী। তা বৈকি; এতক্ষণ ঘরে থাকলে, কত বিশ্রাম করা যেত

প্রিয়। ওলো! যাদের হুকুম মেনে চলতে হয়, তাদের আবার অত আরাম খোঁজা কেন? বসেই ত প্রায় থাকিস, ক'দিন আর একটু খাটতে পারিস্ না? একটু ধর্ম্ম চেয়ে কথা ক'স্।

১ম সখী। তা তুমি ধর্ম্ম দেখাবে বৈকি? তোমার কিছু উঁচুপায়া কিনা? তা বল, ভগবান্ দিন দিয়েছেন বল। গাধার খাটুনী খাটতে হ'লে, তখন কি বল্‌তে বুঝতাম।

২য় সখী। উনি রাজকুমারীর প্রিয়সখী, ওর সব কথাই সাজে।

৩য় সখী। তাতে আর কথা আছে? এখন কি কর্‌তে হবে বল?

প্রিয়। তোদের যে আজকাল বেশ কথা ফুটেছে দেখ্‌ছি। তবে আর কি, আমার পদটাই এক একবার তোরা নিয়ে দেখ্‌না।

৩য় সখী। না দিদি, রাগ কর্‌ না; এখন কি কর্‌ব, বল।

প্রিয়। উৎসবের দিন; আনন্দ কর্‌বি, নাচ্‌বি, গাইবি, আবার কি?

সখীগণের গীত।

তবে এস সখি, হয়ে মুখোমুখী, মোহনমেলায় সবে খেলি হোরি।
প্রভাত অনিল শীতল করে কায়, গাছের ডালে,

পাতার আড়ে, পাপিয়া বঁধু গায়;—
ছুটে ভ্রমরদলে, গুন্ গুন্ বোলে, কুসুম স্তবক পরি॥
কুমার বভ্রুরাজা হবেন আজ, সোহাগভরে সই ফুলসাজে সাজ;
আবার ফাগের রঙ্গে হই আয় লালে লাল, ধর্ পিচকারী মারি॥

প্রিয়। এ নইলে কি আজকের দিন মানায়? নাচ গানে আঁজ পথ ঘাট ভরপূর হয়ে যাবে, তবে ত?

গদাধরের পুনঃ প্রবেশ।

গদা। এ মোর দগধ অদৃষ্টর, এরা সব কঁউটী আউছন্তি? এ বগানে ফুল ফুটছি, না পরী আউছি? মু কোথা সই দিদিক পথ ঘাট পরিষ্কার কিড়ি দেখাইক, পুরস্কার মাগিব, না সব মাটী হৈ গেলা? হা দগধ অদৃষ্টর!

প্রিয়। কিরে গদাই, দৌড়ে আসতে আসতে থম্‌কে দাঁড়ালি যে? কোন ভয় নেই; কি জন্য আসছিলি, বল্।

১ম সখী। হ্যাঁরে! তোদের লোকে উড়ে মেড়া বলে কেন রে?

গদা। মেড়া কোন্ হউছি? কাম না করিবত গধ্বা কউছি। মেড়া কোন্ হউছি?

প্রিয়। না গদাই, তুমি মেড়া হবে কেন? বালাই ষাট, ষষ্ঠীর দাস—তুমি একটী জন্তু।

গদা। এ কিমতি কউছি? জন্তু? বাঘ, ভল্লুকত জন্তু কউছি। মু' ত মানব। উৎকল দেশকু মালাকর। জন্তু কঁউটী হইব? এ কিমতি হলা?

প্রিয়। ওমা! তাইত, ভুল হয়ে গিয়েছে। তুমি যে শাখামৃগ। লাঙ্গুলটী গত সনের ঝড়ে খ'সে পড়েছে।

গদা। লাঙ্গুড়? কঁড় কউছি? লাঙ্গুড়ত ভুঁইয়া লোক ধরছি। মু কি করিব?

প্রিয়। না, না, তোমার নেই। হাঁ্যা গদাই! তোমার দেশের গান জান? একখানি ভাল ক'রে গান শোনাও ত—পুরস্কার দেব।

গদা। পুরস্কার দিব? হঃ গান করিব, শুঁন। (স্বগতঃ) হে প্রভু জগড়নাথ! হরধর মার খাড়ু পৈঁচা করি দিয়।

গীত।

রসবতি! আউছন্তি তুহার নাগর।
চন্দর মু'পর সে, চন্দর মু'পর সে, আউছন্তি
ঝাঁকড় খাকড়, ঝাঁকুড় মাকড়॥
বাঁশরী বাদড়, পীতবাসপর, চরণে নেপুর বাজত
ঝুমুর ঝুমুর, ঝুমুর ঝুমুর।—
হে রসবতি! সাঙ্গাত তাহার হরধর, প্রভু হরধর॥

পরিচারিকার প্রবেশ।

পরি। সখী দিদি! রাজকুমারীর আদেশ, উৎসব বন্ধ হ'ক। মহারাজ হঠাৎ পীড়িত ও শয্যাগত হয়েছেন; সত্বর দেখ্‌বেন আসুন।

[প্রস্থান]

প্রিয়। কি সর্ব্বনাশ! তোরাও আয়—না হয় গৃহে যা; আমি একাই সেখানে যাই। [গদাধর ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

গদা। অ দগধ অদৃষ্টর! অভাগ্যর পাশ সাগর শুকাই যাইকিড়ি। হরধর মা'ক খাড়ু পৈঁচা কিমতি দিব? চরণর বন্ধী চারিগাছ কিমতি হব? অ দগধ অদৃষ্টর! পুরস্কার গেলা, পুন রজার বিমার বাধি গেলা?

নকড়ী আর না রহিব। এ প্রভু জগড়নাথ। এ কিমতি করিলা? অ দগধ অদৃষ্টর, অ দগধ অদৃষ্টর!

[প্রস্থান]

প্রিয়ম্বদার পুনঃ প্রবেশ।

প্রিয়। যাক, ভয়ে প্রাণটা শুকিয়ে গিয়েছিল। একটু যেতেই রক্ষী সর্দ্দার উলূক বল্‌লে যে, আর ভয় নাই, মহারাজ এখন কতক সুস্থ। সত্যই কি শ্রীহরি এমন আনন্দের দিনটা নিরানন্দে পূর্ণ কর্‌বেন? একি! আমি একটু যেতে না যেতেই, সকলে চলে গিয়েছে? আমিই না হয় আকস্মিক বিপদ্ ভেবে তাড়াতাড়ি গেলাম। আচ্ছা, সেই ছুঁড়ীদের কিসে এত ঘরকন্না বয়ে যাচ্ছে? এদের হয়েছে কি জান, হুকুম মাত্রেই আসর তৈরী চাই, আর কাজটুকু নিজের নিজের শেষ হলেই, সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্দ্ধান। মর্ মর্ তোরা। ঘরে কি তোদের নাগররা খাবি খাচ্ছে নাকি? আ মল, এ উড়ে বেটাও যে সরেছে। ড্যাক্‌রার মরণ দেখ। সেই পেত্নী মাগীর থাড় পৈঁচা কিসে করে দেবে, তার জন্যই ব্যস্ত। সেও সেই পেত্নীর জন্য ব্যাকুল,আর আমার তিনি ত একবার ফিরেও চান না? আমি ত সামান্যা দাসী নই—আমি মন্ত্রিকন্যা, আর তিনি ভূতপূর্ব্ব সভাসদের পুত্র। আমার পিতা ত তাঁর উচ্চপদস্থ। তবে তিনি রাজার পালিতপুত্র এই যা। কি সুন্দর নাম!—অরিজিৎ। দেবতা আমার! আমার মনের ভাব কি এখনও বুঝ্‌তে পার নি? তুমি পুরুষ, তাই এত নিষ্ঠুর। পিতার মুখে শুনেছি, একমনে যা চাওয়া যায়, ভগবান্ তাকে তাই দেন। তবে আমি তাঁকে পাচ্ছি না কেন? হে মুরলীধর, মদনমোহন, মাধব! তাঁকে কি পাব না।

গীত।

দাও হে মা-ধব মোরে, মোহন মাধব হরি।
হে মুকুন্দ! মধুসূদন! মথুরেশ! হে মুরারি॥
মূর্ত্ত্য মধুর-রাসে, মধুবন মধুমাসে গো ;—
আছ কি হে এখন' মত্ত? শুনিছ না দীনার বাণী?
(বারেক শুন হে, শুন হে!)
(অবলার আকুল উক্তি বারেক শুন হে, শুন হে!)
মিলাও মা-ধব, মাধব মোর, ওহে রাধানাথ, বংশীধারী॥
(কেন দিবে না, দিবে না?)
(ভক্তের প্রার্থিতে কেন দিবে না, দিবে না?)
শুনি বাঞ্ছাকল্পতরু হরি॥

অরিজিতের প্রবেশ।

অরিজিৎ। এই উদ্যানে একটু বসি, তারপর গৃহে যাব। (প্রিয়ম্বদাকে দেখিয়া) ওকি! প্রিয় নয়? না, হল না ; ও বড় চপলা। যদি এসে গল্প আরম্ভ করে, আর অতর্কিতে কেউ দেখে, তা'হলেই একটা মন্দ ধারণা কর্‌তে পারে ; বিশেষতঃ মন্ত্রীর সহিত আমার তত সদ্ভাব নাই। এক্ষেত্রে আর বিলম্ব করা উচিত নয়, যাই।

[প্রস্থান।

প্রিয়। ওকি! এসেই যে চলে গেল? কথা বল্‌বার অবকাশও পেলাম না। বিদ্যুৎগতিতে যেন দেখা দিয়ে, নৈরাশ্যের কোলে মিশিয়ে গেল। প্রাণ্ যাকে চায়, সে কেন তাকে চায় না? এ কি সংসারের রীতি?

পরিচারিকার পুনঃ প্রবেশ ।

পরি । রাজকুমারী আপনাকে স্মরণ করেছেন ।

প্রিয় । কে ? সখী ডাক্‌ছে ? হ্যাঁ, যাচ্ছি চল ।

[পরিচারিকার প্রস্থান]

নির্জ্জনে একটু চিন্তা কর্‌বারও অবসর নাই । বুকের আগুন, বুকেই চেপে রেখেছি । কাকেও বলি নি, সখীকেও নয় । দেখি, শ্রীহরির মনে কি আছে ।

[প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য।

মণিপুর-রাজসভা।

উলূকরাম ও প্রহরীদ্বয় আসীন।

উলূক। এই ভোজগাড়োল সিং! তুই সিংহাসনের ডানদিকে বর্শা ঘাড়ে ক'রে দাঁড়া; আর এই অবলা সিং! তুই বাঁদিকে দাঁড়া। (প্রহরীদ্বয়ের তথাকরণ) উঁহু হুঁ, হ'ল না। বাঁ হাতে বর্শা কাঁধের উপর নিয়ে, ডান হাত কোমড়ে দিয়ে, বুক চিতিয়ে বীরের মত দাঁড়া। (প্রহরীদ্বয়ের তথাকরণ) নাঃ, ও ঠিক হ'ল না, বাঁদিকে মাটীতে বর্শা রেখে বাঁ হাতে ধর, তারপর ডান হাতে ঘুঁসী উঁচিয়ে দাঁড়া। (প্রহরীদ্বয়ের তথাকরণ) এঃ, এও হ'ল না।

ভোজ সিং। তবে কি ক'রে দাঁড়াই বল দেখি?

উলূক। ধীরে; ভোজগাড়োল সিং! ধীরে, ব্যস্ত হ'লে চল্‌বে কেন?

অবলা সিং। তাই ব'লে কি পুতুল-নাচ করাবে নাকি?

উলূক। এই যে বাবা অবলা সিং—তোমারও যে মুখ ফুটেছে? তা বাবা চাকরী কর্‌তে হ'লে পুতুল-নাচই নাচ্‌তে হয়। আমিও ত একেবারে তোমাদের মত বীরের সর্দ্দার হই নি। কত (বেত দেখাইয়া) এই রকম লক্‌লকে তেলপানা, বিশিষ্ট বিশিষ্ট মধুর বেত্ররস আস্বাদন করেছি; আর তিড়িং মিড়িং ক'রে লাফিয়েছি। তখন পশ্চাতে হাত দিয়ে চুলকান দেখ্‌লে—

ভোজ সিং। উল্লুকের মত বোধ হত!

উলুক। কি বেটা ছোটলোক! আমি উল্লুক? যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? এক চড়ে বদন বিগ্‌ড়ে দেব জানিস্? (চপেটা-ঘাতোদ্যত)

অবলা সিং। আহা-হা উল্লুক দাদা কর কি? হাতে ব্যথা হবে। ও বেটার লোহার মত দেহ, তোমার ঘি খাওয়া হাতে সহ্য হবে কেন?

উলুক। তাই বটে, ঠিক বলেছিস্। আচ্ছা, আজ রাজসভা ভঙ্গ হ'ক্, তারপর তোর গারদ, নয় শূল, নয় দু মাস ফাঁসী দেব। তাতে আমার যা থাকে বরাতে! এত বড় কথা?

ভোজ সিং। তা'ত দেবে, কিন্তু আমিই না হয় আজ বেঁড়ে শেয়াল ধরা পড়েছি; আর এই যে মণিপুর-রাজ্যময় লোকে তোমাকে উল্লুক বলে, তা কি শুন্‌তে পাও না? তাদের কি দণ্ড দিয়েছ? আবার এই যে এখনি অবলা সিং তোমাকে উল্লুক দাদা বল্‌লে, তা কি শুন্‌তে পেলে না?

উলুক। তাই ত! ও বেটা ত বিষম পাজী। এম্‌নি তাল বুঝে বেটা ঐটে বল্‌লে যে, তা ত বুঝ্‌তে পারি নি। বেটা ক্ষুদ্রলোক,অশ্রাব্য, পাজী! তোকেও রীতিমত শাস্তি দেব। তিন বছর, তিন মাস, তিন দিন, তিন প্রহর, তিন দণ্ড, তিন পল, তিন অনুপল, এই তিন বিপল, তোর,—তাই ত!—আচ্ছা যাক্, যা হয় একটা ভীষণ, অবিশ্রান্ত, সৃষ্টি-ছাড়া শাস্তি দেব! ও কি! (নেপথ্যে গীত) বোধ হয় বৈতালিকরা গান কর্‌তে কর্‌তে আস্‌ছে। এই, দু'ধারে বর্শা সম্মুখে ধ'রে, চোখ বুজে দাঁড়া। (প্রহরীদ্বয়ের তথাকরণ) না, না, তাকিয়ে—

গীতকণ্ঠে বৈতালিকদ্বয়ের প্রবেশ।

গাও, গাও, গম্ভীরনাদে, গাও দীপ্ত নৃপগুণ-কীর্ত্তি।
শত্রু শঙ্কিত, যাঁহার শৌর্য্যে, নির্ভয় মণিপুর, বিরাজে স্ফূর্ত্তি॥
কে আছে মহীতে তুল্য তাঁহার, চিত্রবাহন-মহিমা অপার,
শস্ত্র শাস্ত্র, দু'য়ে সমবিজ্ঞ, নাহি চরাচর মাঝে সমান প্রাজ্ঞ;
নানা গুণাকর নৃপ, সাধক, কর্ম্মী; জয়তি রাজন্, দয়াল, ধর্ম্মী,
করুণা কিঙ্করে; অমাত্য, ভৃত্য—সহরষে গায় সবে গরিমা নিত্য;
গাও, গাও, গম্ভীর নাদে, উচ্চ জয়রবে পারিষদ, সৈন্য,
ধন্য মণিপুর, যাঁহার গর্ব্বে, ক্ষত্রিয়-শীর্ষ, সর্ব্বজন-মান্য;
সুর-সম্ভারে প্রাসাদ পূর্ত্তি, জীবতু দীর্ঘায়ু, দেবেন্দ্র-মূর্ত্তি॥

গম্ভীর সিংহ, শিবদয়াল সিং ও বটুকরাম সিংহের প্রবেশ।

শিব। মন্ত্রিবর! হঠাৎ আমাদের রাজসভায় আহ্বানের কারণ কি? কি এমন বিশেষ কারণ উপস্থিত হয়েছে যে, মহারাজ কেবল আপনার সঙ্গেই পরামর্শ না ক'রে, আমাদের সকলকেই তজ্জন্য আসতে আদেশ করেছেন?

গম্ভীর। বল্‌ছি, অধীর হবেন না। আপনি বিজ্ঞ সভাসদ্, এবং অমাত্য বটুকরামও বিচক্ষণ; সুতরাং আপনাদের ও সেনাপতি অরিজিতের মন্ত্রণা এখন বিশেষ আবশ্যক।

বটুক। তাই ত! সেনাপতি মহাশয় আসতে এত বিলম্ব কর্‌ছেন কেন? তাঁকে কি সংবাদ দেওয়া হয় নি? কি হে উলূক! দাও নি?

উলূক। কেন, আমি অনেকক্ষণ সংবাদ দিয়েছি; নয় হে ভোজ-গাড়োল সিং?

গম্ভীর। নবীন যুবক, বিশেষতঃ মহারাজের অতি প্রিয়পাত্র; সুতরাং তাঁর দায়িত্বজ্ঞান থাক্‌লেও, কার্য্যশৈথিল্যের জন্য তত ভীত হবার কারণ নাই।

শিব। রাজাদেশ ত পালন কর্‌তে হবে?

গম্ভীর। সেটা সকলের পক্ষে ঠিক নয়। যিনি রাজানুগৃহীত, তাঁর আর আমাদের অবস্থা সমান নয়। তাঁর কোন গুরু অপরাধও আমাদের সামান্য অপরাধেরও সমান নয়; বরং তদপেক্ষা লঘু ব'লেই উপেক্ষিত হয়। সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমাদের তুলনা করাই নিষ্প্রয়োজন। তিনি হয় ত এক্ষেত্রে নাও আস্‌তে পারেন।

উলূক। তা, আমি পূর্ব্ব হ'তেই অবগত আছি; কি বল অবলা সিং?

গম্ভীর। তথাপি আমাদের তাঁর জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রেই কার্য্য কর্‌তে হবে।

বটুক। তা আপনার যখন তাই মত, তখন আমাদেরও ঐ কথা।

শিবদয়াল। মহারাজ রাজসভায় কখন আস্‌বেন?

গম্ভীর। সভাসদ্! ঐ জন্যই ত পরামর্শ-সভার আহ্বান। মহারাজের নামাঙ্কিত পত্র না পাঠালে, সকলে রাজসভায় আস্‌বেন কেন? তিনি ত এ রাজসভা আহ্বান করেন নি। তার জন্যই আমার এই রাজনীতির অভিনয়।

বটুক। এ আপনি কি বল্‌ছেন? আমি ঠিক বুঝ্‌তে পার্‌ছি নে। এর মধ্যে অন্য কোন গূঢ় রহস্য আছে নাকি? মহারাজের—

গম্ভীর। হ্যাঁ, মহারাজের কঠিন পীড়া; ওদিকে ম্লেচ্ছপতি ব্রহ্মরাজ আবার মণিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্যোগ কর্‌ছে। এমনই আরও কতকগুলি বিষয়ের পরামর্শ আছে।

নাগাসর্দ্দার মর্দ্দুর প্রবেশ।

মর্দ্দু। হামি আস্‌ছে—হামে তু কেনে ডাক্‌লি মোন্ত্রীমশায় ? হামি তা বুঝ্‌ছে—বুঝ্‌ছে হামি কসুর করিয়েছে। কিন্তু হামি কি কোরবে—অবধুঁ তায় আনতি দিলে না। চঁড়াওতলে ডাণ্ডা দেতে দেতে লিয়ে, ভাগায়ে দিলো।

গম্ভীর। সর্দ্দার! তোমার কথা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। ভাল ক'রে সব খুলে বল। কাকে ডাণ্ডা মেরে ভাগিয়ে দিয়েছ ?

মর্দ্দু। সে এক দুষমণ বঠে। ছাড় না লিয়ে রাজ্যি ঢুকছে; সোই হামার সব আদমী তারে বাধ্বা দিলে। উসে সে গোঁস্‌সা হইয়ে লড়াই দিচ্ছে, দূর্‌সে দেখ্‌খে হামি যায় তারে লড়াই দিয়ে পাকড়া করি রাজ্জার পাশ্‌ আনতি মাগ্‌লো। কুথাসে এক অবধুঁ আয়াত বল্লে, উকে রাজ্যির মাঝ লিস্‌ না; ও বড়া দুষমণ আছে। চঁড়াওতলে লিয়ে, ছোড়িয়ে দে। এখন বুঝলি তু ?

গম্ভীর। তার দেশ কোথায়, নাম কি জেনেছ ?

মর্দ্দু। তার দেশ বল্লে "সরবতর্‌", নাম হইছে "দ্বাপর খাঁ।"

উলুক। আমার চেয়ে পালোয়ান ?

মর্দ্দু। হ্যা রে উলুক ভেইয়া! তুসে জব্বর মরদ্‌। হামারে লড়াইয়ে হাঁকায়ে দিলো।

উলুক। (স্বগতঃ) নাঃ, এ দেশ ছেড়ে পালাতে হ'ল। প্রহরী বেটা বলে উলুক, আবার এই জঙ্গলী ধাঙ্গড়টাও বলে ঐ কথা। কি বল্‌ব আবাগের বেটা বাবাকে; বেছে বেছে আর নাম পায় নি।

শিব। মন্ত্রিবর! কে সে বুঝ্‌তে পার্‌লেন ?

গম্ভীর। যেই হ'ক, সে আমাদের একজন অজ্ঞাত শত্রু। দেখ

অমাত্য, বিপদ্ কখনও একলা আসে না। একের পর আর একটী উপস্থিত হয়। নাগাসর্দ্দার! তুমি এ রাজ্যের বন্ধু ও রাজভক্ত প্রজা। বোধ হয় শোন নি যে মহারাজ পীড়িত; এ সময় তোমার হঠাৎ আগমন ভালই হয়েছে।

মর্দ্দু। কি বল্লি তু? চিংবাঁও রাজার বিমার? হামি একবার দেখ্তে পায়?

আদেশপত্র হস্তে অরিজিতের প্রবেশ।

অরিজিৎ! আস্তাম না; কেবল জান্তে এসেছি—এই রাজনামাঙ্কিত পত্র কে পাঠিয়েছিল? উলূক! কে তোমায় পত্র দিয়েছিল?

উলূক। (স্বগতঃ) দেখ আবার কি বিভ্রাট ঘটায়! মন্ত্রীর নামই বা কি ব'লে বলি?

অরিজিৎ। কি, নিরুত্তর কেন? কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ সকলেই দণ্ডায়মান! মন্ত্রিবর!

গম্ভীর। তার জন্য কি এখন আপনার কাছে আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে, সেনাপতি?

অরিজিৎ। দেওয়া না দেওয়া আপনার ইচ্ছা। তবে শীঘ্রই আপনাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। উদ্ধত হবেন না মন্ত্রিবর! শুন্তে চাই, এর উত্তর আপনি দেবেন কি না?

গম্ভীর। রাজনিয়মের বহির্ভূত, নতুবা দিতে পার্তাম।

অরিজিৎ। কারণ?

গম্ভীর। আপনি সেনাপতি; আর আমি আপনার উচ্চপদস্থ মন্ত্রী। মন্ত্রী স্বয়ং রাজার নিকট ব্যতীত, অন্যের কাছে কৈফিয়ৎ দেয় না।

অরিজিৎ। রাজপ্রতিনিধির কাছেও নয়?

গম্ভীর। অবশ্য। তবে মণিপুরে এখনও সে পদের সৃষ্টি হয় নি সেনা-পতি! আপনি মহারাজের পরম প্রিয়পাত্র, সুতরাং আপনাকে তৎ-প্রতিনিধি মনে ক'রে, মানী ব্যক্তির অবমাননা করা আপনার ন্যায় উদ্ধত, গর্ব্বিত যুবকেরই যোগ্য।

মর্দ্দ। এ বড় কুমার! বুড়া মন্ত্রীকঁ মান রাখ্‌বি তুঁ। রাজ্জা রাখ্‌ছে, তুঁ কি জাঁনুস্‌ না বঠে?

অরিজিৎ। মর্দ্দ! তোমার স্থান গিরিগহ্বরে, রাজসভায় নয়। শুনুন মন্ত্রিবর! আমি এখন হ'তে মণিপুরের রাজপ্রতিনিধি। এর উপর আর আপনার উত্তর আছে?

গম্ভীর। মহারাজের স্বাক্ষরিত আদেশপত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত আপনি আমার কাছে সেনাপতি মাত্র।

শিব ও বটুক। আমাদেরও ঐ কথা।

বেগে বভ্রুবাহনের প্রবেশ।

বভ্রু। মন্ত্রীদাদা! মন্ত্রীদাদা! অরিমামা আর কেবল সেনাপতি নয়; উনিই এখন হ'তে রাজপ্রতিনিধি।

গম্ভীর। কে তোমাকে বল্‌লে কুমার?

চিত্রাঙ্গদার হাত ধরিয়া পীড়িত চিত্রবাহনের প্রবেশ।

চিত্রবাহন। আমিই ব'লেছি গম্ভীর! আমিই ব'লেছি।

সকলে। জয় মহারাজের জয়, জয় মহারাজের জয়।

চিত্রবাহন। আর আমি তোমাদের মহারাজ নই। বড়ই বৃদ্ধ হয়েছি; হঠাৎ কি এক হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়ায় শয্যাগত হয়েছিলাম। একটু সুস্থ হতেই, মা'র হাত ধ'রে, ধীরে ধীরে রাজসভায় আসছি। অরিজিৎ! ক্ষুণ্ণ হ'য়ো না বৎস! মন্ত্রীকে আমিই রাজসভা আহ্বান করতে আদেশ

দিয়েছিলাম ও সকলের উপস্থিতির পূর্ব্বে আমার অন্য আদেশ পাঠ কর্‌তে নিষেধ করেছিলাম। অসুস্থ হ'তেই ভাব্‌লাম, যদি হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া হঠাৎ শেষ হয়; তাই এইরূপ আদেশ করেছিলাম; নিজে আস্‌তে পার্‌ব না ব'লেই করেছিলাম। গম্ভীর! এইবার অন্য আদেশ পত্রখানি পাঠ কর দেখি।

গম্ভীর। (পত্রপাঠ) "প্রিয় মন্ত্রী গম্ভীর! অমাত্য, সভাসদ্‌, সেনাপতি ও অন্যান্য পারিষদ্‌বর্গ রাজসভায় আগমন কর্‌লে, সকলকে আমার বিনীত অনুরোধ ও আদেশ জ্ঞাপন কর্‌বে যে, অতি বার্দ্ধক্য ও পীড়া-বশতঃ আমি রাজসিংহাসন আমার দৌহিত্র শ্রীশ্রীমান্‌ বভ্রুবাহনকে দান কর্‌লাম; ও তাহার শৈশবকালাবধি, আমার পুত্রোপম শ্রীমান্‌ অরিজিৎ সিংহকে রাজপ্রতিনিধিপদে অভিষেক কর্‌লাম। আপনারা সকলে যেন আমার এতাবৎ সৌহার্দ্দ্য স্মরণ ক'রে,এই আদেশের মর্য্যাদা রক্ষা করেন।"

চিত্রবাহন। কিন্তু যখন উঠ্‌বার একটু শক্তি ফিরে এল; তখন এ আনন্দে যোগদান কর্‌তে, নিজেই মা'র হাত ধ'রে এসেছি। মন্ত্রিবর! দূর হ'তেই তোমাদের কথোপকথন কতক শুনেছি! অরিজিৎ! বৃদ্ধ মন্ত্রীর নিকট ত্রুটী ভিক্ষা কর।

অরিজিৎ। আপনার আদেশ—

গম্ভীর। না কুমার! আর আপনাকে কিছু বল্‌তে হবে না। আমি রাজভৃত্য, সেইজন্য রাজ-নিয়মই পালন করেছি। আমারও ত্রুটী—

চিত্রবাহন। না, না, ও বাহ্যিকভাবে নয়। আমি চাই পরস্পরের প্রীতির বন্ধন। রাজ্যের মঙ্গল তোমাদের সদ্ভাবের উপর নির্ভর কর্‌ছে। মৌখিকতায় হৃদয় পাওয়া যায় না।

অরিজিৎ। তাই হচ্ছে পিতঃ! (মন্ত্রীর পদ ধারণোদ্যত)

গম্ভীর। (অরিজিৎকে সত্বর উঠাইয়া আলিঙ্গনকালে) ও কি কুমার! এস, আমার বক্ষে এস।

মর্দ্দ্। জয় রাজ্জা চিৎবাঁও, জয় রাজ্জা চিৎবাঁও।

চিত্রবাহন। এ কে? মর্দ্দ্ সর্দ্দার! বড়ই আনন্দের দিনে তুমি এসেছ। তোমার সাহায্য মণিপুর-রাজ কখন বিস্মৃত হবে না। (বভ্রুর প্রতি) দাদা আমার! এইবার সিংহাসনে ব'স ত। (বভ্রুর সিংহাসনে আরোহণ) অরিজিৎ! তুমি আজ রাজ-প্রতিনিধি হয়ে, দক্ষিণপার্শ্বে ব'স। (তথাকরণ) মা! মা! আমার আনন্দ আর ধর্‌ছে না; সহ্য কর্‌তে পার্‌ছি নে। সর্দ্দার! মন্ত্রি! সভাসদ্‌গণ! আমার শেষ অনুরোধ যে, তোমাদের শিশু রাজাকে রক্ষা ক'রো।

মর্দ্দ্। এ তুঁ কি বল্‌ছিস্ রাজ্জা? হামি খোকা রাজ্জার তরে জান দিব। তুঁ কুচ্ছু না ভাবিস্ রাজ্জা।

অন্যান্য সকলে। জয় মহারাজ বভ্রুবাহনের জয়! জয় মহারাজ বভ্রুবাহনের জয়!

চিত্রাঙ্গদা। বাবা! আপনার শরীর কাঁপছে; বোধ হয় অসুস্থ হয়েছেন। চলুন প্রাসাদ-কক্ষে যাই।

চিত্রবাহন। হ্যাঁ! তাই চল্। সেখানে গিয়ে এইবার নিশ্চিন্ত হয়ে, তোর কোলে মাথা রেখে শুই। ছেলে এইবার মা'র কোলে উঠ্‌বে, চল্।

[চিত্রবাহন ও চিত্রাঙ্গদার প্রস্থান।

অরিজিৎ। মর্দ্দ্ সর্দ্দার! তুমিও আমার ত্রুটী গ্রহণ ক'রো না। চলুন, আমরাও আজ সভাভঙ্গ ক'রে গৃহে যাই। মন্ত্রিবর! আজ রাজ্যের প্রতিগৃহে আলোকমালা দিতে, ও নৃত্যগীতে সর্ব্বত্র পূর্ণ কর্‌তে

আদেশ দি'ন। আগামী কল্য ব্রাহ্মণভোজন, দরিদ্রগণকে অন্ন-বস্ত্রদান ও শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করুন!

গম্ভীর। যে আজ্ঞা।

[সভাভঙ্গ ও উলূকরাম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

উলূক। হারে অদৃষ্ট! আমাকে কেউ একটা কথাও বল্‌লে না? আমি যেন এ রাজ্যের কেউ নই। কেবল উল্লুক ব'লে ডাকবার সময় সকলে ঠিক আছেন। আমি কি যে সে লোক? রাজরক্ষীদের সর্দ্দার। একটা ছোটখাট সেনাপতি বল্‌লেও চলে। আমাকে আর কারও নজরে ধর্‌ল না। আচ্ছা, এখন যাক্. একদিন ধর্‌তেই হবে। তখন আমিও একহাত দেখে নেব। এখন আর হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙ্গে ফল কি? আমিও যাই।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

মণিপুর-রাজপথ।

সত্যের প্রবেশ।

সত্য। আজ কুমার বভ্রুবাহন রাজসিংহাসনে আরোহণ করেছেন, তাই এই রাজধানী আলোকমালায় সন্ধ্যাতেই সজ্জিত হয়েছে। ঘরে ঘরে নৃত্যগীতের মধুর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। দেশ আনন্দে পূর্ণ। দুরাত্মা কলি, এই শান্তিময় সরলতার আধার ক্ষুদ্র মণিপুরকে, নরকের পূতিগন্ধে পূর্ণ করতে প্রয়াসী। হে পতিতপাবন, পশুপতি-পূজ্য, পাণ্ডব-সখা, পীতবাস! দেখ' যেন পাপীর পাপেচ্ছা পূর্ণ না হয়। আমাকে তোমারই অংশরূপে সৃষ্টি করেছ, কিন্তু পাপাত্মা কলিকে এখন দমন করবার শক্তি আমার নাই। হে সর্ব্বশক্তিময়! সচ্চিদানন্দ! সর্ব্বেশ! সন্তানের সাধ সফল কর।

গীত।

কোথা সচ্চিৎ আনন্দময়, সর্ব্বেশ, শ্রীহরি!
রক্ষা কর হে নিজ মহিমায়, মণিপুর-নরনারী॥
বড় ভীষণ কলির দাপে, চরাচর এখনি কাঁপে,
(দিলে যুগব্যাপী রাজ্য তায় হে)
(তাহার অসৎ আচার সবই জান হে)
(কিছুই অজ্ঞাত নাই তব হে,)
(অন্তর্যামী তুমি যে হে,)
বিপথে পড়িছে জীবে, দেখ মুরারি॥
তব করুণা-কণা বিনা, কি করে মূঢ় জনা?

(কোন শক্তি নাই, হে কানাই!)
(তায় স্বল্পায়ু অতি দীন, চারিভিতে ভ্রান্তি,)
(তাই স্মরি হরি দীনবন্ধু! বিতর হে কৃপাবিন্দু)
(কেন নিদয় হয়ে রবে হরি?)
(হে শঙ্খ-চক্র-গদাধর! কলি হ'তে ত্রাণ কর,)
(সভয় হৃদি কাঁপে থর থর,)
(যদি পতিতপাবন তবে, পাপভয় কে বারিবে?)
(প্রভু, রাখ দীনে এ সঙ্কটে, ডাকি মাধব মনে অকপটে,)
(তুমি ভবার্ণবে পার কর; পারের নেয়ে কর্ণধার;)
দীন ভূপেন্দ্রে ত্রাণ কর, মধুকৈটভহারী॥

উলূকরামের প্রবেশ।

উলূক। এ আবার কি মূর্ত্তি বাবা? গেরুয়া প'রে সন্ধ্যার সময় আনাচে-কানাচে ঘুর্‌ছে। বলি, কে হে ভণ্ড, অর্ব্বাচীন্! এমন সজাগ মণিপুরে ভরসন্ধ্যায় সিঁধ্ দিতে ঢুকেছ? জান, উলূকরাম এখানকার রক্ষীদের সর্দ্দার। তার চোখে ধূলো দেয়, এমন বাপের বেটা আছে কে?

সত্য। বলি, তুমিই সেই উল্লুক নাকি?

উলূক। চোপরাও অদ্ভুত, প্রচণ্ড, বিরাট, ব্যাপক! আমাকে উল্লুক ব'লে নিস্তার পাবি? তোর পোনাগুষ্টি ধ'রে এনে গারদে দিয়ে, ঘানি টানিয়ে তবে আমার নাম। তবে রে অবোধ, বোধহীন! (মারিতে উদ্যত ও সত্যের অন্তর্দ্ধান) বাঃ! হুস্; একেবারে হুস্!

বটুকরামের প্রবেশ।

বটুক। কিহে উল্লুক! রাতের বেলায় কি তাড়াচ্ছ? বলি, হুস্ হুস্ কর্‌ছ কাকে?

উলুক। হুস্, হুস্। একেবারে ভুস্। বাঃ চমৎকার! হুস্!

বটুক। আরে গেল—ক্ষেপল' নাকি?

উলুক। হুস্! না, এ কখন মানুষ নয়। নিশ্চয় কোন অপদেবতা। কথা বল্‌তে বল্‌তে হুস্!

বটুক। কে হে উলুক? কে হুস্ হ'ল? অপদেবতা কোথায় দেখ্‌লে?

উলুক। এই, এই, এই; এইখানে। গেরুয়াধারী;—আমাকে যা সবাই ব'লে ডাকে, তাই ব'লে ডাকতেই; আমি দুর্ব্বার হয়ে, যেই ধর্‌তে প্রচণ্ড বেগ দিয়েছি, অমনি হুস্!

বটুক। তোমার বেগটা প্রচণ্ড হয়েছিল ব'লেই, সে বুঝি হুস্ কর্‌লে?

উলুক। তা করবে না? কথাটা কি? মূর্ত্তিটে একবার দেখ দেখি? গোঁফে চাড়া দিয়ে তবু আস্তেন গুটিয়ে দাঁড়াইনি তাই—

বটুক। তাই সে পালাতে পেরেছে, নতুবা বোধ হয় তোমার ঘাড়েই চেপে পড়্‌ত? ঐ বুঝি উপর হ'তে হাত বাড়াচ্ছে?

উলুক। শিব, শিব, শিব! (সভয়ে পলায়ন)

বটুক। এমন অকর্ম্মণ্যকেও রাজা রক্ষীদের সর্দ্দার করেছেন! বেটার ভূতের ভয় দেখ দেখি! ত্রিকুলে যার বাতি দিতে কেউ নেই, তার প্রাণে এত মায়া? ওকি? সেই উড়ে মালীটা নাচ্‌তে নাচ্‌তে আস্‌ছে, নয়? ভাল হ'ল; ওকে নিয়েও একটু মজা দেখা যাক্।

গদাধরের নৃত্যগীতের সহিত প্রবেশ।

গীত।

রজা হউঁছি, কুঁয়ার রজা হউঁছি।
বভরু বাহড় হিঁথা রজা হউঁছি॥

পুরস্কার ধাঁইকিড়ি মাঙ্গি বানাও, হরধর মাক' চার বেঙ্কী দেই পাঁও ;
আঁউ খাড়ু, পৈঁচা, নেই জান গেইচা,
রসবতী সেই মোর ; পাগর হউছি, মু' পাগর হউছি ॥

বটুক। কে আবার তোকে পাগল করলে রে ?

গদাধর। অবুধাঁড় তুঁক ; হুঁ কি কহিব মু ? সেই হরধর মায় ত পাগর করুছি। তার খাড়ু পৈঁচা, বেঙ্কা না করি দিবত মোর জান যাইব। সেইত কউছি।

বটুক। সে তোর কে ? তোর মেয়ে নাকি ?

গদাধর। এ প্রভু রামচন্দড় ! এ কিমতি কহিলা ? সেত' মোর সন্তান হরধর মায়। ভদড় লোকর কন্যা, হুঁ।

বটুক। তা ত শুন্‌লাম ; কিন্তু এদিকে শুনেছিস্ ? আজ রক্ষি-সর্দ্দার উলুকরাম একটা মস্ত ভূত এখনি দেখে পালাল। (গদার কম্পন) মানুষ ব'লে যেই ধর্‌তে গিয়েছে, অমনি হুস্ !

গদাধর। (কাঁপিতে কাঁপিতে) এ রামচন্দড়, সে কঁউটী গেলা ?

বটুক। তোর ঐ বাগানের মধ্যে ঢুকেছে।

গদাধর। এ রামচন্দড় ! হরধর মায় যে হুথা একলা অছি ! এ রামচন্দড় ! মোর কপাড় পুড়িলা। মু' আর না বাঁচিব। সে রসবতী গেলাত' মু ন বাঁচিব। এ হরধর মায়—

[বেগে প্রস্থান।

বটুক। কত রকম ধাঙ্গড়ই এসে জুটেছে দেখ। বেটা রসবতী রসবতী ব'লেই ম'ল। ঐ যে আবার মেয়েরা গান করতে করতে এইদিকে আসছে। এই বেলা আমিও অন্তর্হিত হই।

[প্রস্থান।

মণিপুর-মহিলাদের গান করিতে করিতে প্রবেশ।

গীত।

আজ প্রাণ-মন-বিমোহন মোহনমেলা।
গাঁথি কুসুমহারে, কোমল করে, সাজাইব কুমারে, সাঁজের বেলা॥
চন্দন চুয়ায় ভরি, লেপিয়া কপোল পরি, বরষিব দূর্ব্বাদল
সোহাগে শিরে ;—
শয়নে, স্বপনে, বাসনা পরাণে, ক্ষত্রিয়-গরবে করুন লীলা॥
বীর আয়ুধ ধরি, কুণ্ডল বলয় পরি, করুন শাসন সুখে কিরীটীকুমার,—
নাচিব, গাহিব, যামিনী যাপিব, এমনি হরষে মোরা, করি খেলা॥

মহিলাগণ। জয় শিশুরাজা বভ্রুবাহনের জয়। জয় শিশুরাজা বভ্রু-বাহনের জয়।

[প্রস্থান।

কলির প্রবেশ।

কলি। এত আনন্দ, এত রাজভক্তি, এ আমার অসহ্য। এদের ঘরে ঘরে রক্তের ঢেউ বহাতে না পার্‌লে, হাস্যের পরিবর্ত্তে অভক্তির বিরক্তি আনতে না পার্‌লে, আর আমার তৃপ্তি হচ্ছে না। কি বল্‌ব সেই পাপিষ্ঠ সত্যকে। সে যে এখনও এ স্থান ত্যাগ করে নি। এরা এখনও যে সত্যকেই ধ'রে আছে। তাই সহজে এদের করতলগত কর্‌তে পার্‌ছি নে, ও কে আসে ?

সত্যের পুনঃ প্রবেশ।

সত্য। কখনও পার্‌তে দেব না। একবার দয়া ক'রে তোকে শাস্তি না দিয়ে ; আবার নাগাসর্দ্দারের দণ্ড হ'তে মুক্তি দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি,

তথাপি তোর লজ্জা নাই ? চোরের মত প্রবেশ কর্‌তে তোর ভয় হচ্ছে না ? এখনও বল্‌ছি পলায়ন কর্, নতুবা এই দণ্ডে তোকে সমুচিত শাস্তি-দান কর্‌ব ।

কলি। এ কে ? সেই সন্ন্যাসীই ত ! না, এখন পলায়নই শ্রেয়ঃ। কি কুক্ষণেই যাত্রা করেছিলাম ! আবার ওরই সম্মুখে পড়্‌লাম। আর বিলম্ব কর্‌ব না, যাই।

[প্রস্থান।

সত্য। পাপ কলি, আবার আমাকে দেখে পলায়ন কর্‌ল। এরূপে আর কতদিন এ রাজ্য তার গ্রাস হ'তে রক্ষা কর্‌ব ? হে বিপদবারণ, মধুসূদন ! তুমি ভিন্ন আর কে রক্ষা কর্ত্তা আছে ? তুমি যা করাচ্ছ, তাই কর্‌ছি ; তোমার জয় হ'ক।

গীত।

যা করাও, করি হরি, উপলক্ষ্য শুধু এ দাস।
কলিরে কেমনে বারি ; বল ওহে পীতবাস ॥
সারাৎসার তুমি হরি, শিহরে শরীর স্মরি,
কলি পাছে পূর্ণ করি, স্বীয় সাধ, দেয় ত্রাস ॥

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

চিত্রাঙ্গদার কক্ষ।

চিত্রাঙ্গদা ও প্রিয়ম্বদা।

চিত্রাঙ্গদা। প্রিয়! সকলেই আজ আনন্দ করছে, আর তোর মুখ খানি বিষণ্ণ কেন? সত্য বল, কি হয়েছে! তুই বিমর্ষ থাকলে, আমার মনে ভারি কষ্ট হয়। কেউ কিছু বলেছে কি?

প্রিয়। আমাকে আবার কে কি বল্‌বে? তোমার সব সৃষ্টি ছাড়া কথা, কোথায় আমাকে বিমর্ষ দেখ্‌লে? স্বপন দেখ্‌ছ না কি?

চিত্রাঙ্গদা। না প্রিয়, তোর কথা চাপা দিলে হবে না। সত্য বল কি হয়েছে? হৃদয়ের ভাব মুখেই দেখা যায়। দর্পণ নিয়ে তুই নিজে যদি একবার নিজের মুখ দেখিস্‌, তাহ'লেও বুঝ্‌তে পার্‌বি। আমাকে লুকিয়ে কি কর্‌বি? যে তোকে দেখ্‌বে, সেই এ কথা বল্‌বে। তোর মুখে কে যেন কালী ঢেলে দিয়েছে।

প্রিয়। তাই না কি? তাহ'লে মুখটা মুছে ফেলি। লোকে দেখ্‌লেই ত বিপদ দেখ্‌ছি।

চিত্রাঙ্গদা। রহস্য-কথা নয় প্রিয়! তোকে বল্‌তেই হবে কি হয়েছে? আমাকে বল্‌বিনে?

প্রিয়। কিছুই নয়, তার কি বল্‌ব? ভাল জ্বালায় পড়্‌লাম দেখ্‌ছি, আমার আবার কিসের দুঃখ? খোকা আজ রাজা হয়েছে, আমার কত আনন্দের দিন। তবে, হ্যাঁ, একটু মন কেমন হয়েছিল, তখন উলূকের কথা শুনে। সে বল্‌ছিল যে, আজ রাজসভায় সেনা-

পতি অরিজিৎ পিতাকে অপমান করেছে; তাতো আবার তথনি মিটে গিয়েছে।

চিত্রাঙ্গদা। হঁ্যা, তা বটে, কথাটা মিথ্যা নয়, তার জন্য দুঃখ করিস্‌নে। পুরুষদের অমন কার্য্যক্ষেত্রে কত কথা হয়, তাকি মেয়েদের ধর্‌লে চলে? তুই একখানা গান কর্‌।

প্রিয়। তাই বল, এর জন্যই এত ভণিতা হাচ্ছিল বুঝি? বেশ শোন।

গীত।

দিবানিশি মনে জাগে সই, জাগে সেই সে মূরতি খানি।
নধর অধরে সুললিত হাসি, মৃদুল মধুর বাণী॥
জ্যোছনা গগনে নীলিমার পটে, ভেসে উঠে তার ছবি।
বর্ণিতে কি পারে, লেখনীর ধারে, হ'ক না যতই কবি॥
সে যে হৃদয়ের জ্যোতিঃ, সৌম্য শান্ত,
পরাণের প্রাণ, কিশোর কান্ত;
রবি শশী লুটে রাতুল চরণে; নিখিলে অতুল তিনি॥

চিত্রাঙ্গদা। হঁ্যালা! কে সে নাগরটী বল্‌ না?

প্রিয়। নাগর আবার কে? গান—গান। ওতে আবার নাগর আসা আসি কি? মনে এল, একখানা গাইলাম।

চিত্রাঙ্গদা। হঁ্যা, হঁ্যা, অমনি মনে আসে। বল্‌ না সে কে? আমি আর কেড়ে নেব না লো—কেড়ে নেব না।

প্রিয়। মরণ আর কি! ধর'না সেই গাণ্ডীবী; গোল চুকে যাক্‌।

চিত্রাঙ্গদা। গোল যে তুই বাধিয়ে বসে আছিস্‌। মনে মনে

রাখিস্ নে, বল্ সে কে? আমি বাবাকে ও মন্ত্রীমশাইকে বলে, তোর মনমোহনকে জুটিয়ে দেই।

প্রিয়। ওগো বৃন্দাদূতি থাম—আর রসিকতায় কাজ নেই। অরিজিৎকে,—এঁ্যা—না—অলপ্পেয়ে মালীকে বলে এসেছি—

চিত্রাঙ্গদা। যে, দুগাছা ভাল ক'রে মালা গাঁথ, অরিদাদার সঙ্গে বদল করব।

প্রিয়। দেখ, ভাল হবে না বল্‌ছি। আমি যাই; আমার অনেক কাজ আছে। তুমি এইখানে রঙ্গ কর।

(প্রস্থান)

চিত্রাঙ্গদা। এই স্থানেই নারীর দুর্ব্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। শত চেষ্টাতেও আপনাকে গোপন রাখ্‌তে পারে না। কাজেই সহসা প্রিয়র মুখে অরিদাদার নাম ফুটে উঠ্‌ল। এতদিন কাকেও বলেনি, কিন্তু আর অপ্রকাশ থাকল না। এই জন্যই শাস্ত্রে বলে যে, "সত্য কখন গোপন থাকে না।" একদিন না একদিন প্রকাশ হবেই হবে। প্রিয়র কথায় আজ তাঁর স্মৃতিও আমাকে আকুল ক'রে তুল্‌ছে। দুর্ভাগ্য ক্রমে পিতার একমাত্র কন্যা হয়েছিলাম; নতুবা ত্রিলোকজয়ী পতি প্রাপ্ত হয়েও, বৎসরান্তে একবারও তাঁর চরণ দর্শন কর্‌তে পাই না। তিনি কর্ম্মবীর, তিনি ধর্ম্মবীর। বহুপুণ্যে তাঁকে পতিরূপে লাভ ক'রে, মাত্র একবার তাঁর সঙ্গসুখে কৃতার্থ হয়েছি। আর কি তাঁর চরণ সেবা কর্‌তে পাব না? প্রতিদিন পশুপতির পূজা কর্‌ছি; কিন্তু সাধ পূর্ণ হচ্ছে কৈ? তাই যখনই তাঁর কথা মনে হয়, তখনই তাঁর সোণার পুত্তলী বভ্রুকে বুকে ক'রে, কতক তৃপ্তিলাভ করি, নতুবা জীবনধারণ কর্‌তে পার্‌তাম কি না, জানি না। এই যে বভ্রু আস্‌ছে।

বভ্রুবাহনের প্রবেশ।

বভ্রু। মা! মা! অরি মামা আর আমাদের বাড়ী আস্‌বেন না।

চিত্রাঙ্গদা। কেন?

বভ্রু। বল্লেন, তোর প্রিয়মাসীই আমাকে তাড়ালে। আমি বল্লাম, কেন সে কি বলেছে? তাতে বল্লেন, "বল্‌বে আবার কি?—সে ভারী চপলা হয়েছে। মেয়েমানুষের অত বাচালতা তিনি দেখ্‌তে পারেন না।"

চিত্রাঙ্গদা। (স্বগত) যা ভেবেছি, তাই। (প্রকাশ্যে) সে জন্য তোমার চিন্তা নাই। তিনি আস্‌বেন বৈ কি। মাণিক আমার! তুমি এখন আমার কোলে এস। (বভ্রুকে ক্রোড়ে গ্রহণ) গোপাল আমার! (চুম্বন)

বভ্রু। আজ অরি মামা অনেক যুদ্ধ শিখিয়েছেন। অরি মামার কি তলোয়ার ঘোরে মা! কুমোরের চাকাও তত নয়। আমিও বড় হ'লে, ঐ রকম পার্‌ব। আমি এখন ছেলেমানুষ কিনা? তবে যুদ্ধের চেয়ে, আমার আর একটা বড় ভাল লাগে।

চিত্রাঙ্গদা। সে কি মাণিক?

বভ্রু। গান। তা অন্য গান নয়—রাধাকৃষ্ণের গান।

চিত্রাঙ্গদা। বেশ, তোমার প্রাণে যা চায়, তেমনি গান একখানি কর দেখি?

বভ্রু। তবে আমাকে নামিয়ে দাও। (নামিয়া)

গীত।

চায় মা পরাণ নিত্য আমার, রাধাকৃষ্ণ নাম গান।
নাচি বাহুতুলে, সকলি ভুলিয়ে, নয় যে বৃথা বিষয় ধ্যান॥

যমুনা-পুলিনে, নিকুঞ্জ-কাননে, বাজিছে রাধা সাধা বাঁশী !
আয় রাধা বলি, ডাকিছে ফুকারি, শ্যামের শ্রীকরে যেন শুনি ;
হেরনা রাধার গতি মহিমার, মাধবের পাশে সুবদনী ;
কি নয়নাভিরাম ! ঐ রাধাশ্যাম ; ভক্তের বাঁধা ভগবান্‌ ॥

চিত্রাঙ্গদা। বাবা আমার! তোমার এই কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে যদি কর্ম্ম কর, তাহ'লেই তোমার সর্ব্বত্র জয় হবে। যে ভগবানের প্রতি ভক্তি রেখে কার্য্য করে, তার সকল কর্ম্মই সুফল প্রসব করে। কর্ম্ম সকলকেই কর্‌তে হবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কেহ কর্ম্ম না ক'রে থাক্‌তে পারেন না। জীবমাত্রেই কর্ম্মের অধীন। ধর্ম্মের উপর ভক্তি রেখে কার্য্য কর্‌লেই সিদ্ধিলাভ হয়। যার ভগবানে ভক্তি নাই, যে কেবল পুরুষকারই সার মনে করে, যার কর্ম্মে পাপপুণ্য বিচারি নাই, তার অধঃপতন অনিবার্য্য। ধর্ম্মে যার সোপান, সেই ক্রমোন্নতি প্রাপ্ত হয়। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সকল কর্ম্মে, ধর্ম্মই যেন বলবান্‌ হয়।

বভ্রু। আর তোমার পদধূলি ? তোমার পদরজঃ কবচ ক'রে রেখেছি, তখন আমার চিন্তা কি ? দাদামশায় বলেছেন, রোজ তোমার পায়ের ধূলি নিতে। তিনি বলেন, ওর অপেক্ষা বলবান্‌ আর কিছুই নাই ! যে মাকে ভক্তি করে, কৃষ্ণ নাকি তার কাছে বাঁধা থাকেন। তাই ত প্রত্যহ তোমাকে প্রণাম করি। তুমি তাত আমাকে ব'লে দাও নি। দাদামশায় আমাকে খুব ভালবাসেন ব'লে, শিখিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ মা ! বাবা কখন আসেন না কেন ?

চিত্রাঙ্গদা। তাঁর নানা কাজ, তাই আস্‌তে পারেন না। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের তিনি আজ্ঞাবহ, সুতরাং তাঁর আজ্ঞা না হলে, আস্‌বেন কি ক'রে ?

বভ্রু। কেন, আজ্ঞা নিয়ে এলেই হয়। তুমি না হয় আমাকে

একবার হস্তিনায় পাঠিয়ে দাও; আমি জেঠামশায়কে বলে, তাঁকে নিয়ে আসি।

চিত্রাঙ্গদা। যাবে বৈকি বাবা। একটু বড় হও—তারপর সেখানে যাবে। আর তোমার দাদামশায় এখন অতি বৃদ্ধ হয়েছেন; তোমাকে না দেখে একদণ্ডও থাকতে পারেন না; বিশেষতঃ তাঁর হৃদ্‌পিণ্ডের কঠিন পীড়া, কখন যে আমাদের নয়নজলে ভাসিয়ে যাবেন, তাই বা কি ক'রে বলব?

বভ্রু। কেন? আমাদের ছেড়ে কোথায় যাবেন? আমি যেতে দিলে ত?

চিত্রাঙ্গদা। পাগল! সে সময় কেউ কাকে ধ'রে রাখ্‌তে পারে না। জীব জন্মগ্রহণ করলেই, তার মৃত্যু নিশ্চিত। কালের হস্তে যে কার' নিস্তার নাই।

বভ্রু। কেন থাক্‌বে না? আমার কালবরণ কালাচাঁদকে ডাক্‌ব; তিনিই কালকে তাড়িয়ে, আমার দাদামশায়কে ফিরিয়ে দেবেন। কাল ত আমার কৃষ্ণের দাস; তখন আর দাদামশায়ের জন্য চিন্তা কি?

চিত্রাঙ্গদা। মাণিক আমার! তাই ডেক'।

বভ্রু। শুন মা! আজ ভারী মজা হয়েছে। উলুকরাম দেখি দেউড়ীতে বসে, ঠক্‌ঠক্ ক'রে কাঁপ্‌ছে, কিছুই বলে না। যদি কেউ জিজ্ঞাসা ক'রেছে, আর বল্‌ছে "হুস্"। অনেক ক'রে ধরায় বল্‌লে যে, সন্ধ্যা বেলায় ভূত দেখেছে। তাকে ত অনেক বুঝিয়ে কৃষ্ণনাম জপ করতে ব'লে এলাম। আবার বাগানে গিয়েছিলাম, দেখি উড়ে মালী গদাধর তার স্ত্রীর আঁচল ধরে কাঁদ্‌ছে, সেও নাকি ভূত দেখেছে; সেত কিছুই বুঝ্‌ল না, কেবল রাত পোহালেই দেশে চলি যাব কর্‌ছে। প্রিয়ম্বদাকে এখনি তাই বলায়; সেত তাকে দেখ্‌তে ছুটেছে।

চিত্রাঙ্গদা। এই রাতে প্রিয় সেখানে গেল?

বভ্রু। কেন তাতে কি? তুমি বলত, আমি এখনি সেখানে দশবার যেতে আস্‌তে পারি। ভয় আবার কি? আচার্য্য মশায় বলেন, ওটা কেবল মনের দুর্ব্বলতা। ভূত আমি মানি নে। পাঁচ ভূতে দেহ তৈরী, তখন একটা ভূতে ভয় কি?

দাসীর বেগে প্রবেশ।

দাসী। মা! মা! মহারাজের আবার কেমন হয়েছে। তিনি ছট্‌-ফট্ কর্‌ছেন। আপনি কুমারকে নিয়ে শীঘ্র আসুন, প্রিয় দিদি সেবা কর্‌ছেন।

[প্রণামান্তে প্রস্থান।

চিত্রাঙ্গদা। চল বাবা! আর অপেক্ষা কর্‌ব না। বাবা বোধ হয় আবার পীড়িত হয়েছেন। না জানি অদৃষ্টে কি আছে।

বভ্রু। কিছু ভয় নেই মা; তুমি আগে যাও। আমি একবার রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে গিয়ে, চরণ-তুলসী নিয়ে আসি। খুব শীঘ্র আস্‌ব।

[উভয়ের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

বৃদ্ধ মণিপুর রাজের গৃহ প্রাঙ্গন।

গম্ভীর, শিবদয়াল, বটুকরাম আসীন।

গম্ভীর। মাননীয় সভাসদ ও অমাত্য প্রধান! মহারাজ চিত্রবাহন সন্ধ্যার সময় একবার নগর ভ্রমণে বহির্গত হ'য়েছিলেন। গৃহে এসেও প্রথমতঃ 'সুস্থই ছিলেন; হঠাৎ আবার সংবাদ প্রাপ্ত হ'য়ে এবং তাঁরই আদেশে আপনাদের এখানে আহ্বান করেছি। যেরূপ সংবাদ, তাতে এবার তাঁর জীবনের আশা কম।

শিব। সে কি? আজ মণিপুরের ঘরে ঘরে আনন্দের ঢেউ খেলে যাচ্ছে; আর এই সময় এই দুর্ঘটনা!

গম্ভীর। তাই হয় সভাসদ! পৃথিবীর একদিকে আলো, অন্যদিকে অন্ধকার; একদিকে বর্ষার বন্যায় দেশ ভেসে যাচ্ছে, অন্যদিকে ধূ ধূ মরুভূমি; একদিকে সেই রূপ হর্ষ, অন্যদিকে বিষাদের অভিনয়।

বটুক। সেনাপতি মহাশয় এ সংবাদ অবগত হয়েছেন?

গম্ভীর। খুব সম্ভব। আমাদের যখন মহারাজ আহ্বান করেছেন, তখন আর কি তিনি আহুত হন্ নি?

বেগে অরিজিতের প্রবেশ।

অরিজিৎ। একি! আপনারা সকলে এখানে ম্রিয়মান হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? মহারাজের কোন অমঙ্গল হয়নিত? মহারাজের সঙ্গে নগর ভ্রমণ ক'রে এসেই, একবার সেনানিবাসে গিয়েছি; এরই মধ্যে কি হল? মন্ত্রীবর! নিরুত্তর কেন? আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে। শীঘ্র বলুন কি হয়েছে।

বটুক। আজ্ঞে, আমরা এখনও তাঁকে দেখিনি। আমরাও এইমাত্র এসেই, আপনার কথাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম। মহারাজ শুন্‌লাম আবার অসুস্থ হয়েই,আমাদের সত্বর দেখা কর্‌তে আদেশ করেছেন, তাই এসেছি।

শিব। আপনি একবার অন্তঃপুরে প্রবেশ ক'রে দেখুন, আমরা ততক্ষণ এইখানে অপেক্ষা কর্‌ছি।

নেপথ্যে চিত্রাঙ্গদা। বাবা! বাবা! আমাদের ছেড়ে কোথায় যাচ্ছেন? বাবা! বাবা!)

অরিজিৎ। ওকি! চিত্রাঙ্গদার আর্ত্তনাদ যে। মন্ত্রীবর! আমার হস্তপদ অবশ হয়ে আস্‌ছে। আমি আর দাঁড়াতে পার্‌ছিনে। উঃ পিতা!

নেপথ্যে চিত্রাঙ্গদা। বাবা! বাবা! উঃ বভ্রু! কোথায় গেলি, ছুটে আয়—বাবা! বাবা!

অরিজিৎ। ঐ—ঐ; আবার সেই আর্ত্তস্বর মন্ত্রীবর। উঃ পিতা!

গম্ভীর। ব্যাকুল হয়োনা কুমার! তুমিই এখন তাঁর উপযুক্ত পুত্র। হৃদয় দৃঢ় কর। তোমাকে এ ভাবে দেখলে, রাজপুরীর সকলের কথা দূরে থাক্, আমরাও হয়ত স্থির থাক্‌তে পার্‌ব না। কঠিন কর্ত্তব্য সম্মুখে, স্থির হও।

রাজদেহ বহনে পুরবাসিনীগণ, চিত্রাঙ্গদা ও প্রিয়ম্বদার প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদা। দাদা! অরিদাদা! আর কি দেখতে এসেছ? বাবা আমাদের ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছেন।

প্রিয়ম্বদা। মহারাজ! মহারাজ! (পদতলে পতন)

অরিজিৎ। উঃ মন্ত্রীবর! আমি যে কখন পিতার আদর কেমন তা জানিনি। উঃ পিতা!

চিত্রাঙ্গদা। দাদা! তোমাকে যে বাবা পুত্রের ন্যায় দেখ্তেন। একবার তাঁকে ডেকে তোল। বাবা! বাবা! একবার দেখুন, আপনার স্নেহের অরিজিৎ, আপনার পার্শ্বে ক্রন্দন কর্‌ছেন। প্রিয়! প্রিয়! বাবাকে ডাক্। উঃ—অরিদাদা! এ কি হল?

গম্ভীর। চুপ কর মা, চুপ কর; বোধ হয় এ ধাক্কা সাম্‌লে গেলেন। মহারাজের চক্ষের পলক পড়েছে; ওষ্ঠ নড়্‌ছে। মা! একটু মুখে জল দাও ত। (পুরবাসিনীদের প্রতি) তোমরা ধীরে ধীরে বাতাস কর। (তথাকরণ)

শিব। জয় হর হর শঙ্কর, জয় হর হর শঙ্কর। মন্ত্রীবর! ঐ দেখুন, মহারাজের যেন জ্ঞান হ'য়েছে।

বটুক। আর চিন্তা নাই, এই সময় রাজবৈদ্যকে ডাক্‌লে ভাল হয়।

চিত্রাঙ্গদা ও প্রিয়ম্বদা। বাবা! বাবা!

চিত্রবাহন। (হস্ত নাড়িয়া ধীরে ধীরে) কেঁ-দ-না মা! আমি এক-টু ভা-ল হয়েছি।

অরিজিৎ। পিতা! পিতা!

চিত্রবাহন। কে? অরিজিৎ? বস্' কথা আছে।

গম্ভীর। আপনি বেশী কথা বল্‌বেন না; একটু সুস্থ হ'ন্। আমরা সকলেই আপনার কাছে আছি।

শিব ও বটুক। হ্যাঁ, আমরা সকলেই আছি, আপনি সুস্থ হ'ন।

চিত্রবাহন। সুস্থ হব? হ্যাঁ, একেবারে সুস্থ হচ্ছি। আমার দেহ-দীপের তৈল ফুরিয়েছে, এখন শেষ পলিতাটুকু জল্‌ছে মাত্র। অরিজিৎ! বাবা! আমার অন্তিমের একটা অনুরোধ—

অরিজিৎ। কি বল্‌ছেন পিতা, আদেশ করুন। আমার জীবন দিয়েও তা পালন করব।

চিত্রবাহন। তাই চাই, তোমার জীবনই চাই। দিতে পার্‌বে?

অরিজিৎ। আমাকে অপরাধী কর্‌বেন না। আপনার স্নেহ ব্যতীত এ দেহ কখন বর্দ্ধিত হ'ত' কিনা জানি না। বলুন, কিরূপে জীবন অর্পণ কর্‌ব?

চিত্রবাহন। তবে আমার কাছে এস। (অরিজিতের পার্শ্বে উপবেশন) প্রিয়! এ দিকে আয় ত মা! (প্রিয়র তথাকরণ) দেখি, তোদের হাত দুখানা আমার হাতে দেত। (উভয়ের হস্তগ্রহণে) মন্ত্রিবর! অরি আমার পালিত পুত্র, আমার বড় স্নেহের ধন; আর প্রিয়ও তোমার পালিতা কন্যা; আমার বড় স্নেহের পাত্রী। আজ এই দুটী জীবনকে আমি এক করে দিয়ে যেতে চাই। বোধ হয় এতে কারও আপত্ত্যের কারণ নাই?

সকলে। কখনই নাই মহারাজ! সকলেই আনন্দিত।

চিত্রবাহন। অরিজিৎ! দেখ' যেন প্রিয়কে অসুখী ক'রো না। আমি জানি, সে তোমাকে দেবতার মত ভক্তি করে।

অরিজিৎ। পিতঃ! যদিও প্রিয়র প্রতি আমার কখন শ্রদ্ধা ছিল না, তথাপি আপনার এই অন্তিমের দান, আমি কখন অবহেলা কর্‌ব না।

চিত্রবাহন। প্রিয়! মা আমার! দেখ' যেন কখন স্বামীকে অনাদর ক'রো না। তাঁর শত ত্রুটীও উপেক্ষায় উড়িয়ে দিও। পার্‌বে ত মা?

প্রিয়ম্বদা। বাবা! বাবা!

চিত্রবাহন। মন্ত্রী! তোমার মেয়ে কেড়ে নিলাম, রাগ ক'রনা।

গম্ভীর। এ সবই ত আপনার মহারাজ।

শিব ও বটুক। জয় মহারাজ চিত্রবাহনের জয়, জয় মহারাজ চিত্রবাহনের জয়।

চিত্রবাহন। চিত্রাঙ্গদা! মা! আমার দাদা এ সময় কোথায়?

চিত্রাঙ্গদা। সে আপনার জন্য রাধাকৃষ্ণের চরণ-তুলসী আন্‌তে গিয়েছে। ঐ যে ছুটে আস্‌ছে।

যেগে বভ্রুর প্রবেশ।

বভ্রু। একি! (নীরবে দণ্ডায়মান)

চিত্রবাহন। দাদা আমার! দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কেন? কি এনেছ. দাও আমায় (অঙ্গুলি সঙ্কেতে আহ্বান)

বভ্রু। দাদা! দাদা! (ক্রন্দন ও উপবেশন)

চিত্রবাহন। কেঁ-দ-না দাদা! আ-মা-র আ-য়ুঃ শে-ষ হ্য়ে-ছে। অরিজিৎ-মন্ত্রী! তো-ম-রা আমা-র দাদাকে দেখ'।

অরিজিৎ। আপনার অন্তিম শয্যায়—

চিত্রবাহন। প্রতি-জ্ঞা কর-তে হ-বে-না। আমি স-ন্তু-ষ্ট হ-লাম। দাদা! এই-বার শেষ তো-মা-র একখানি গান শু-নি-য়ে দাও দেখি।

বভ্রু। দাদা, আমি তোমাকে যেতে দেব না।

(বক্ষে জড়াইয়া ধারণ)

চিত্রবাহন। আমা-কে কি আঁ-ক-ড়ে ধরে রাখ-তে পার্‌বে দাদা?

বভ্রু। কেন পার্‌ব না? কে তোমাকে নিয়ে যাবে? আমি কখন তোমাকে যেতে দেব না। আমার কৃষ্ণকে ডাকি, তিনিই তোমাকে রাখবেন।

গীত।

কোথায় দয়াল কৃষ্ণ আমার! রাখ দাদায় এই মিনতি।
বিপদবারণ তুমি হরি, দুর্দ্দিনে দীনের গতি॥
শুনি তুমি দীনবন্ধু, অনাথশরণ কৃপা সিন্ধু;
বিতরহে কৃপাবিন্দু, বিপদে তোমায় ডাকি সম্প্রতি॥

তুমি বিনা মোর আর কে আছে—দুঃখ জানাই বল কার কাছে ?
দাদা-হারা হই হে পাছে, করি কাতরে তোমায় স্তুতি ॥ (ধ্যানস্থ)

চিত্রবাহন। শিব ! শিব ! শিব ! (মৃত্যু)

চিত্রঙ্গদা। বাবা ! বাবা ! একি ! গা যে হিম হ'য়ে গিয়েছে। বাবা ! বাবা ! (পতন)

প্রিয়ম্বদা। তাই ত ! একি হ'ল ? বাবা ! বাবা ! (পতন)

অরিজিৎ। মন্ত্রীবর ! উঃ—এযে আর সহ্য হয় না। (ক্রন্দন)

বভ্রু। কে মামা ? কাঁদছ কেন ? প্রিয়মাসী ও মা পড়ে কেন ? দাদা ! দাদা ! কথা কচ্ছ না যে ? দাদা ! দাদা ! (বক্ষে পতন)

গম্ভীর। কুমার ! তোমার মাতা মূর্চ্ছাগতা, ওঁকে তোল। সভাসদগণ ও অমাত্যবর্গ ! আর এ দৃশ্য দেখা যায় না। অরিজিৎ ! উঠ বৎস, তোমাকে পুত্রের ন্যায় উনি পালন করেছেন, এখন তাঁর কার্য্য কর। চল, আমরা রাজদেহ বহন ক'রে, মহাদেবের মন্দিরতলে নিয়ে যাই। পরে সমারোহে পুণ্যতোয়া বরাকতটে লয়ে গিয়ে, সৎকার করতে হবে। (সকলের রাজদেহ উত্তোলনোদ্যোগ)

চিত্রাঙ্গদা ও প্রিয়। কোথায় নিয়ে যাবে ? বাবাকে কোথায় নিয়ে যাবে ?

গম্ভীর। মা ! এ সময় অধীরা হ'লে চলবে না। হৃদয় দৃঢ় কর। কুমারকে শান্ত কর। প্রিয় ! অরিজিৎ ! তোমরাও ধৈর্য্য ধারণ কর। পুরবাসিনীগণ ! তোমরাও শান্ত হও। মহারাজ ত আর ফিরবেন না ! তিনি চ'লে গিয়েছেন, এই দেহ, তাঁর শব মাত্র। এর প্রতি মায়া করেত লাভ নাই। আসুন, আমরা সকলে শবদেহ বহন করি।

(শবদেহ লইয়া মন্ত্রী প্রভৃতির প্রস্থান)

পুরবাসিনীগণ। রাজপুত্রী! চলুন, এখন পুরী মধ্যে কুমারকে ল'য়ে চলুন। পরে মন্ত্রীবর এলে, কুমারকে বরাকতীরে পাঠাবেন।

চিত্রাঙ্গদা। উঃ বাবা!

[প্রিয়ম্বদার বক্ষকে ধারণ ও পুরবাসিনীগণের চিত্রাঙ্গদাকে বেষ্টনে শোক সঙ্গীত]

গীত।

হরিষে বিষাদ আজি মণিপুরে, রোদনে ভরিল দেশ।
আলোক নিভিল, আঁধার ঘেরিল, পরিতাপ পরিশেষ॥
গৌরব রবি অস্তাচলে গেল—হল দিবা অবসান।
নিথর রজনী, কেবা কায় দেখে? আছে কি না আছে প্রাণ॥
শূন্য রাজপুরী, চলে গেল রাজা,
আমরা অবলা তাই দিলে সাজা;
এস হে বারেক, নয়নের নীর মুছাও—ঘুচায়ে ক্লেশ॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—বরাকতীর।

একাকী কলি।

কলি। পারছিনে, কিছুতেই এই মণিপুরে স্থির হ'য়ে কোথাও দাঁড়াতে পারছিনে। যেখানে যাই, সেইখানেই সেই অজ্ঞাত সন্ন্যাসী কাছে এসে উপস্থিত হয়। শত চেষ্টাতেও তাকে চিনতে পারছিনে। সেই এখানে আমার পরম শত্রু। তাকে বধ ক'রে, আপনার পথের কণ্টক দূর করব, সে শক্তিও নাই। তাকে গোপন ক'রে, যে কার্য্য করবারই উপায় উদ্ভাবন করছি; তাই ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে। যাই হ'ক জীবনপণেও আমাকে উদ্দেশ্য সফল করতে হবে। কয়েকদিন হ'তে দেখ্‌ছি, অরিজিৎ এই বরাকনদীর ধারে অপরাহ্নে বেড়াতে আসে। এখন অরিজিৎই আমার লক্ষ্য। তাকে অবলম্বন ক'রেই, আমার কার্য্য সিদ্ধি করতে হবে। এই তার আসবার সময়। কোনরূপে যদি অরিজিৎকে আশ্রয় করতে পারি, তা'হলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। নবীন যুবক উচ্চ আশায় তার মতি চঞ্চল; সুতরাং তাকে আয়ত্ত করতে বিলম্ব হবে না। ঐ বুঝি আসছে, মুখে বিষম চিন্তার রেখা। একটু অন্তরালে থেকে তার মনোগত ভাব কি লক্ষ্য করি, তারপর সাক্ষাতে ক্রমশঃ তাকে কথোপকথনে স্বপথে আনতে চেষ্টা করব।

(অন্তরালে গমন)

অরিজিতের প্রবেশ।

অরিজিৎ। সিংহশিশু সিংহবিক্রমই ধারণ করে। কি তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক! কি দৃঢ়তা! কি অধ্যবসায়! যে কৃপাণ চালনা আমি তিন বৎসরে শিক্ষা ও অভ্যাস কর্‌তে অক্ষম হয়েছি; সে তাই তিনমাসে সুচারুরূপে সম্পন্ন কর্‌লে। যে শরসন্ধান আমি দুই বৎসরে শিক্ষা করেছি; বালক তাই দুই সপ্তাহে আয়ত্ত কর্‌লে। মন্ত্রীবরের নিকট সাম, দাম, ভেদ প্রভৃতি জটিল রাজনীতি অল্পদিনেই অনায়াসে উপলব্ধি করেছে। আবার অন্যদিকে বালসুলভ চপলতা ও সারল্যে পূর্ণ। ভগবদ্ভক্তিতেও বোধ হয় ধ্রুব, প্রহ্লাদের সমকক্ষ। ধন্যা চিত্রাঙ্গদা, ধন্যা তুমি যে এমন গুণবান্ পুত্রলাভ করেছ। আর এখন আমার রাজ-প্রতিনিধিত্ব না কর্‌লেও ক্ষতি নাই। বালক বভ্রু, বৃদ্ধ মন্ত্রীকেও জটীল রাজনৈতিক সমস্যা মীমাংসায়, সময়ে সময়ে পরাস্ত করে। বাকী কেবল তার দুর্গ নির্ম্মাণ, ব্যূহরচনা, সৈন্যচালনা, ও ব্যূহভেদ প্রণালী শিক্ষার। সে আর কয় দিন? তাকে সেই শিক্ষা দিয়েই, স্ব-রাজ্য কুষ্কীদেশে প্রস্থান কর্‌ব। আর এখানে কেমন ভালও লাগ্‌ছে না। পিতৃস্থানীয় মহারাজ চিত্রবাহনের স্বর্গারোহণ হ'তেই এ স্থানে অবস্থান আমার পক্ষে অসহ্য হ'য়ে উঠেছে।

সত্যের প্রবেশান্তে

গীত।

আপন পথ জীব! বুঝে চল; আশে পাশে ঘুর্‌ছে কলি।
মায়া মোহের ফাঁদ পেতেছে, প'ড়লেই বিপদ, শুন বলি॥
আপাতঃ মধুর তার মোহন বাণী, ভুলায় জীবে কত লোভ প্রদানি,

পরিণাম তার বড়ই বিষম, জানেন যে জ্ঞানী ;—
জ্ঞাতৃ, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা গুরু ; লও শিরে তাঁর পদধূলি ;
তুমি যাবে যদি, ভবে অবহেলি'॥

অরিজিৎ। কে তুমি সন্ন্যাসীবর! এই মণিপুরবাসীকে সতর্ক ক'রে বেড়াচ্ছ? মণিপুর-রাজ পরম ধার্ম্মিক। মন্ত্রী, সভাসদ, অমাত্য, সেনা পতি প্রভৃতি সকলেই রাজভক্ত ও স্বধর্ম্মপরায়ণ; রাজ মাতাও সতী শিরোমণি। মণিপুরবাসী সকলেই শান্ত, ন্যায়পরায়ণ ও রাজানুগত। এখানে কলির প্রাদুর্ভাব অসম্ভব।

সত্য। ভগবানের রাজ্যে কেবল দুটী দ্রব্য নাই। একটী অবিচার, অন্যটী অসম্ভাবনা। জীবকে সুপথে চালিত করতে, পরাব্রত অবলম্বন করেছি। তাই ঘুরতে ঘুরতে মণিপুরে এসেছি। আমার নাম সত্যানন্দ।

অরিজিৎ। নবীন যুবক! তোমার এই মহৎ উদ্দেশ্য সফল হ'ক। মণিপুরবাসী সকলেই সতর্ক আছে; তুমি অন্যত্র গমন করে, আপন ব্রত পালন কর।

সত্য। অবশ্য, আজ না হলেও, আমাকে যেতেই হবে; দুদিন দেখে যেতে কি আপনার আপত্ত্য আছে?

অরিজিৎ। না; আপনার যে কয়দিন ইচ্ছা, এখানে অবস্থান করবেন।

সত্য। আপনার জয় হ'ক; এখন আসি।

গীত।

আপন পথ জীব, বুঝে চল, আশে পাশে ঘুরছে কলি।
মায়ামোহের ফাঁদ পেতেছে, পড়লেই বিপদ, শুন বলি॥

[সত্যের প্রস্থান।

অরিজিৎ। যুবক সন্ন্যাসী! তুমি যেই হও, আমি তোমাকে উদ্দেশে প্রণাম করি। আজ আমাকে বেশ অভিজ্ঞান দিয়েছ। "ভগবানের রাজ্যে অবিচার ও অসম্ভব কিছুই নাই।"

কলির প্রবেশ।

কলি। অতি সত্য সেনাপতিবর! আমিও ঐ সন্ন্যাসীকে চিনিনা, তবে এইখানেই কয়েকবার দেখেছি। বড় সরল ও উদার।

অরিজিৎ। কে আপনি আগন্তুক? আপনাকে ইতিপূর্ব্বে আমি কখন দেখি নাই, অথচ দেখছি আপনি আমাকে জানেন। আপনার এ রাজ্যে আগমনের উদ্দেশ্য কি? পরিচয়ই বা কি, জানতে পারিনা?

কলি। কেন পারবেন না? পরিচিত হব বলেইত বন্ধুভাবে এসেছি! আমি জনৈক পরিব্রাজক। পৃথিবীময় ঘুরি ও কিসে জীবের সুখ হয়, কিসে সকলে উন্নতি করতে পারে, তারই চেষ্টা করি। সেইজন্য পর্য্যটন ক্রমে এই পার্ব্বত্যরাজ্যে এসে পড়েছি। মহর্ষি দ্বাপর আমার সখা। আমি এখন আপনার অতিথি।

অরিজিৎ। এ আমার পরম সৌভাগ্য। আমার গৃহে চলুন, অতিথি সৎকার করে ধন্য হব। অতিথি স্বয়ং সদাশিব শঙ্কর; সুতরাং অতিথিকে যে সেবা ও পূজা না করে, সেই শঙ্করের অকৃপার পাত্র হয়। তবে আর বিলম্ব করবেন না, আসুন।　　　　(উভয়ের প্রস্থান)

সত্যের পুনঃ প্রবেশ।

সত্য। পারলাম না; পাপাত্মা কলিকে কিছুতেই বাধা দিতে পার্লাম না। ঐ দুরাত্মা মণিপুর সেনাপতির সঙ্গে গেল। যদি কোনরূপে তাঁকে আশ্রয় করতে পারে, তা'হলেই সর্ব্বনাশ! তার পরিচয় যদিই আমি কারও কাছে প্রকাশ করি; তাহলেই যে, সে আমার কথায় বিশ্বাস

কর্‌বে, তার প্রমাণ কি ? আমিও ত এখানে অপরিচিত। তাইত! কি করে কলির হাত হতে সেনাপতিকে রক্ষা করি ? কোন উপায়ই দেখতে পাচ্ছিনে। যাই আমিও অলক্ষ্যে থেকে দেখি, সে কতদূর কি করে। [প্রস্থান।

উলুকের সহিত বভ্রুবাহনের প্রবেশ।

বভ্রু। দেখ উলুক! তোমার কার্য্যে আজকাল সকলেই অসন্তুষ্ট হয়ে পড়েছে। সকলেই বলে যে ঐ অকর্ম্মণ্য উলুককে কেন যে রক্ষী-সর্দ্দার করে রাজা রেখেছেন, তা জানিনা। এর অর্থ কি ?

উলুক। আজ্ঞে, তার মানে হচ্ছে, কয় বেটার হিংসা হয়েছে, তাই বলে। নইলে আমার চেয়ে কাজের লোক ক'জন আছে ?

বভ্রু। হিংসা কিসের হবে ?

উলুক। আজ্ঞে, হয় বৈকি। প্রথমতঃ এই গোঁফ জোড়াটার। এত বড়, এত সুন্দর গোঁফ, এ রাজ্যে আর কার আছে ? তারপর আমার ভোজনের। দেশের প্রায় অধিকাংশই নাড়ীমড়া, বেশী খেয়ে হজম কর্‌তে পারে না ; আর আমি দুবেলা দুমুটো বেশী খাই, সেইজন্য। আর সর্দ্দারী পুরস্কারটাও বেশী পাই, সেও অন্য কারণ।

বভ্রু। তাহলেত তাদের বড় অন্যায়।

উলুক। আজ্ঞে, হাজার বার। একটু বয়স হয়েছে, তাই বা বেশী কি ? এই তিনকুড়ি তের বৎসর। তাতে আবার বাল্যকাল হতেই ব্রহ্মচর্য্য রেখে আসছি। যুবকের শক্তি এখনও আছে।

বভ্রু। কি ? তুমি এখনও বিবাহ করনি ? তবে কার জন্য এত পরিশ্রম করে, দিনরাত জেগে অর্থোপার্জ্জন করছ ? ভগবানের নাম করনা কেন ?

উলুক। আজ্ঞে, অবসর পাই কৈ ?

বভ্রু। বেশ, তুমি কার্য্যে অবসর নাও, তাঁকে দিনরাত ডাক।

উলুক। আজ্ঞে, তাহলে একেবারে মারা যাব। কাজের লোক ; চিরদিনই কাজ করে আসছি ; এ যাত্রায় বাড়ীতে বসে থাকলে কি করে চলবে ? এমন ভোগও বাড়ীতে হবে না ; আর এমন গোঁফে তা দিয়েও বেড়াতে পারব না।

বভ্রু। তবে যে বলছিলে, খুব কাজ কর। গোঁফে তা দিয়েই যদি সময় যায়, তখন কাজ কর কখন ?

উলুক। আজ্ঞে, তা করি বৈকি ! বুক দিয়ে খাটি। খেটে খেটে দিন দিন ওজনে ভারী হয়ে গেলাম। অবহেলা মোটেই নাই। পরীক্ষা করে দেখবেন, আমার কাজের কত চটক্। কাজ করতে আসরে নেমেছি কি, অমনি চারিদিক হতে, আমার উপরই নজর, আর হাসি। খুসী না হলে কি এমনটা হয় ?

বভ্রু। আচ্ছা উলুক ! তুমিত রক্ষী-সর্দ্দার হয়েছ। তোমার নিশ্চয় ভালরূপ যুদ্ধ শেখা আছে। বেশ, একবার তোমার ঐ তলোয়ার খানা ঘুরিয়ে দেখাও, দেখি।

উলুক। আজ্ঞে, বহুদিন রাজ্যে যুদ্ধ হাঙ্গামা নাই, কাজেই ও অভ্যাসটাও নাই। কাছে একখানা তলোয়ার না রাখলে নয়, তাই রাখি। আর যুদ্ধের সময় রাজা আছেন, সেনাপতি আছেন, সৈন্যেরা আছে। আমাকেত আর সে কাজ করতে হবে না ; তাই ও আর নাড়াচাড়া করিনে। তবে দিনকতক ডন্ বৈঠক্ ক'রে, তলোয়ার ভাঁজলেই আবার সব হয়।

বভ্রু। তাহলে কাজটা তোমার কি ? কি কর ?

উলুক। দেউড়ীতে রক্ষীরা পাহারা দিচ্ছে কিনা, তাই দেখি,

সময়ে নিজেও দেই। আমার চোখে ধুলি দিয়ে, একটা মাছিও রাজ-বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে পারে না। এটা কি কম কাজ?

বভ্রু। বেশ, আজ তোমাকে এই বরাকতীরে পাহারা দিতে হবে। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরপতির পুত্র বজ্রদন্ত শুন্‌ছি, মণিপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করছেন। যদি গুপ্তচর কেউ আসে, তাই তোমাকে দেখতে হবে।

উলুক। আজ্ঞে, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমি এখানে থাকি; তারপর বদলী কেউ আসবে ত?

বভ্রু। না, আগামী প্রাতঃকালে তুমি ছুটী পাবে।

উলুক। মারা যাব মহারাজ! ভর্ সন্ধ্যাবেলায় এই নদীর ধারে একলা থাকতে হলেই গিয়েছি। বুড়ো বয়সে আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেবেন না। আমি মহারাজের অপোষ্যের মধ্যে একটী। শেষে ভূতের হাতে প্রাণটা যাবে?

বভ্রু। এত যদি ভয়, কাজই না কর্‌তে পার, তাহলে তোমাকে কার্য্যে রেখে ফল কি? কালই তোমাকে অবসর দেব।

উলুক। তাহলেও না খেয়ে মারা যাব মহারাজ! আয়াসের চাকরীই করে আস্‌ছি, কোন কাজও জানিনে; কেই বা রাখবে, আর কি বা করব? জমীজমাও নাই, শেষে দাঁড়িয়ে উপবাসে মৃত্যু।

বভ্রু। যাও উলুক, পরে যা হয় ভেবে বলব। (উলুকের কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান) এই সব অকর্ম্মণ্য লয়ে কিরূপে রাজ্য পালন করব? বৃদ্ধ কেবল বাক্যেই পটু হয়, কার্য্যে কিছু নয়। যুবক ব্যতীত কেহ দেশের ও দশের কার্য্য করতে পারে না। বৃদ্ধকে মাত্র মন্ত্রণার কার্য্যে রক্ষণ করে, অন্যান্য কার্য্যে এখন হতে, উদ্যোগী যুবককেই নিযুক্ত করতে হবে; নতুবা রাজ্য রক্ষা হবে না। যাক্ অরিমর্দ্দমা এখানে এসে যে আমাকে ব্যূহ-রচনা

শিক্ষা দেবেন বলেছিলেন, তিনি কোথায় গেলেন? সন্ধ্যাও ত হয়ে এল। আমারই কি আসতে বিলম্ব হল?—হতেও পারে। যাই, আমি আর অপেক্ষা করব না। রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে এখনি আরতি আরম্ভ হবে; সঙ্গীগণ সেখানে অপেক্ষা করছে। আমি উপস্থিত হলে, তারপর কীর্ত্তন হবে—আমি যাই।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অরিজিতের কক্ষ।

একাকী কলি।

কলি। পথে অনেক বাক্যালাপ করতে করতে সেনাপতির সঙ্গে তার এই আবাসে এসেছি। তাতে এই বুঝেছি যে, সে পরম শৈব ও সরল, নির্ভীক যুবক। বভ্রুবাহনের প্রতি তার অপার স্নেহ। এই বন্ধন আমাকে ছিন্ন করতে হবে। তার সরলতাকে কুটীলতায় পূর্ণ করতে না পারলে, আমার কার্য্যোদ্ধার হবে না। তাকে অহমিকায় পূর্ণ করে অতি উচ্চাশার দাস করে, মণিপুর মধ্যে আমার প্রভাব বিস্তার করব। আমার রাজত্বকালে যে ক্ষুদ্র মণিপুর সত্যের লীলাক্ষেত্র থাকবে, তা কিছুতেই সহ্য হবে না। প্রলোভন, প্রতারণা, দুরাশা, মিথ্যা, বিশ্বাস-ঘাতকতা, অহমিকা ও চৌর্য্য প্রভৃতির স্রোতে একে ভাসিয়ে দেব। আমার ছয় সহচর, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যকে এই কার্য্যে ক্রমশঃ নিযুক্ত করব। এইত সূচীবৎ প্রবেশ করেছি; দেখি এখন কত দূর কি করতে পারি। ঐ যে সেনাপতি অন্তঃপুর হতে আসছে।

অরিজিতের প্রবেশ।

অরি। আপনাকে অনেকক্ষণ এখানে রেখে গিয়েছি। একা থাকতে বোধ হয় বড়ই কষ্ট হয়েছে?

কলি। সেকি বন্ধুবর! আপনি অন্দর মধ্যে প্রবেশ করেছেন, অবশ্য সেখানে নানা কার্য্য থাকতে পারে, সেটা আমি বিশেষরূপে জানি।

তার জন্য উৎকণ্ঠিত হই নাই। এতক্ষণ আপনার এই সুন্দর গৃহের নানাবিধ সাজ সজ্জা দর্শন করে, পরম পরিতোষ লাভ করছিলাম। আপনার যে কিছু বিলম্ব হয়েছে, তা বুঝতেই পারিনি। আমারও বোধহয়, আপনি এইমাত্র ভিতরে প্রবেশ করেছিলেন। অন্তঃপুরের কুশল ত?

অরি। আজ্ঞে হাঁ, সব মঙ্গল। আমার সহধর্ম্মিণী, তাঁর সম্প্রতি জাত শিশুকে লয়েই বিব্রত থাকায়, আপনার আগমনের বিষয় তাঁকে এখনও অবগত করাতে পারি নাই।

কলি। তা যাক্, পরে জানালেই হবে। আমার ইচ্ছা, কিছুদিন আপনার এখানে অবস্থান করে, মণিপুরের শোভাদি দর্শন করি। আশা করি—

অরি। অত বিনীত ভাবে বল্‌তে হবে না। কিছুদিন কেন, আপনার যত দিন ইচ্ছা এখানে বাস করুন। বাটীতে আমাকেও একা থাকতে হয়, সময় যেন কাটে না। আপনি থাকলে বরং আপনার সহিত কথোপকথনে সুখেই কাল যাপন করব।

কলি। এ আপনার অতি সৌজন্যের পরিচয়। ভগবান কেন যে আপনার ন্যায় মহান ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন নি, তাই আশ্চর্য্য বলে বোধ হচ্ছে। আমিত দেখছি, আপনার কপালে রাজটীকা বর্ত্তমান।

অরি। মহাত্মন্! ভূতপূর্ব্ব মণিপুররাজ আমাকে কুক্ষীদেশের রাজপদে বরণ করেন, কেবল বভ্রুবাহনের বালক কালের জন্য, এখানে সেনাপতি ও রাজপ্রতিনিধি পদে অবস্থান করছি। তার প্রাপ্ত বয়সেই আমি স্বরাজ্যে গমন করব।

কলি। ঐ খানেই ত যত গোল। ক্ষত্রিয় সমাজে কুক্ষীদেশের নাম পর্য্যন্তও বোধ হয় কেহই অবগত নয়। আপনি সরল লোক, বুঝতে

পারেন নি—আপনাকে একরূপে প্রতারিত করাই হয়েছে। সেই জঙ্গলী কুকীদের নৃপতি হওয়া না হওয়া সমান; বরং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বড়ই লজ্জার কথা। কুকীরাত ম্লেচ্ছ বললেই হয়। ক্ষত্রিয় সন্তান হয়ে ম্লেচ্ছ পতিত্ব লাভ যে কিরূপ সম্মানের কথা, তা বল্‌তে পারি না।

অরি। এ আপনি কি বলছেন?

কলি। যা জ্বলন্ত সত্য, তাই বলছি! আপনার ন্যায় রাজভক্ত, মহৎহৃদয়, উদার, সরল বীরক্ষত্রিয়ের পক্ষে, কুকীরাজ নির্ব্বাচিত হওয়াটা লজ্জার কথা নয়? নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখুন, ভূতপূর্ব্ব মণিপুর-রাজ আপন তনয়াকে মহাবীর গাণ্ডীবকে দান করলেন; বভ্রুবাহনকে মণিপুরে অভিষেক করলেন; আর তাঁর চিরানুগত, বিশ্বস্ত, সেবকশ্রেষ্ঠ, পুত্রোপম আপনাকে কিনা ম্লেচ্ছ সিংহাসনের নৃপতি স্থির করলেন। আপনার এত সেবা ও ভক্তির কি এই প্রতিদান? রাজকন্যাকে কি আপনার করে সমর্পণ করতে পেরেছেন? তিনি আপন কুলের গৌরব বৃদ্ধির জন্য কি না করেছেন? আর অপর পক্ষে আপনার জন্য কি ত্যাগ স্বীকার করেছেন? আমিত বলি, আপনি কেবল প্রতারিতই হয়েছেন।

অরি। (স্বগতঃ) এঁর প্রতি কথাই যুক্তিযুক্ত। তর্কের দ্বারা কি করে খণ্ডন করি! বাস্তবিক নিরপেক্ষ ভাবে দেখতে গেলে, আমার উপর যথার্থই অবিচার করা হয়েছে। আমি সরল প্রাণে পিতৃসম মণিপুর-রাজকে সেবা করে এসেছি; তার প্রতিদানমত কিছুই পাই নাই। তিনি স্বর্গে গমন করেছেন, এখন এর প্রতিবিধান হওয়া অসম্ভব। তাঁর জীবিতকালে যদি এ কথা বুঝ্‌তে পার্‌তাম;—যাক্‌, গতস্য শোচনা নাস্তি। (প্রকাশ্যে) ও সব প্রসঙ্গে কাজ নাই।

কলি। আপনার ন্যায় মহতের মতই কথা বলেছেন। তবে যাঁকে

বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করেছি, তাঁর ইষ্টানিষ্ট দেখা বন্ধুরই কার্য্য। দেখুন বল্‌তে গেলে, অনেক কথাই বল্‌তে হয়! আচ্ছা, এই যে তিনি মৃত্যুকালে আপনার বিবাহ দিয়ে গিয়েছেন বল্‌ছিলেন, সে সম্বন্ধেও তখনি আমার কেমন সন্দেহ হয়। আপনার সহধর্ম্মিণীর কুলশীলাদির পরিচয় জানেন কি?

অরি। না, তবে এই মাত্র জানি যে, তিনি বৃদ্ধমন্ত্রীর পালিতা কন্যা। সে কথাও তাঁর মৃত্যুকালে জেনেছি, নতুবা আমার ধারণা ছিল যে, মন্ত্রীরই কন্যা।

কলি। তবেই দেখুন, এ সব ব্যবহার কত দূর সঙ্গত! অবশ্য বিশিষ্ট ক্ষত্রিয়া কন্যা না হলে আর মন্ত্রীবর তাঁকে পালন করেন নি, তবে আপনি কার জামাতৃপদে বরিত হ'লেন? আপনার কুল গৌরব বৃদ্ধি হ'ল কি প্রকারে? সংসারে সকলেই আপন আপন উন্নতির পথে ধাববান; আর আপনি কেবল লক্ষ্যহীন কালস্রোতে ভাসমান। আপনার উদ্দেশ্য কি? জীবনে সকলেই এক একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কার্য্য করে। আপনিই কেবল ব্যর্থ জীবন বহন করছেন। ক্ষুব্ধ হবেন না, আপনার মঙ্গলার্থেই বল্‌ছি।

অরি। ক্ষুব্ধ হব কেন? আপনার কথা অসার নয়। তবে এখন আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা কর্‌তে হবে। হঠাৎ আপনার কথার উত্তর দেওয়া, আমার পক্ষে কঠিন।

কলি। অবশ্য চিন্তা কর্‌বেন বৈ কি? কিন্তু যতটা কঠিন ভাবছেন, ততটা কঠিন নয়। আপনি উদ্যমশীল, বীর ক্ষত্রিয় যুবক। কেন এ সময় বৃথা নষ্ট কর্‌বেন? আপন মানসিক জড়তা ত্যাগ করে, যদি আপনি পুরুষকারকে অবলম্বন করেন, তা হ'লে জগতে আপনার আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ কর্‌তে কতক্ষণ?

অরি। বন্ধুবর! 'নচ দৈবাৎ পরা বলং।' সুতরাং দৈবকে খণ্ডন কে করতে পারে? এ জগতে দৈবই বলবান্। শাস্ত্রে তার ভূরী ভূরী প্রমাণ আছে। আমার যা প্রাক্তন, তদতিরিক্ত কেমন করে প্রাপ্ত হব?

কলি। ওকি কথা বলছেন? যা প্রাক্তন, তাত আছেই, তবে এ জীবনের পরিশ্রম কি সব বৃথা হয় নাকি? কর্ম্মের ফল আছেই আছে। কেবল দৈবের উপর নির্ভরতা, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শোভা পায় না। কর্ম্মময় জগতে ক্ষত্রিয়ই পুরুষকারের পক্ষপাতী। ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্র আপন পুরুষকারেই ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। মহামতি ক্ষত্রিয়রাজ বেন, মরুত্ত, যযাতি, দশরথ প্রভৃতির কথা চিন্তা করে দেখুন; তাঁরা একমাত্র পুরুষকারকে আশ্রয় করে কি না করেছেন।

অরি। আপনার কথায় আমার হৃদয়ে এক নূতন ভাবের উদয় হচ্ছে। মনের জাড্যতা যেন দূরীভূত হয়েছে। আমি কর্ম্মের জন্য উৎসুক। বলতে পারেন, এ জগতে এখন আমার কর্ম্ম কি? গুরুরূপে আপনিই আমার পথ প্রদর্শক হ'ন্। দেখি, জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারি কি না। আমি পুরুষকারই অবলম্বন করলাম।

কলি। এইত চাই, নিষ্ক্রিয় হয়ে ক্ষত্রিয়ের অবস্থান অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। আমি আপনাকে এই ক্ষুদ্র মণিপুরের রাজা হতে বলি না। তবে উপস্থিত আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে,মণিপুরকে আপনার সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনে, তৎ সাহায্যেই অন্য বৃহত্তর রাজ্য আক্রমণ করে, তার অধিপত্য প্রাপ্ত হতে হবে। ক্রমে আরও উচ্চে উঠতে হবে। শেষে সসাগরা ধরার সম্রাটত্ব লাভ করতে হবে। ভগবানের রাজ্যে অসম্ভব কিছুই নাই।

অরি। এক সন্ন্যাসীও তখন এই কথাই বলেছিলেন, "ভগবানের রাজ্যে দুটী জিনিষ নাই, একটী অবিচার, অন্যটী অসম্ভাবনা।" আপনিও যে সেই কথারই পুনরুক্তি করছেন।

কলি। যা সত্যতা সকলকেই স্বীকার করতে হবে। হ্যাঁ, ভাল কথা; অবশ্য আজ বন্ধুভাবেই বলছি, যে যদি জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ কর্‌তে চান, তাহলে যেন কখন সন্ন্যাসীর কথায় ভুলবেন না! সন্ন্যাসীর মধ্যে অধিকাংশই ভণ্ড। ঐ গেরুয়া পরিচ্ছদের মধ্যে প্রবেশ করা যার তার সাধ্য নয়, বিশেষ আপনার ন্যায় সরল ব্যক্তিরতো নয়ই। তাদের সামান্য প্রলোভনেই আপনাকে মুগ্ধ করে ফেলবে। ওদের সর্ব্বদা দূরে রাখবেন। পেটের দায়ে আজকাল অনেকেই সন্ন্যাসী হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃত সন্ন্যাসী লক্ষের মধ্যে একটীও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। ওরা যাত্রাপথের একরূপ দালাল। যেখানে কিছু বেশী পায়, তাকেই তখন খুব বাড়ায়। ধর্ম্মের দিকে তাকিয়ে কথাও কয় না। দালালে হয় কে নয় কর্‌তে পারে। সংসারে আপনার মত অনেকেই কাণ পাত্‌লা। তলিয়ে আর কয়জন দেখে বা প্রকৃত কি নকল তার খোঁজ করে? দালালের কুহকে পড়ে শেষে অনুতাপ করে মাত্র।

অরি। সে কি! যাত্রাপথেও দালালী চলছে নাকি?

কলি। সংসারের এখনও কিছুইত দেখেন নি। আমি সংসারময় ঘুরে, আর কিছু জানতে বাকী রাখিনি! আমিও দালালদের বেশ চিনেছি, তারাও আমাকে বেশ চেনে। শাঁকারীর করাত যেমন দুই দিকেই কাটে, তেমনি যাত্রাপথের দালালেরও দুদিকেই লাভ করে। একটী অর্থ, অন্যটী উৎকোচ।

অরি। সকলেই কি এইরূপ?

কলি। তা কি হয়? তা হলে সংসার চল্‌বে কি করে? এ সংসারে যিনি প্রকৃত অধিকারী ও প্রকৃত নায়ক, তাঁরা প্রকৃত দালালও চেনেন। যাক্ সে কথা, এখন আসল কথা হচ্ছে, আপনি যেন ঐরূপ জুয়াচোর দালালের খর্পরে পড়বেন না। আমিই আপনাকে পথ দেখিয়ে দেব।

দিন কতক আপনার সঙ্গে থাক্‌লেই, আপনাকে নূতন ভাবে গড়িয়ে তুলব। যখন বন্ধু বলেছি, তখন আপনার জন্য জীবন পণ কর্‌লাম।

অরি। এ আপনার অতুল দয়া। সৌভাগ্য ক্রমে আপনার দর্শন পেয়েছিলাম। এ জগতে আমার আপনার বল্‌তে এতদিন কেহই ছিল না, আজ ভগবান ভোলানাথের কৃপায় একজন আপনার লোক প্রাপ্ত হলাম। এই পুরী এখন হতে আপনারই জান্‌বেন।

শিশুপুত্র ক্রোড়ে লইয়া প্রিয়ম্বদার প্রবেশ।

প্রিয়। (স্বগতঃ) অন্তরাল হতে প্রিয়তমকে যেন কার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে শুনে, অলক্ষিতে দেখতে এলাম ; কিন্তু একে চিনতে পার্‌ছিনিত। কখনও ত এঁকে এ রাজ্যে দেখিনি। এক অজ্ঞাত কুলশীলকে গৃহে এনে এত আত্মীয়তা, যেন আমার ভাল বলে বোধ হচ্ছে না। এঁর চেহারাও যেন সুবিধা জনক নয়। ভাল, অন্তরালে থেকেই শুনি, পুনরায় কি কি কথোপকথন হয়। (অন্তরালে গমন)

কলি। (স্বগতঃ) এঁর স্ত্রী বোধ হয় শিশু পুত্রকে কোলে করে, কি বল্‌তে আস্‌ছিলেন। আমি ছলে একটু বাহিরে যাই। (প্রকাশ্যে) বন্ধুবর! হঠাৎ আমার একটা কথা মনে হয়ে গেল। আমাকে একবার সেই নদীতীরে যেতে হবে। আপনি এখন গৃহেই থাক্‌বেন ত? আমি শীঘ্রই আস্‌ছি। এসে সব কথা বলব। [প্রস্থান।

অরি। লোকটী অতিশয় বিচক্ষণ। সত্যই তো কেন এই কর্ম্মময় সংসারে জড়ের ন্যায় অবস্থান কর্‌ব? আমাকে উঠতেই হবে, তাতে আত্ম-পর বিবেচনা কর্‌লে চল্‌বে না।

শিশু পুত্র কক্ষে করিয়া প্রিয়ম্বদার পুনঃ প্রবেশ।

প্রিয়। স্বামীন্! ও লোকটী গেল কে?

অরি। তাতে তোমার প্রয়োজন? অন্তঃপুরের অনুসন্ধান করগে, বাহিরের সন্ধানে তোমার আবশ্যক কি?

প্রিয়। ও কি কথা প্রভু! আমি আপনার সহধর্ম্মিণী। অন্তরে বাহিরে আপনি আমার, আমিও আপনার। সুতরাং আপনার যাহাতে প্রয়োজন, আমারও তাহাতেই আবশ্যক আছে।

অরি। কেন বিরক্ত কর্‌তে এলে বল দেখি? তোমার ও তত্ত্বকথা গৃহ মধ্যে গিয়ে শুন্‌ব। বহির্ব্বাটীতে আর গুরু গিরি কর্‌তে এস না। সহধর্ম্মিণী হয়েছ; বেশ, ধর্ম্মকার্য্যের সময় সাহায্য ক'র, তাহলেই যথেষ্ট হবে।

প্রিয়। আপনাকে বিরক্ত কর্‌তে আসিনি; অন্তরাল হতে ঐ ব্যক্তিকে দেখে, বড়ই জান্‌তে ইচ্ছা হল, তাই জান্‌তে এসেছি। বড়ই বন্ধুভাবে যেন আলাপ কর্‌ছিলেন, তাই পরিচয় জানবার সাধ হয়েছিল। অপরিচিত—

অরি। আবার ঐ অপরিচিত! বলি, এ জগতে কে কার, অপরিচিত নয়? তুমিই কি অপরিচিতা নও? বলতে পার তোমার পিতৃ পরিচয় কি?

প্রিয়। তা অবশ্য জানি না। আমার পালক পিতাকে শৈশবাবধি আপন পিতা বলেই জান্‌তাম। সেই জন্য সে কথা জানবার কখনও আবশ্যক হয় নি।

অরি। যে দিন শুন্‌লে, তুমি বৃদ্ধমন্ত্রীর পালিতা কন্যা, তারপরও কি সে বিষয় জান্‌তে ইচ্ছা হয়নি?

প্রিয়। হয়েছিল; কিন্তু জিজ্ঞাসা কর্‌তে আর সাহস হয় নি।

অরি। দেখ প্রিয়! তোমাকে স্পষ্ট কথা বলি। স্বর্গীয় মহারাজ

চিত্রবাহনের অনুরোধে তোমাকে বিবাহ করেছি; কিন্তু তাতে আমার গৌরব বৃদ্ধি হয় নি, যদি তুমি মন্ত্রীবরের কন্যাও হতে, তাহলেও কতক তৃপ্তি লাভ করতাম। তথাপি তোমাকে কোন অযত্ন করিনি; কেবল সেই মণিপুররাজের অন্তিম শয্যার অনুরোধের জন্য। সত্য কথা বলতে কি, পূর্ব্বে কখনও তোমাকে ভালবাসার চক্ষে দেখিনি; এখনও প্রকৃত ভালবাসি কিনা বলতে পারি না; তবে তোমাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছুক নই—যে ভাবে আছ থাক্। বেশী দাবী করোনা—আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও।

প্রিয়। (স্বগতঃ) হায় নারীজীবন! তোর কি কোন মূল্য নাই? না, না, আমিই হতভাগিনী, তাই স্বামী-প্রেমে বঞ্চিতা। আমি বোধহীনা, তাই এখনও পিতৃ পরিচয় লই নাই। সেইজন্যই কি ইনি বিরক্ত? ইনিও ত আমার পালক পিতার কাছে জানতে পারতেন। আমিত নীচ-কুলোদ্ভবা বলে ধারণা হয় না—কিম্বা আমার কোন পরিচয় প্রাপ্ত হয়েই এইরূপে বিরক্ত হচ্ছেন?

অরি। কি ভাব্‌ছ? অন্তঃপুরে যাও। বন্ধুবর এখনি ফিরে আসবেন। আর এক কথা, আজই তোমার পিতৃ পরিচয় জেনে, আমাকে বলা চাই। কেউ যে এ পর্য্যন্ত তোমার পরিচয় জানতে চায়নি—এই আমার সৌভাগ্য; নতুবা সে ক্ষেত্রে আমাকে বড়ই লাজের দায়ে পড়্‌তে হত।

প্রিয়। বেশ—জান্‌ব; আশা করি আমা হতে আপনাকে লজ্জিত হতে হবে না। একবার এই শিশুর মুখের দিকে চেয়ে দেখুন, তাহলেই আমার সৎ পরিচয়ের বোধহয় কতক আভাষ পাবেন।

অধি। আমি সামুদ্রিক তত্ত্ববেত্তা বা জ্যোতিষী নই প্রিয়। মন্ত্রীবরকে জিজ্ঞাসা করে পাঠাও।

গম্ভীর সিংহের প্রবেশ

। কি জিজ্ঞাসা কর্‌বে অরিজিৎ? কি কথা মা?' একি উভয়েই অবনত মস্তকে কেন? বল, কি জান্‌তে চাও অরিজিৎ?

অরি। আজ্ঞে, আজ্ঞে আমার সহধর্ম্মিণীর প্রকৃত পরিচয় জান্‌তে বল্‌ছিলাম।

গম্ভীর। বেশ শোন। এতদিন জিজ্ঞাসা করনি, তাই বলিনি। মগধাধিপতি মহাবল মহারাজ জরাসন্ধের ভয়ে, অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতি রাজ্যত্যাগ করে পলায়ন করেন। সেই সময়ে কলিঙ্গপতি ও তাঁহার মন্ত্রীবর, পবিত্র বারাণসী ধামে সপরিবারে আশ্রয় লাভ করেন। আমি যখন স্বর্গীয় মহারাজ চিত্রবাহনের সহিত বিশ্বপিতা বিশ্বেশ্বরকে দর্শন কর্‌তে কাশীধামে যাই; তখন সেই কলিঙ্গরাজের মন্ত্রীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। তাঁর জীবনান্তে এই কন্যা নিরাশ্রয়া অবগত হয়েই, এখানে আনয়ন পূর্ব্বক কন্যা নির্ব্বিশেষে পালন করেছি। এ কথা রক্ষী সর্দ্দার উলুকও অবগত আছে। শুনেছি, সেই মন্ত্রীপত্নীও তাঁর সহমৃতা হয়েছেন।

অরি। যাক্, কতক আশ্বস্ত হলাম। আপনারা এখন কথা ক'ন আমি একবার উদ্যানে যাই—নমস্কার। [প্রস্থান]

গম্ভীর। মা আমার! একি মা! তোমার চোখে জল কেন? সদা হাস্যময়ী তুমি, তোমার আজ এ ভাব কেন মা?

প্রিয়। কৈ, না। আপনাকে দেখেই বোধ হয়, আনন্দে চোখ হতে তবে অজ্ঞাতে জল পড়েছে। আপনার শরীর ভাল আছে?

গম্ভীর। আছে; কিন্তু মা! আজ যেন কেমন আমার সন্দেহ হচ্ছে। গোপন করিস্ নে মা, অরিজিৎ কি তোকে কোনরূপ কষ্ট দিয়েছে?

প্রিয়। না বাবা,তাঁর অনুগ্রহে সুখেই আছি। আপনি কোন সন্দেহ করবেন না। উনি ঐরূপ খামখেয়ালী ; ওঁর মনে কোনরূপ খলতা নাই।

গম্ভীর। তা আমি বেশ জানি। অরিজিৎ, সরল, উদ্ধত, ক্ষমাশীল যুবক। দেখি, একবার তোমার শিশুকে আমায় দাও ত মা ? (শিশুকে গ্রহণ) দাদা আমার ! দীর্ঘজীবি হও। তোমা হতে যেন তোমার মাতৃ-গৌরব উজ্জ্বল হয়। প্রিয় ! মা ! দেখ, কেমন পুট্ পুট্ করে তাকাচ্ছে। অরিজিৎ একে কোলে করে আদর করেত ?

প্রিয়। আপনার যেমন কথা ; আমি ও সব জানিনে।

গম্ভীর। লজ্জা কি মা ? আচ্ছা, আমি আর ও সব কথা জিজ্ঞাসা করব না। মা ! একটা কথা বল্‌তে এসেছিলাম। নাও, আগে খোকাকে কোলে নাও। (শিশুকে প্রিয়র কোলে দিয়া) বৃদ্ধ হয়েছি, শেষ জীবনটা বিশ্বেশ্বরের পদতলেই রাখতে ইচ্ছা হয়েছে। জানিনা, তাঁর মনে কি আছে ; তবে শীঘ্রই সেখানে যাব ভাবছি। আমাকে বিদায় দিবিত মা ?

প্রিয়। সে কি বাবা ! আপনার কি এমন বেশী বয়স হয়েছে যে, কাশীবাসী হবেন ? খোকা একটু বড় হ'ক, এর উপনয়নাদির পর, যা হয় হবে। এখন আপনার যাওয়া হবে না।

গম্ভীর। মৃত্যুর কথা বলা যায় কি মা ? সময় থাক্‌তে না গেলে, মনের সাধ মনেই থেকে যাবে। এক তোমার জন্য চিন্তা ছিল, তাও আর নাই। আশীর্ব্বাদ করি পতির আদরে সুখে থাক।

প্রিয়। তা যখন যাবেন,তখন যাবেন। এখন আসুন, ভিতরে যাই। অনেক দিন দেখি নাই। আমার অনেক কথা আছে, ভিতরে চলুন।

গম্ভীর। বেশ, চল। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

মণিপুরের রাজপথ।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। এই সেই মণিপুর। দ্বাদশবর্ষ আমার বনবাসকালীন প্রথমে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এই সুদুর পার্ব্বত্য প্রদেশে এসে, অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী মণিপুর-রাজকুমারীকে অবলোকন করে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাই তার পাণিগ্রহণে উন্মত্ত হয়ে, মহারাজ চিত্রবাহনের দ্বারে আতিথ্য গ্রহণ করে, নিজেই দেবী প্রতিমা আমার চিত্রাঙ্গদাকে প্রার্থনা করি, সে আজ দশ বৎসর অতীত হল। দশ বৎসর পরে পঞ্চতীর্থ কুণ্ডে শাপগ্রস্তা পঞ্চ অপ্সরা—বর্গা, ঘৃতাচী, সৌরভেয়ী, বুদ্বুদা ও লতাকে কুম্ভীর যোনী হতে উদ্ধার করেই, আবার সেই দেবী প্রতিমাকে দর্শন কর্‌তে প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ল—তাই আস্‌ছি। অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় রেখে গিয়েছি, এত দিন তার পুত্রও হয়ত কতই বর্দ্ধিত হয়েছে। তাকে দেখ্‌তে প্রাণ উদ্‌গ্রীব। বালক কখন তার এই নিষ্ঠুর পিতার আদর পায়নি; সে যে আমাকে কখন দেখেনি। পিতা! পিতা! বলেতো আমাকে দেখেই উল্লাসে আমার কোলে ছুটে আসবে না! হে কেশব! এ আবার তোমার কেমন রঙ্গ? আজ পিতা পুত্রে পরিচিত হতে হবে? ঐ যে কয়েকটী বালক এই দিকে আসছে।

সহচরগণের সহিত গান করিতে করিতে বভ্রুবাহনের প্রবেশ।

গীত।

কেমন খেলা খেলছ কালা, কে বোঝে তোমার রঙ্গ?
লুকোচুরী রাখাল সনে, গোঠে মাঠে হে ত্রিভঙ্গ!

গোধন চরাও পাঁচনী লয়ে, রাজরাজেশ্বর রাখাল হয়ে,
রাস-লীলা নিকুঞ্জালয়ে, বাঁকা চোখে কি ভ্রুভঙ্গ !
পীতবাসে কত শোভা ! শিখি চূড়া মনোলোভা,
সুন্দর, তুমি সুন্দর ! শ্যামসুন্দর ! জিনি শতচন্দ্রপ্রভা,
কিবা বাঁশরী করে হে বরাঙ্গ ! দাও দাসে তব সঙ্গ ॥

অর্জ্জুন। একি ! এই বালকদের মধ্যে এই বালকটীকে দেখে, আমার হৃদয়ে এত আনন্দ হচ্ছে কেন ? বালক কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা। আমাকে সম্মুখে থেকেও দেখ্‌তে পাচ্ছেনা। বীরত্বব্যঞ্জক মুখমণ্ডল প্রতিভায় পূর্ণ। (প্রকাশ্যে) কৃষ্ণভক্ত কে তুমি বীর বালক ? এস দেখি বালক, একবার আমার বক্ষে এস দেখি। বিস্ময় ব্যাকুল নেত্রে কি দেখ্‌ছ ? তোমাকে দেখে পুত্রস্নেহে আমার প্রাণ পূর্ণ হয়ে উঠেছে। নয়নানন্দবালক ! এস, আমার বক্ষে এস। (দুই হস্ত প্রসারণ)

১ম বালক। ও ভাই ! এ একটা পাগল বোধ হয়।

২য় বালক। বভ্রু ! ওর কাছ থেকে সরে আয়। ছদ্মবেশে কে,—তা কে জানে ?

৩য় বালক। কাজ নেই ভাই—সরে আয়। আয় আমরা ঘরে যাই।

বভ্রু। যাচ্ছি, তোরা না হয় আগে যা।

১ম বালক। একা ফেলে যাব কি ? তুই ভাই চলে আয়।

(বভ্রুর হস্ত আকর্ষণ)

অর্জ্জুন। যেওনা, বালক যেওনা। বক্ষে না এস, আমাকে ক্ষণেক তোমায় দেখতে দাও। সেও বোধহয়, এতদিন তোমারই মত হয়েছে—তোমারই মত—ঠিক তোমারই মত।

২য় বালক। ওরে ! সত্যই এ লোকটা পাগল।

বভ্রু। কে আপনি আগন্তুক? আপনাকে দেখে, আমারও ভক্তি কর্‌তে ইচ্ছা কর্‌ছে। কে আপনি?

অর্জ্জুন। কে আমি? বালক! পরিচয় দিলে কি চিন্‌তে পার্‌বে? তুমি কি তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনকে কখন দেখেছ?

বভ্রু। না—দেখিনি; তবে মা'র মুখে নাম শুনেছি।

অর্জ্জুন। মা'র মুখে শুনেছ? তোমার পিতাকে কি কখন দেখনি?

বভ্রু। না।—আপনি কে বল্‌লেন না?

১ম বালক। আর বলাবলিতে কাজ নেই ভাই—আয়। সন্ন্যাসী অথচ ধনুর্ব্বাণ হাতে—ও আমার কেমন বোধ হচ্ছে। আয় ভাই, চলে আয়।

বভ্রু। হ্যাঁ চল। (যাইতে উদ্যত)

অর্জ্জুন। দাঁড়াও বালক; আর একবার দাঁড়াও। (বভ্রু দণ্ডায়মান হইল) আমার এই ধনু ভূতলে নিক্ষেপ কর্‌লাম, তোমরা কেউ তুল্‌তে পার? একবার পরস্পরে চেষ্টা করে দেখ দেখি।

১মবালক। (ধনুক উত্তোলন চেষ্টা) ও বাবা! একি! এ যে বেজায় ভারি।

(সমবেত বালকগণ সকলেই ধনুক উত্তোলনে অক্ষম হইল। তখন বভ্রুবাহন অগ্রসর হইল)

বভ্রু। কৈ দেখি? (গাণ্ডীব ধারণ ও উত্তোলন)

অর্জ্জুন। (সহর্ষে) সেই—সেই—তুমিই সেই। বক্ষের ধন আমার! পেয়েছি—এতক্ষণে পেয়েছি। বভ্রু! বভ্রু! এস বাপ; আমার বক্ষে এস। (পুনরায় হস্ত প্রসারণ)

বভ্রু। আপনি!

অর্জ্জুন। হ্যাঁ আমি তোমার সেই নিষ্ঠুর পিতা গাণ্ডীবী। তুমি ভিন্ন কার সাধ্য আমার গাণ্ডীব উত্তোলন করে? পরীক্ষা করেছি, কেবল সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য পরীক্ষা করেছি। বাবা! তুমিই আমার সেই দেবী চিত্রাঙ্গদার পুত্র।

গম্ভীর সিংহের প্রবেশ।

১ম বালক। মন্ত্রী মশায়! দেখুন, কে একটা পাগল বভ্রুকে কোলে কর্‌তে যাচ্ছে।

গম্ভীর। এ কি! এ যে স্বয়ং গাণ্ডীবি। (বভ্রুকে) বৎস! আর দেখছ কি? ইনিই তোমার সেই ত্রিভুবন জয়ী পিতা পার্থ। যাও, যাও বৎস! সানন্দে ওঁর কোলে যাও।

বভ্রু। পিতা! পিতা! (অর্জ্জুনের পদতলে পতন)

অর্জ্জুন। ওখানে নয়—ওখানে নয়; তোর স্থান এই অশান্ত বক্ষে। (বভ্রুকে বক্ষে ধারণ) আঃ!

বালকগণ। জয় সখারাজা বভ্রুবাহনের জয়,
জয় সখারাজা বভ্রুবাহনের জয়।

গম্ভীর। আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। কেবল এক দুঃখ যে, বৃদ্ধ রাজা দেখতে পেলেন না। চলুন, আর বিলম্বে কাজ নাই। রাজ-প্রাসাদে চলুন।

বালকগণ। জয় সখারাজ বভ্রুবাহনের জয়!
জয় মহারথ পার্থের জয়।

বালকগণের গীত।

জয় জয় মহারথ পাণ্ডব পার্থ, জয় সখা রাজা বভ্রুবাহন, জয়।
পিতাপুত্রে কি আনন্দ মেলা! কত দিনে শুভ পরিচয়॥

মণিপুর মার্গে,　　　　নবনারী বর্গে,

দ্রুত আসি হের ধনঞ্জয় ।

জয় রবে হুলুধ্বনি,　　　　মিশাও হর্ষে শুনি,

বৃথা নাহি কর কালক্ষয় ॥

বালক বালিকা সবে,　　　　নৃত্য পুলকে এবে;

আয় ছুটে দেই জয়, জয় ।

স্তুতি গাও বন্দী,　　　　বহে সৌগন্ধী,

মৃদু মৃদু মধুর মলয় ॥

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—চিত্রাঙ্গদার অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

একাকিনী চিত্রাঙ্গদা।

চিত্রাঙ্গদা। দিনের পর দিন অতিবাহিত হচ্ছে, সংসার যেমন চল্‌ছিল, তেমনি চল্‌ছে। কেবল যে গিয়েছে, তারই অভাব আর পূরণ হচ্ছে-না। ভাগ্যচক্রে স্বামীগৃহে যেতে পার্‌লাম না। পিতার স্নেহেই এতদিন পালিতা হলাম ; সেই পিতাও আবার সব মায়া মমতা ত্যাগ করে অজ্ঞাত রাজ্যে চলে গেলেন। একমাত্র সুখ দুঃখের সাথী, সখী 'প্রিয়' ছিল ; সেও এখন স্বামী-গৃহে। আমিই এখন সংসারে একা। দুঃখে একটু সান্ত্বনা দেয় এমন কেউ নেই। সম্বলের মধ্যে বালক বভ্রু ; কেবল তার মুখ দেখেই সব জ্বালা ভুলে আছি। বালক যেন তার পিতার প্রতিচ্ছবি।

বেগে বভ্রুর প্রবেশ—পশ্চাতে অর্জ্জুন।

বভ্রু। মা! মা! কে এসেছেন দেখুন। (চিত্রাঙ্গদা ও অর্জ্জুনের দৃষ্টি বিনিময়)

অর্জ্জুন। দেবী!

বভ্রু। হ্যাঁ মা! কথা কচ্ছেন না যে? পিতা যে আপনাকে ডাকছেন।

চিত্রাঙ্গদা। একি দেখ্‌ছি? চক্ষুকে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছিনা যে! আমি জাগ্রত—না এ স্বপ্নে দেখ্‌ছি?

অর্জ্জুন। স্বপ্ন নয় দেবী! আমি তোমার সেই নিষ্ঠুর পতি পার্থ।

চিত্রাঙ্গদা। এও কি সম্ভব! এমন সুদিন কি আবার ফিরে পাব?

বভ্রু। কি বল্‌ছেন মা? সত্যই পিতা আপনার সম্মুখে এসেছেন।

অর্জ্জুন। বালক! এতে আশ্চর্য্যান্বিত হচ্ছ কেন? যে ভাবে আমি মণিপুর ত্যাগ করে গিয়েছি, আর আজ দশবৎসর পরে, যেরূপে অপ্রত্যাশিত অবস্থায় এসেছি; তাতে বিশ্বাস না হওয়ারই কথা। দেবী! বালকের কথায় বিশ্বাস কর, সত্যই আমি এসেছি—আবার তোমার দ্বারে অতিথি হয়ে এসেছি।

চিত্রাঙ্গদা। এঁ্যা, সত্য? শঙ্কর। (মূর্চ্ছা ও পতন)

বভ্রু। একি হল? মা! মা! পিতা! ও কি! আপনিও স্থিরনেত্রে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন? পিতা! পিতা! (দ্রুত উঠিয়া অর্জ্জুনের হস্তধারণ)

অর্জ্জুন। কি বাবা?

বভ্রু। আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে;. একবার মাকে দেখুন।

অর্জ্জুন। দেখছিত; কোন চিন্তা নাই। অত্যধিক আনন্দে তোমার জননী মূর্চ্ছাগতা। তুমিই যে এখন তাঁর ঔষধি। যাও বাবা, দেবীর কাছে যাও; এখনি চেতনা হবে।

বভ্রু। (মাতার পার্শ্বে গিয়া) মা! মা! মা! কৈ পিতা, মা উঠ্‌ছেন কৈ? চেতনা হচ্ছে না যে!

অর্জ্জুন। কি সুন্দর দৃশ্য! মাতা ভু-লুণ্ঠিতা, পুত্র তাকে উঠাতে ব্যগ্র। এর অভিনেতা অচলরূপে নির্ম্মম হৃদয়ে আমি। বাত্যাহত বিহঙ্গীর জন্য বিহঙ্গশাবক যেমন কাতর হয়ে, তার মাতৃপার্শ্বে আকুল হৃদয়ে অবস্থান করে, সম্মুখে কোন ব্যাধকে দেখেও ভ্রুক্ষেপ করে না—এও তাই! অথবা কিরাতশরাহত কুরঙ্গী পার্শ্বে কুরঙ্গ শিশু যেমন অদূরবর্ত্তী কিরাত দর্শনে ভীত না হয়ে বরং ব্যাকুলনেত্রে সেই কিরাতেরই যেন

সাহায্য প্রার্থনা জানায় ;—এও তদ্রূপ। বভ্রু! বভ্রু! তোমার জননী মূর্চ্ছাগতা ন'ন, বুঝিবা এই কিরাত কর্ত্তৃক কাতরা হয়েই, কালকবলে পতিতা হয়েছেন। বীর বালক! এখন তার প্রতিশোধ গ্রহণ কর। তোমার মাতৃহন্তা মহাপাপীর মুণ্ডচ্ছেদ কর। মণিপুররাজ! মণিপুরের কণ্টক দূর কর।

বভ্রু। কি বলছেন পিতা? আমি যে কিছুতেই বুঝতে পার্‌ছিনে।

অর্জ্জুন। কি করে পার্‌বে? নারী হৃদয় যেমন কঠিন, তেমনই কোমল। শত ঘাত প্রতিঘাতেও যে হৃদয় চূর্ণ না হয়, তা সামান্য কুসুম-পীড়নেই কাতর হয়ে উঠে। সেই কুসুম—অভিমান। অভিমানেই কত স্থানে, কত রমণী কালের করাল গ্রাসে পতিতা হচ্ছে। (চিত্রাঙ্গদার মূর্চ্ছাভঙ্গ)

বভ্রু। পিতা! পিতা, আর চিন্তা নাই। আপনি দুঃখিত হবেন না; মার চেতনা হয়েছে। মা! মা!

(চিত্রাঙ্গদার উত্থান ও অর্জ্জুনকে প্রণাম)

অর্জ্জুন। দেবী! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌তে পার্‌বে?

চিত্রাঙ্গদা। ও কি কথা প্রভু! হঠাৎ আপনাকে দেখে, কি জানি কেন মোহপ্রাপ্ত হয়েছিলাম। আমি যে আপনার চরণ সেবিকা! আমাকে ও কথা বলে লজ্জা দেবেন না। বভ্রুকে কোথায় পেলেন! এ কি করে আপনাকে চিন্‌লে?

অর্জ্জুন। ও কি আর কাকেও চিনিয়ে দিতে হয় দেবী? রাজপথে কয়েকটী বালকের সঙ্গে কৃষ্ণগুণ গান কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে যাচ্ছিল। একে দেখেই কেমন যেন বোধ হ'ল, এ আমারই হৃদয়ের ধন। আনন্দে প্রাণ নেচে উঠ্‌ল। কে যেন অলক্ষ্যে থেকে বললে "এ আর কেউ নয়, তোমারই চিত্রাঙ্গদার পুত্র—বক্ষে কর—হৃদয় শীতল হবে।" তথাপি পরীক্ষা

করেছিলাম। আমার গাণ্ডীব ভূতলে নিক্ষেপ করে, ঐ বালকদের উত্তো-কর্তে দেই ; কিন্তু গাণ্ডীবী-পুত্র ব্যতীত কার সাধ্য গাণ্ডীব গ্রহণ করে ? বভ্রু আমার, অবলীলাক্রমে গাণ্ডীব তুললে ; তখন আর আমার তিলমাত্র সন্দেহ থাক্‌ল না।

চিত্রাঙ্গদা। তুমি এঁকে কি করে চিন্‌লে বৎস ?

বভ্রু। আমারও কেমন পিতাকে দেখেই, ওঁর পদতলে লুটিয়ে পড়তে ইচ্ছা হল। সাথীদের বাধায় প্রথমে পারিনি। হঠাৎ মন্ত্রী মহাশয় এসে পরিচয় দিয়ে দিতেই, পদতলে পতিত হ'লাম—পিতাও অমনি বক্ষে স্থান দিলেন।

চিত্রাঙ্গদা। এঁ্যা ! উঠেছিলে ? কৈ, আমিত দেখ্‌তে পেলাম না ?

অর্জ্জুন। তার জন্য দুঃখ কেন দেবী ? এই দেখ বভ্রুকে বক্ষে ধারণ করছি। (বভ্রুকে বক্ষে ধারণ) কেমন হয়েছে তো ?

চিত্রাঙ্গদা। এত দিনে আমার জন্ম সার্থক হল। আজ যদি পিতা থাক্‌তেন, তা হলে তিনি কত আনন্দ কর্‌তেন। তাঁর বড় সাধ পূর্ণ হতো।

বভ্রু। দাদামশায় প্রায়ই একথা বল্‌তেন বটে। আমার মুখে কৃষ্ণনাম শুনে কত আনন্দ কর্‌তেন। আমি তখন ছোট, আমার বেশ মনে আছে।

অর্জ্জুন। আর এখন বুঝি তুমি বড় হয়েছ ? বেশ, এখন আমাকেই কৃষ্ণনাম শুনাবে।

বভ্রু। আমি এখানে ছেলেদের নিয়ে, বৃন্দাবন-লীলার একটা দল তৈরী করেছি—তাতে সব আছে। রাসযাত্রাই সকলের চেয়ে ভাল।

চিত্রাঙ্গদা। তা উনি যখন উদ্যানে যাবেন, তখন ভাল করে শুনিও।

বভ্রু। তাহ্‌লে আমাকে আগে গিয়ে তার ব্যবস্থা করতে হয়।

ছেলেরা সন্ধ্যার সময় সব আসে। বৈকালেতে তাঁদের ডাকিয়ে আনা চাই। আমাকে নামিয়ে দিন—আমি যাই। (অবতরণ ও প্রস্থান)

অর্জ্জুন। চলে গেল, আনন্দে নাচতে নাচতে চলে গেল। দেবী ধন্যা-তুমি, যে এমন বৈষ্ণব পুত্র প্রাপ্ত হয়েছ। ওকে আর কাছ ছাড়া করতে ইচ্ছা হচ্ছে না—ডাকব ?

চিত্রাঙ্গদা। এখন থাক্, শীঘ্রই আসবে। ওর কৃষ্ণলীলার দল বড় সুন্দর হয়েছে। আমি তাতে বাধা দিইনি। ছেলেদের মধ্যে কাকেও কৃষ্ণ, কাকেও শ্রীমতী, কাকেও বৃন্দা, কাদের বা সখীরদল সাজিয়ে কত-রকম কৃষ্ণলীলার অভিনয় করে। কোথা হতে যে শিখল, তা কে জানে ?

অর্জ্জুন। ওকি আর কাকেও শিখিয়ে দিতে হয় দেবী ? জীব পূর্ব্ব-জন্মের সংস্কার ক্রমেই করে থাকে। কালে ওর মত এই মণিপুর রাজ্যময় সকলেই, ওরই প্রভাবে বৈষ্ণবে পরিণত হবে—আমি যেন তা দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি। হাঁ—যুদ্ধ বিদ্যা কেমন শিখেছে—জান ?

চিত্রাঙ্গদা। পরিচয় নিলেই বুঝতে পারবেন। সিংহ শিশু ত ? যাক্—হস্ত মুখ ধৌত করে, ক্ষণেক বিশ্রাম করবেন চলুন। বহুদিন পরে আবার শ্রীচরণ সেবা ক'রে জীবন সার্থক করব। আবার যে এমন সুদিন হবে, তা স্বপ্নেও চিন্তা করিনি। আমি মন্দভাগিনী বলেই আপনার বিরহ যাতনা সহ্য করছি।

অর্জ্জুন। অকারণ অনুতাপ করোনা দেবী ! ভেবে দেখ দেখি, আজ আমারই বা কি অবস্থা ! মাতৃ-আদেশে ব্রাহ্মণের গোধন উদ্ধার হেতু অস্ত্রাগার হতে অস্ত্র আনতে গিয়ে, ধর্ম্মরাজ ও দেবী দ্রৌপদীকে তথায় বিহার করতে দেখে, দেবর্ষি নারদের শাপে দ্বাদশবর্ষ বনবাসী হয়ে বেড়াচ্ছি। সেই বনবাস কালপূর্ণ প্রায়। সম্প্রতি পঞ্চকুণ্ড তীর্থভয় দূরী-করণ কালে এক অভিনব ঘটনা দর্শন করলুম। দেবাপ্সরা বর্গা,

ঘৃতাচী, সৌরভেয়ী, বুদ্‌বুদা ও লতা কোন তাপস ব্রাহ্মণের শাপে ঐ পঞ্চ-কুণ্ডে, কুম্ভীরযোনী প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করছিল। আমার অঙ্গ স্পর্শেই, তারা দিব্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক অমরালয়ে চলে গেল। তন্মুহূর্ত্তেই তোমার ঐ দেবী মূর্ত্তি হৃদয়াকাশে ফুটে উঠল। তাই তোমার দর্শনাশায় ব্যগ্র হয়ে ছুটে এসেছি। মণিপুর অধিশ্বরী! তোমার দীন দয়িত, আজ দুয়ারে অতিথি—সৎকৃত হবে না কি?

চিত্রাঙ্গদা। দেবতা আমার! আমি মণিপুরাধিশ্বরী হলেও, আপনি আমার হৃদয় মণিপুরের একচ্ছত্রী রাজা। প্রেমপুষ্প ও ভক্তির অঞ্জলি দিয়ে তোমার পূজা করতে প্রাণ ব্যাকুল হ'য়ে আছে। অন্তরে প্রতিদিন আমার হৃদয় রাজ্যেশ্বরের অর্চ্চনা করে আস্‌ছি। আজ অন্তরে, বাহিরে পূজা করব। সেবিকার শত অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন।

অর্জ্জুন। তোমার অপরাধ? না কখন হতে পারে না। আমিই যে তোমার কাছে শত অপরাধে অপরাধী। রাণী তুমি; উপযুক্ত বিচারে অপরাধীর দণ্ড দাও দেবী।

চিত্রাঙ্গদা। রাজাই রাজদণ্ড বিধান করেন; অপনিই দণ্ড দিন।

অর্জ্জুন। দণ্ড ত তোমাকে দিয়েই আস্‌ছি। প্রবাসে থেকে কঠিন বিরহ দণ্ডইত নিয়ত প্রদান করেছি। তবে যদি তাতে সাধ না মিটে থাকে, তাহ'লে এস রাণী, এই ভুজদণ্ডে তোমাকে দণ্ডিত করি।

(আলিঙ্গন)

চিত্রাঙ্গদা। দণ্ডের সম্পূর্ণতা হ'ল কি?

অর্জ্জুন। বেশ, তাও দিচ্ছি। (চুম্বন) কেমন হয়েছে? সাধ মিটেছে?

চিত্রাঙ্গদা। এ সাধ মিট্‌বার নয়। এ দণ্ড যত পাই; ততই আরও নিতে ইচ্ছা হয়। এ সাধ জীবনে মিট্‌বে কিনা জানি না। হৃদয়েশ্বর!

এ স্বপ্ন শীঘ্র ভেঙ্গে দেবেন না। আমি বড় হতভাগিনী; যখন দয়া ক'রে দেখা দিয়েছেন, তখন কিছুদিন এ দণ্ডদানে বঞ্চিতা করবেন না।

গীত।

বঞ্চিতা করনা দীনায়, দাও দণ্ড দেবতা।
ওহে! বিরহ বিধুরা বালা, তোমারই এ দয়িতা ॥
অপরাধিনী তব চরণে, কত কারণে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে শুন হে!
(ভুজদণ্ড কর প্রসারণ, ধর শ্বেতবাহন)
(কেন বৃথা কাল ক্ষেপণ? চিন্তা নাই কোন কারণ)
(বাদ নাহি সেধো সাধে, চাই হে চিতে চির সাধে)
জয় হ'ক তোমারই সর্ব্বথা—নাথ হে
হতভাগিনী আমি ভুবনে, পতি বিহনে, বিরহ বড় সয়েছি শুনহে!
(মনপ্রাণ সদা উচাটন, শান্তি নাই তিলে কখন)
(কিসে করি দিন যাপন? পোড়াদৃষ্টে নাই মরণ)
(অৰ্দ্ধমৃতা হ'য়ে আছি, বেঁচে থাকা যে মিছামিছি)
জুড়াও আজি ব্যথিতার ব্যথা—নাথ হে ॥

অর্জ্জুন। সময়ে সব সাধই পূর্ণ হবে দেবী। এখন চল, বভ্রুর কৃষ্ণ লীলা দেখতে হবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

বভ্রুবাহনের ক্রীড়া কানন।

রাধাকৃষ্ণাদি বেশে সজ্জিত বালকগণ ও বভ্রুবাহনের প্রবেশ।

বভ্রু। দেখ্, তোদের আজ খুব ভাল ক'রে কৃষ্ণলীলার অভিনয় করতে হবে। বাবা এসেছেন; তিনি এলেই পালা আরম্ভ করবি।

বৃন্দাবেশী বালক। কোন পালা গাইব? মান, না পূর্ব্বরাগ, না রাস—কোনটা হবে?

বভ্রু। ও কোনটাই বাদ দিলে হবে না।

বৃন্দা। এ যে অন্যায় আবদার। সব কি অল্প সময়ের মধ্যে হয় নাকি?

বভ্রু। সবই কি আগাগোড়া হবে? সব পালারই এক আধখানা গান ও নাচ হবে।

বৃন্দা। বেশ, তাই হবে।

বভ্রু। আজ আমার আনন্দ ধরছে না। আমার এতদিনের পরিশ্রম আজ সার্থক হবে। কৃষ্ণ ভাই! রাধা ঠাকুরুণ! তোমরা যেন কেউ হেসে ফেলনা বা কেউ লজ্জা করো না। আজ তোমাদের পরীক্ষার দিন। সখী ভাইরা! নাচ যদি খারাপ হয়, তা হ'লে কিন্তু ভাল হবে না। আর যদি সকলেই ভালরূপ অভিনয় করতে পার, তাতে যদি বাবা খুসী হন, তা হ'লে তোমাদের ভর পেট মিষ্টান্ন খাইয়ে দেব।

সখীবেশী বালক। বৃন্দে ভায়ের যে অজীর্ণ হয়েছে, ও কি খাবে?

বৃন্দা। দেখছ, বভ্রু! ওর নষ্টামী দেখছ? আমি কিন্তু ওকে মারব।

সখীবেশী বালক। আহা! মিষ্টান্নের কথায় বৃন্দে ভায়ের আমার, রসনায় জল পড়ে। তাতে বাধা দিলে কি আর রক্ষে আছে।

বৃন্দা। দেখ্—ভাল হবে না বল্ছি। অভিনয়ের সময় বাগে পেলেই কাণ মুলে ছেড়ে দেব; দাঁড়িয়ে অপমান করব বল্ছি।

বভ্রু। ওরে! চুপ্ কর, চুপ্ কর, ঐ মা ও বাবা আসছেন।

অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

সকলে। জয় মহাবীর পার্থের জয়, জয় মহাবীর পার্থের জয়।

চিত্রাঙ্গদা। কৈ বাবা, তোমার পালা আরম্ভ কর।

বভ্রু। এইবার তোমরা আরম্ভ কর।

[বেদীতে অর্জ্জুন ও চিত্রাঙ্গদার উপবেশন, পার্শ্বে বভ্রুর দণ্ডায়মান
ও বালকদের কৃষ্ণলীলা আরম্ভ।
রাধিকাবেশী বালকের মানভরে উপবেশন ও কৃষ্ণবেশী
বালকের রাধার মান ভঞ্জন]

কৃষ্ণ। রাধে! একবার কথা কও। তোমার চিত-চকোর বিচলিত হয়ে উঠেছে যে। বৃন্দে! আমার রাধা কথা কচ্ছে না কেন?

বৃন্দা। মানিনী কথা কচ্ছেন না কেন, শুনবে কালা? তবে শোন।

কৃষ্ণ। বল, বল বৃন্দে, তাই বল।

বৃন্দার গীত।

বঁধুয়া! বলি ছিলে হে কোথায়?
এত বিলম্ব হল কিসে হরি, ছিলে হে কোথায়?
ব্যাকুলিতা ভানু সুতা, না হেরি তোমায় হেথা;
ওগো! লুটায়ে পড়িল; (কৃষ্ণ বলে লুটায়ে পড়িল

(হা কৃষ্ণ ! হা কৃষ্ণ ! বলে লুটায়ে পড়িল)
(ঝর ঝর আঁখি নীর গণ্ড ভাসাল)
(যমুনার কুলে কুলে কাঁদিয়া ফিরিল)
(তুমি কালা কর্ণে কি শুনতে পেলে ?)
তাই রাজার ঝিয়ারি, মানময়ী প্যারী, নীরবে বসিয়া হেথায় ॥

কৃষ্ণ। কি করব ? পিতার আদেশে রাখাল সখাদের সঙ্গে মাঠে ধেনু চরাতে গিয়েইতো বিলম্ব হ'ল।

পুনরায় বৃন্দার গীত।

তোমায় জেনেছি হে যাদু, মুখে ধর মধু, হৃদে শুধু হলাহল।
চন্দ্রাবলী কুঞ্জে কত সুখ ভুঞ্জে এসেও করিছ ছল ॥
নয়ত দেহে (ও) দাগ কিসের ? (কঙ্কনের দাগ দিল কে তোমায় ?)
(অলকা, তিলকা, আধ মুছিল কেমনে ?)
কপট লম্পট তুমি, প্রণমি লুটায়ে ভূমি; যাও, নাহি চাহি তোমায় ॥

কৃষ্ণ। সত্য বলছি বৃন্দে ! আমার কথায় বিশ্বাস কর; আমি সেখানে আজ যাই নি। বরাবর শ্রীমতীর জন্য ছুটে আসতে আসতে হোঁচট খেয়ে, বেড়ায় পড়ে গিয়ে গা ছোড়ে গিয়েছে—এ কঙ্কনের দাগ নয়।

বৃন্দা। বলি ওলো সখীরা ! তোরা কি বলিস্ ?

সখীগণ। আমরা কি বলি শোন ;

গীত।

শ্যাম ! জান তুমি কত ছলনা।
চোরচূড়ামণি হরি, মজালে গোপ ললনা ॥
আমরা অবলা, নাহি জানি ছলা,
যা বোঝাও বুঝি যত ব্রজবালা,

কিন্তু এ কি, রীতি! বল ওহে কালা?
দাও প্রাণে কেন বেদনা।
রাধা বলি বাজায়ে বাঁশরী;
ব্যাকুল করিলে ব্রজগোপনারী;
সরম গিয়াছে, গৃহ কাজ ছাড়ি
এসেছে কাননে, হের না॥

বৃন্দা। বলি কালাচাঁদ! হলত? সকলেই তোমাকে বেশ চিনেছে।

রাধা। সখী বৃন্দে! ও লম্পটকে আর এখানে আস্‌তে নিষেধ কর। বড় জ্বলেছি, আর এসে জ্বালাতন কর্‌তে বারণ কর।

কৃষ্ণ। রাধে! এত নিষ্ঠুরা হয়ো না। আমাকে তাড়িয়ে দিও না। সত্য বল্‌ছি, আমি কোথাও যাইনি।

উড়িয়া গদাধর ও গোপবেশে ভজহরির প্রবেশ।

ভজহরি। মু'ত দেখ আউছি। চন্দবড়ীর কুঞ্জেত হুটপাট হউছি।

বৃন্দা। কি? কি দেখে এসেছ ভজহরি?

ভজহরি। শুঁনিব? ত শুন।

গীত।

চন্দাবড়ীর কুঞ্জে বাঁশড়ী বাজড়।
গুড়ি গুড়ি যাইকিড়ি দেখি, এইত কৃষ্টচন্দর
সেত ঝটাপটী আঁকড়ি ধরিলা,
চুম্বর দেইকিড়ি, বাঁশড়ী কাড়িলা মু'ত দেখিলা;
কুঞ্জর মাঝ দিয়া দেখিকিড়ি
ধাইকিড়ি—আউছন্তি অবঁধাড়॥

বৃন্দা। এইত হাতে হাতে সাক্ষী পাওয়া গেল। কি মিথ্যাবাদী গো—কি মিথ্যাবাদী। ভজহরি! তুমি এখন কোথায় যাবে?

ভজহরি। মু'ত রাজবাড়ী গোঁধন দুইতে যাইব। মোর দোষ না আছি, মু'ত চলিলা।　　　[প্রস্থান।

বৃন্দা। কি শ্যাম! আর এখন মাথা হেঁটকরে দাঁড়িয়ে থাক্‌লে কি হবে? যদি এখনও ভাল চাও, তাহলে পায়ে ধরে মানিনীর মানভঙ্গ কর। মানভঞ্জন না হলে আর রক্ষা নাই।

বৃন্দার গীত।

ধর পদে শ্রীপদে; লম্পট, শঠ, নট-হরি।
মানে মানে স্তুতিগানে, ভাঙ্গ মান ত্বরা করি॥
চন্দ্রাবলী পাশে গেলে পুনঃ রোষে
দিব পদে সবে বেড়ী।
(শুন শ্রীহরি; ভাঙ্গব জারীজুরী, শুন শ্রীহরি)
(চন্দ্রাবলীর পাশে গেলে পুনঃ রোষে দিব পদে সবে বেড়ী।)
(ধর পদে শ্রীপদে)
নিলজ কপট, কি কব তোমায়!
বিদ্যা হে কেবল চুরী॥
(চোর চূড়ামণি! এইবার দেখব তোমায় চোর চূড়ামণি)
নিলজ কপট কি কব তোমায়।
বিদ্যা হে কেবল চুরী
(ধর পদে—শ্রীপদে)

কৃষ্ণ। যা বল, এখন, তাই শুন্‌তে হবে। ভজা হতভাগাইত সব গোল পাকিয়ে গেল। তবে পায়েই ধরি।

বৃন্দা। ওগো! দাঁড়াও; আর একটা কথা আছে।

কৃষ্ণ। আবার বাধা দিলে? আচ্ছা, কি বল্‌বে বল।

বৃন্দা। শপথ তো কর্‌বে, কিন্তু পালন কর্‌তে পার্‌বে ত? না কেবল মিছামিছি?

কৃষ্ণ। মিথ্যা হয়ত যে দণ্ড উপযুক্ত হয় দিও। এখন মান ভঞ্জন করি।

গীত।

তবে মান ত্যজলো মানিনী!
পায়ে ধরি হে সুন্দরি! ফিরে চাও রাজনন্দিনী॥
পায়ে ধরা আমি তোমার, জেন' কৃষ্ণ শুধু রাধার;
আজ হতে শপথ আমার, শুন মম সোহাগিনী॥

রাধা। আর তোমার কপটতা দেখাতে হবে না। তোমাকে আমি বেশ চিনি।

কৃষ্ণের পুনরায় গীত।

কপটতা আর নাই কিছু, ফিরিব এবার পিছু পিছু।
বেঁধে রাখ দিয়ে রজ্জু, বিশ্বাস না হয় ভামিনী॥

বৃন্দা। রাধে! খুব হয়েছে। এবার ত্রুটী হলে, আমরাও ওঁকে দেখে নেব। এইবার যুগলে একবার দাঁড়াও দেখি! দেখি, যুগলে কেমন মানায়।

রাধা। বেশ তাই হ'ক। (রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন)

বৃন্দা। সখীগণ! আর কেন? তোমরাও যুগলের গুণগান কীর্ত্তন কর।

সখীদের গীত।

মরি! মদনমোহন! যুগল মুরতি দেখি অনুপম।
কেলী কদম্ব মূলে, ফুঠে উঠে শোভা মনোরম॥

জয়তি রাধে, জয় শ্যাম সুন্দর, মদন মোহন।
নিখিলে অতুল, রাতুল চরণ, বঙ্কিম যুগল নয়ন॥
কে আছ সাধক, যুগল উপাসক! হের সুখে যুগল মিলন।
ধন্য বৃন্দাবন, সার্থক জীবন, নেহারি নয়নে, আশা উপশম॥

বভ্রু। যাও, এখন তোমাদের ছুটী।

সকলে। যে আজ্ঞে।

(অভিবাদন করিয়া বালকগণের প্রস্থান)

চিত্রাঙ্গদা। দেখলেন প্রভু! পাগলের খেয়াল দেখলেন?

অর্জ্জুন। পাগলের খেয়াল নয় দেবী! এইত নিষ্কাম উপাসনা পদ্ধতি। আজ বড় তৃপ্তি লাভ কর্‌লাম। বভ্রু! বাপ! আশীর্ব্বাদ করি, তোমার যেন রাধাকৃষ্ণ পদে, এইরূপ অচলা ভক্তিই থাকে।

চিত্রাঙ্গদা। এইবার একদিন তোমার যুদ্ধ শিক্ষা কতদূর হয়েছে, তা দেখিয়ে দিও।

বভ্রু। আমি কালই অরি মামাকে বলে তার ব্যবস্থা কর্‌ব।

অর্জ্জুন। চল, এখন তবে প্রাসাদে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—অরিজিতের বহির্কক্ষ।

একাকী কলি।

কলি। মহাবিপদের কথা। এইবার বুঝি আমাকে মণিপুর ত্যাগ করতে হয়। কত আশা করে এখানে প্রবেশ করেছি; সব বোধ হয় মাটী হতে বসল। হঠাৎ যে নর-নারায়ণ অর্জ্জুন এখানে আসবেন, তা কি করে জানব? অরিজিৎ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। তাঁর সঙ্গ লাভে যদি অরিজিতের মোহ কেটে যায়, তাহলেই ত সব পরিশ্রম বৃথা হল। দিব্যচক্ষুলাভ করে যদি এসে আমাকে চিনতে পারে, তাহলে যে আরও বিপদ! এখন করি কি? অরিজিতের অপেক্ষায় থাকি, না পলায়ন করি? আর যদিই নর-নারায়ণ কথা প্রসঙ্গে আলাপ করতে করতে এখানে এসে উপস্থিত হন, তাহলে যে হাতে হাতে ধরা পড়ব। তাঁর চক্ষুতে ধুলি দেওয়া কি আমার সাধ্য? আর ভাবতে পারি না; চারিদিকে যেন ঘোর বিপদ বলেই বোধ হচ্ছে। (ইতঃস্তত ভ্রমণ) একবার বাহিরে গিয়ে দেখি, কেউ আসছে কিনা। তাই বা যাই কি করে? যদি একেবারেই সম্মুখে পড়ে আত্মহারা হই, তাহলেই—(চিন্তা) নাঃ—এ কিছুই স্থির করতে পারছি না।

বভ্রুবাহনের হস্ত ধরিয়া অরিজিতের প্রবেশ।

বভ্রু। অরিমামা! (স্বগতঃ) এ কে? অমন করছে কেন? কি যেন যাতনায় ছটফট করছে!

অরি। কি সখা; ও কি করছ? কি এমন দুশ্চিন্তায় অস্থির হলে?

বভ্রু। (স্বগতঃ) অরি মামার সখা? ইতিপূর্ব্বেত কখন দেখিনি। আকৃতি দেখে ভাল বোধ হচ্ছে না। হৃদয়ে যেন কি দুষ্ট অভিসন্ধির সৃষ্টি করছে। ভাল, দেখাই যাক্!

অরি। সখা! এই দেখ বালক রাজা বভ্রু, আজ আমার গৃহ পবিত্র কর্‌তে এসেছে। দেব গাণ্ডীবীর সঙ্গে দেখা কর্‌তে যেতেই, পথে, বভ্রুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। কাজেই এখন দেখা হবার সুবিধা নয় জেনেই, ফিরে আস্‌ছি। বভ্রু, তার মাসীমাকে পিতৃ আগমনের সংবাদ দিতে এসেছে।

কলি। তা,—হ্যাঁ সংবাদ দিন। আপনিও—ঐ সঙ্গে;—হ্যাঁ—তা—না গেলেও আপনার হয়। ততক্ষণ আমরা এখানে আলাপ করি।

বভ্রু। (স্বগতঃ) লোকটা আমাকে দেখে, এত ব্যস্ত ও ব্যাকুল হচ্ছে কেন? আমি যত শীঘ্র ওর কাছ হতে সরে যাই, ততই যেন ওর ভাল বলে বোধ হচ্ছে। থাক্, এখন কিছু কথায় কাজ নাই; পরে একে চিনবোই। (প্রকাশ্যে) তাহলে মামা! কাল প্রাতেই পিতাকে যুদ্ধ দেখাতে হবে। আপনি ঠিক সূর্য্যোদয়ের সময়েই আমার উদ্যানে উপস্থিত হবেন। আমি এখন মাসীমাকে নিয়ে যাই; আবার কিছু পরেই রেখে যাব।

অরি। সে কথা আর বারংবার বল্‌ছ কেন? তোমার যখনই ইচ্ছা হবে তাকে নিয়ে যেও। সে বা আমি কি তোমাদের পর?

বভ্রু। (স্বগতঃ) লোকটা আড় নয়নে গোপনে আমাকে দেখছে। আচ্ছা, এর উদ্দেশ্য কি পরে জান্‌তে পার্‌ব। (প্রকাশ্যে) তবে এখন ভিতরে যাই।

[প্রস্থান।

কলি। (স্বগতঃ) যাক্ বাঁচা গেল, যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। (প্রকাশ্যে) দেখ সখা! এখন দিন কয়েক আমাকে ছেড়ে দাও। একবার প্রাগ-

জ্যোতিপুরে দেবী কামাখ্যার মন্দিরে যাব। তাঁকে কখনও দর্শন করিনি। এত নিকটে এসে, না দেখাটাও অধর্ম্মের কথা।

অরি। সে কি, সখা! এই সেদিন বল্‌লে, এখন কিছুদিন এখানে থেকে মণিপুরের শোভা দেখবে; আবার আজই মত বদলে গেল? গৃহে প্রবেশ করেই তোমাকে যেন শশব্যস্ত দেখছিলাম; যেন তোমার মন বড়ই উচাটন হয়েছিল। কেন, তা জান্‌তে পারি কি?

কলি। সত্য কথা বল্‌তে কি সখা! আমি একস্থানে কোথাও বেশী দিন স্থির হয়ে থাকতে পারিনা। এই মনে হল, এস্থানে কিছুদিন অবস্থান কর্‌ব; আবার সময়ান্তে আর যেন প্রাণ থাকতে চাইল না। সেই জন্যই যে পরিব্রাজক হয়েছি। এও একরূপ ব্যাধি সখা!

অরি। তা নিশ্চয়। কবে কামাখ্যা যেতে চাও?

কলি। কবে কি? এখনি।

অরি। তার মানে? রহস্য কর্‌ছ নাকি?

কলি। বিশ্বাস হচ্ছে না? তা তোমার এখনও আমার মত ঘুরুনি রোগ হয়নি, তবে কি করে বা বিশ্বাস কর্‌বে? তোমার গৃহে আস্‌তে আর কিছু বিলম্ব হলেই, আর এসে দেখা পেতে না। পত্র লিখে রেখে যাবার জন্যই ব্যগ্র হয়ে তখন লেখনী, কালি প্রভৃতি গৃহমধ্যে অন্বেষণ কর্‌ছিলাম। এখন তবে আসি। কিছু মনে ক'রনা, দুদিন পরেই ঠিক আস্‌ব। তোমার উন্নতি করে না দিয়ে, আর মণিপুর ছাড়ছি না।

[প্রস্থান।

অরি। আশ্চর্য্য প্রকৃতির লোক! উত্তরের প্রতীক্ষাও কর্‌লে না। লোকটার কি মোহিনী শক্তি আছে। দু দিনেই আমাকে আপন করে নিয়েছে। ব্যবহারও বেশ। অথচ নিজে কিছু চায় না। বলে গেল দুদিন পরেই আস্‌বে। দেবীদর্শনে মন ছুটেছে তাই থাকতে পার্‌লে না।

যখন কথা দিয়েছে, তখন ঠিক আস্‌বে। ও কি! আমার কক্ষের ভিত্তি গাত্রে ওকি লেখা রয়েছে—

"অজ্ঞাত কুলশীলকে আত্ম সমর্পণ করোনা।
এখনও সময় আছে—বুঝে দেখ—পরে আর পার্‌বে না।"

কে লিখল? ওত প্রিয়র হস্তাক্ষর নয়। দৌবারিক!

দৌবারিকের প্রবেশ।

দৌবারিক। আদেশ করুন।

অরি। এ গৃহে সখা ব্যতীত আর কে প্রবেশ করেছিল?

দৌবারিক। কৈ—কেউত আসে নাই।

অরি। মিথ্যা কথা। সত্য বল কে এসে আমার কক্ষ ভিত্তিতে ঐ সব কথা লিখ্‌ল?

দৌবারিক। (ভিত্তি গাত্র দেখিয়া) কৈ? কিছুইত লেখা নাই। আপনি এ কি বল্‌ছেন?

অরি। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, এখন যাও।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

তাইত! একি দেখলাম? কৈ আর যে দেখতে পাচ্ছি না। এ কি হল? এত ভ্রম হবে? স্পষ্ট দেখেছি লেখা রয়েছে, এরই মধ্যে মুছে গেল? এই বা কি? আজ যেন সব কেমন বিপরীত দেখছি। সখারও মনশ্চাঞ্চল্য দেখেছি। সে কি তবে, ঐ লেখা দেখেই আমার উপর ক্ষুব্ধ হয়ে, অভিমানে চলে গেল? (চিন্তা) মীমাংসা করবে কে? এ কি বিড়ম্বনা! আর কক্ষমধ্যে ভাল লাগছে না; যাই সেনা-নিবাস দেখে আসি।　　　　[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

বভ্রুবাহনের ক্রীড়াকানন।

চিত্রাঙ্গদা ও প্রিয়ম্বদা।

চিত্রাঙ্গদা। আচ্ছা প্রিয়, তোর কি আক্কেল বল দেখি? স্বামী পেয়ে যে আমাদের একেবারে ভুলে গিয়েছিস্।

প্রিয়। তা কি কখন হয় সখী? যখন পিতৃগৃহে ছিলাম, তখন কোন কাজই করতে বা দেখতে হত না। প্রায়ই তোমার কাছে এসে থাকতাম; নেচে গেয়ে দিন কাটাতাম। এখন ত আর তা নাই। সংসারে অন্য কেউ দেখবার নাই, কাজেই সব কাজ সারতেই সময় পাই না। দাস, দাসী থাকলে কি হয়? নিজে না দেখলে ঠিকটী হয় না।

চিত্রাঙ্গদা। ওলো! ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। সে মুখ ছেড়ে কি আর এখন এই সব মুখ দেখতে ইচ্ছা হয়? ও আর কারও বুঝতে বাকী থাকে না। তর্কে কি প্রাণ বোঝে?

প্রিয়। যখন দোষ করেছি, তখন যা পার বল। আমি কিন্তু একবর্ণও মিথ্যা বলিনি। বললে বিশ্বাস করবে না; তাঁকে এখন দিনান্তে হয়তো একবার দেখতে পাই; কোন কোন দিন তাও দেখা পাই না।

চিত্রাঙ্গদা। আর বলিস্‌নে থাম্। হ্যাঁ, ভাল কথা; তোর তাঁকে মনে পড়ে?

প্রিয়। কাকে বল না?

চিত্রাঙ্গদা। মরণ নেই তোমার? তৃতীয় পাণ্ডবে, এইবার বুঝেছ ত?

প্রিয়। তাই বল। হ্যাঁ, কিছু কিছু মনে হয়। সেই হুলোবেড়ালের মত গোঁফ জোড়াটা দুলিয়ে যখন তোমাকে চুমু—

চিত্রাঙ্গদা। (প্রিয়ার মুখে হস্তার্পণে) স্বভাবটী যে তেমনই আছে। যাক্, সকলের আসবার আগে, তুই একখানি গান কর। অনেকদিন তোর মুখে গান শুনিনি।

প্রিয়। আমার মুখে কি এখন আর গান ভাল লাগবে? যাক্, বলছ—গাই।

গীত।

মনে কি পড়েছে হে! এতকাল পরে, কাঙ্গালিনী বলে স্বামী।
ওগো অন্তর্য্যামী! আজি ওগো অন্তর্য্যামী॥
ও বিধু বয়ানি স্মরণ করিয়া, বেঁধেছিনু আমি বুক।
হৃদে ছিলে নাথ! সেই ভাল ছিল, পেয়েছিনু কত সুখ॥
আমি চাহিনি বাহিরে, অন্তরে অন্তরে, পূজেছি দিবস যামী।
ওগো অন্তর্য্যামী! শুন ওগো অন্তর্য্যামী॥
তুমি নহ হে নিঠুর দেবতা আমার! তোমার বিজয় গান।—
গেয়েছি সতত, ভরিয়া গিয়াছে, ক্ষুদ্র রমণী-প্রাণ॥
তবে আসিলে যখন, হৃদি সিংহাসন, পাতা আছে, বস' স্বামী।
ওগো অন্তর্য্যামী! প্রভু আমার অন্তর্য্যামী॥

চিত্রাঙ্গদা। প্রিয়! তুই রমণীকুলের শিরোমণি। এত পতিভক্তি, তোরে কে শিখালে প্রিয়?

বভ্রুবাহনের সহিত অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। রাণী! তোমার সখী গাচ্ছিলেন, নয়? আমি দূর হতে সব শুনেছি। বেশ গান।

চিত্রাঙ্গদা। আপনার বভ্রু যে এ বিষয়ে এঁরই শিষ্য। বাবা! তুমিও এই সময়ে একখানি গান শুনিয়ে দাও। লজ্জা কি? গাওত বাবা!

বভ্রু। আমার এখন ও আসবে না।

প্রিয়। সে কি? লজ্জা করতে আছে? তোমার মা বল্‌ছেন, আপত্তি করতে আছে?

বভ্রু। খারাপ হলে কিন্তু আমার দোষ নাই।

গীত।

আমি পূজিব তোমারে, ওহে পীতবাস! চাহি না হে কোন দান।
যা দিয়েছ প্রভু! যথেষ্ট আমার; হৃদে থাক হয়ে মূর্ত্তিমান॥
(আমি) নয়ন মুদিয়া হেরিব শ্রীরূপ,
হ'কনা তাহাতে নিখিল বিরূপ,
চাহিনা রাজ্য হে পূত-পূজ্য! তোমাতে স'পেছি প্রাণ।
মায়ামোহ ঘোরে ঘুরায়োনা মোরে. ভেঙ্গনা দীনের ধ্যান॥
এক মাত্র ভবে তুমিই সত্য,
তোমা বিনে দেখি সকলই অনিত্য;
হে ব্রজ মোহন! রাধিকারমণ! গাই তব গুণগান।
দাও বল হৃদে, ফেলনা প্রমাদে; প্রার্থনা নাহি আন্॥

অর্জ্জুন। ঠিক হয়েছে। যেমন গুরু, তার শিষ্যও তদ্রূপ হয়। তোমরা উভয়েই সখা শ্রীহরির কৃপা প্রাপ্ত হও।

অদূরে ধীরে ধীরে অরিজিতের প্রবেশ।

প্রিয়। আমি এখন আসি, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

[প্রণামান্তে প্রস্থান।

অর্জ্জুন। এত শীঘ্র গেল কেন?

বভ্রু। অরিমামা এসেছেন কিনা—তাই।

অরিজিতের প্রবেশ।

মামা! ঐ দেখুন, সব প্রস্তুত করে রেখেছি। আমার অস্ত্র শিক্ষা দেখ্‌তে পিতার সাধ হয়েছে। আসুন দেখাই।

অরি। (অর্জ্জুনকে প্রণামান্তে) আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত?

অর্জ্জুন। হ্যাঁ বীরবর! শ্রীহরির কৃপায় সব মঙ্গল। আপনার হস্তে আমার বালক বভ্রুকে স্বর্গীয় মহারাজ অর্পণ করে গিয়েছেন। এ তাঁরই উপযুক্ত কার্য্য হয়েছে। আপনিই সুযোগ্য অভিভাবক! ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আপনার স্ত্রীও সাক্ষাৎ দেবী মূর্ত্তি। তাঁর শীলতায় আমি বড়ই প্রীত হয়েছি।

অরি। শুনলাম, আপনি বভ্রুর অস্ত্রশিক্ষা দেখতে অভিলাষী। ওত আমাকে কাল থেকে অস্থির করে তুলেছে। আমার ন্যায় ক্ষুদ্রব্যক্তি জগজ্জয়ী ধনঞ্জয়কে কি অস্ত্র খেলা দেখাবে?

অর্জ্জুন। বিনয়ী ক্ষত্রিয় বীর! তাতে কোন কুণ্ঠার কারণ নাই। আপনি অস্ত্র চালনা করুন, দেখি বালক কিরূপে নিবারণ করে।

অরি। যখন আপনার আদেশ, তখন তাই হ'ক। (কৃপাণ লইয়া) এস বভ্রু!

(পিতা মাতা ও গুরু অরিজিতের পদধূলি গ্রহণে বভ্রুবাহনের অস্ত্র উন্মোচন ও উভয়ের অস্ত্র চালনা)

অর্জ্জুন। বীরবর! আপনার শিক্ষা কৌশল অতি সুন্দর! গুরু দ্রোণাচার্য্য ব্যতীত, এমন শিক্ষা বোধ হয় কেউ দান করতে পারেন না।

(অরিজিত ও বভ্রু উভয়ে অস্ত্র চালনা নিরস্ত করিলেন)

অরি। আমাকে লজ্জিত করবেন না, আমি অতি ক্ষুদ্র।

অর্জ্জুন। না, না, আপনি মহাবীর! মহাযোদ্ধা! আপনি শুধু এই মণিপুরের নয়, সমগ্র ভারতের ক্ষত্রিয় গৌরব। সত্য কথাই বলেছি, বভ্রু আপনার কৃপায় আমার মুখোজ্জ্বল করবে।

চিত্রাঙ্গদা। দাদা, এইবার পুরী মধ্যে চলুন। কিছু জলযোগ করে গৃহে যাবেন। চল বাবা, সকলেই পুরী মধ্যে যাই। প্রিয়, এতক্ষণ সব প্রস্তুত করে রেখেছে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নাগাপল্লী।

নাগাগণ ও মর্দ্দু সর্দ্দার।

১ম নাগা। সর্দ্দার! সো দুষমন নাকি সেনাপতি ঘরে আছে?

২য় নাগা। তু কি তাহারে দেখলি?

৩য় নাগা। সে অবধুঁ তায় ধরা বাঁধিয়ে দিচ্ছেনা?

মর্দ্দু। সব বল্‌ছি, শুন্। খোকা রাজা বভরুর বাপ যে তক্ আসলো, সে তক্ সে কুথা চলি গেল, কেউ দেখছে না। অবধুঁক তাল্লাস না পাইল। শুন্‌ছি, সেন্নাপতি সো দুষমন সাথে সাঙ্গাতি কর্‌ছে।

১ম নাগা। তুঁ কুথা শুনলি?

মর্দ্দু। খোকা রাজ্জার বাপ আসলো শুনে, হামি দেখতে গেল। দুতিন রোজ হুঁই থাক্‌ল। একরোজ খোকা রাজার কাছে শুন্‌ল। হামি বল্‌লে, সে দুষমণ। সেন্নাপতির্ বড্‌ডি গোঁস্সা হইল। অবধুঁরে তল্লাস কর্‌ল, পাইল না।

২য় নাগা। রাজ্জা বভরুর বাপ্ কেমোন বটেরে? এখনো সিথা আছে?

মর্দ্দু। নারে ভেইয়া, সে ঘর গেল। বড় বীর সে। কি জোয়ান রে? আচ্ছা কাঁড় ধরছে। হামি চাল্লাতি পার্‌ল না। লে, তুরা সব্ নাচ্ গান্ লাগা। চুপ চাপ্ ভালা লাগছে না।

নাগাদের গীত।

ভাল্লা সর্দ্দার ভাল্লা, ভাল্লা সর্দ্দার ভাল্লা।
ফুর্ত্তি লাগ্ গাই দে মহুয়া, জাল্লাঁ সর্দ্দার জাল্লা॥
কাড়া পিটুবে, ঝাঁঝর বাজবে, ঝুমুর ঝুমুর ঝাঁ,
বহুরী নাচবে, তব্ ত হোঁবে, কলিজা কর্ছে খাঁ খাঁ,
তুরন্ত্ মহুয়া লে আঁয়, হোঁ, হোঁ, হোঁ—
দেখবি্ দিবে ঝট্ পট্ পিঁয়ে, কেমন নাচ্ ক পাল্লা॥

ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে দীনবেশে উলুকের প্রবেশ।

মর্দ্দ্। আরে উল্লুক ভেঁইয়া! তুক' এ হাল-কেনেরে?

উলুক। আর এ হাল কেন? পাঁচ বেটায় রাজার কাণ ভাঙ্গ্চি দিয়ে, আমার চাকরীর মাথা খেয়েছে। ঐ রাজবাড়ীতে বুড়ো রাজার আমল থেকে চাকুরী করে বুড়ো হয়ে গেলাম; এখন কিনা আমাকে জবাব দেওয়াল? এটা কি ধর্ম্মে সইবে? দেখ দেখি সর্দ্দার আমার অবস্থা। কেউ আর এক মুঠো অন্ন দেয় না। তাই ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেড়াচ্ছি; দেখি বিদেশে গেলে যদি কোনরূপে পেট চলে।

মর্দ্দ্। দুখ্ করিস্ না উল্লুক ভেঁইয়া। হামি তুঁকে খাওয়াবে, তুঁ হামার ঘরে থাক। পিঠা দিব খাবি—আউর বড়া বড়া বরা মারে দিব—হরিণ মারে দিব তু খাবি।

উলুক। তা মন্দ হবে না। পিঠা আর হরিণের মাংসই দিও সর্দ্দার, তবে শূয়ারে আর কাজ নেই।

মর্দ্দ্। কেন রে? বন-বরা বড়া বড়া ক্ষেত্রী লোক খায়, হামি দেখছে; তু খাবি না কেন?

উলুক। না সর্দ্দার, আর এই বুড়ো বয়সে শূয়োর খাইও না। তোমার মঙ্গল হ'ক্। আজ আমার বড় বেটার কাজ ক'র্‌লে। কোন ক্ষেত্রী একটু স্থানও দিলে না! তোমরা বন্য পাহাড়ী জাতি, তোমাদের যে প্রাণ আছে; তা আমাদের ক্ষেত্রীর নেই।

মদ্দ্। কি বসছিস্ তুঁ?

উলুক। ঠিক বলেছি বাবা। যখন রাজবাড়ী চাকরী কর্‌তাম, তখন কত বেটা এসে, আত্মীয়তা করত; আর যেই চাকরীটা গিয়েছে, সেই তারাই আর মুখটা ফিরিয়েও দেখ্‌ল না। কত জনের কত উপকার করেছি; কতজনকে রাজদণ্ড হতে বাঁচিয়েছি; এখন আর সে সব কথা কারও মনে হল না। হায়রে! কি কলিকালই এল।

সত্যের প্রবেশ।

সত্য। অতি সত্য কথা। কলিতে এখন যার যত উপকার কর্‌বে, সেই তত অপকার কর্‌বে। ক্ষেত্র এখন এমনই দাঁড়াচ্ছে। দশের আজ কাল সে মতিও নাই, সে ধর্ম্মও নাই। প্রত্যুপকার কথাটা, এর পর কেবল পুঁথিতেই লেখা থাকবে—কার্য্যত কেউ কর্‌বে না। পরোপকার করাও শেষে লোকে ভুলে যাবে।

মর্দ্দ্। কে অবধুঁ বাবা? তু কুথা গিছলি? কেত্তো রোজ তুকে হামি খুঁজল। ভালা আছিস তু?

উলুক। (কাঁপিতে কাঁপিতে স্বগতঃ) ও বাবা! এযে সেই 'হুস্'। দোহাই শঙ্কর! যেন অপঘাতে প্রাণটা না হারাই। এযে দেখছি ঘুরে ফিরে যেখানে যাই, সেইখানেই হাজির হয়। পেয়ে বসেছে দেখছ। কি বরাতের ফের, ক্ষেত্রী দৈত্য হয়ে গাছে গাছে বেড়াব নাকি? (কম্পন)

১ম নাগা। এ উল্লুক ভেইয়া! থর্ থর্ কাঁপছিস্ কেনে?

২য় নাগা। এ উলুক, তুহার কি হইল রে!

উলুক। আর কি হল? যা হবার নয়, তাই হল। অপঘাত, অপঘাত॰। হায়! হায়! মরেছি, এইবার মরেছি। (কম্পন)

২য় নাগা। এ সর্দ্দার! দেখ্, উল্লুকের ভল্লুক পারা বিমার লাগ্‌ছে।

মর্দ্দ। কি রে উল্লুক! তুঁক কি হইল? কাঁপছিস্ কেনে?

উলুক। আর কাঁপছিস্ কেন? রোগে কাঁপাচ্ছে যে! দেখছ না, সম্মুখে "হুস্"। তুমি নয় চেলা হয়েছ, মন্তর, তন্তর জান। আমাকে যে একেবারেই 'হুস্' পিছন নিয়েছে, আর কি রক্ষা আছে? (কম্পন)

মর্দ্দ্। এ অবধুঁ বাবা! এ কি বলছে? তুক ডর্ করছে, তাক্ লাগে।

সত্য। সর্দ্দার! এ প্রকৃতই আমাকে দেখে ভয়ে অমন করছে, অথচ আমি এর কিছুই করিনি।

উলুক। (কাঁপিতে কাঁপিতে) করেও কাজ নেই বাবা। আমি তোমাকে জোড়া পাঁঠা দিয়ে পূজা দেব। আমার পিছনে যেন আর লেগ না। দোহাই তোমার! এ বুড়ো মারলেই, খুনের দায়ে পড়বে।

সত্য। কি বলছ উলুক? আমা হতে তোমার কোন ভয় নেই। আমি অপদেবতা নই—আমি তোমারও বন্ধু। যদি তুমি সত্যপথে চল, তাহলে তোমাকে আবার উচ্চপদ দেওয়াব।

উলুক। আর পদ বাড়িয়ে কাজ নেই। ছিলাম রক্ষী সর্দ্দার, তারপর উল্লুক—এখন আবার ভিখারী। ত্রিপাদ হয়েছে, আর চতুষ্পদ করতে হবে না। দয়া করে রেহাই দাও, তোমাকে জোড়া পাঁঠা দেব, সত্য বলছি।

সত্য। আচ্ছা, তাই হবে। তোমার কোন ভয় নাই, তুমি সর্দ্দারের কাছে বিশ্বাসী হয়ে থাক, তাইতে সুখে থাকবে।

উলুক। ঠিক থাকব বাবা। আজ হতে সর্দ্দার আমার বাবা।

মর্দ্দ্। থাম্ উল্লুক! হামি তুক বাপ্ না হোবে। বুড়াকো বাপ কোন্ হোবে? এঃ! তুরা সব ইহাকে কুঁড়িয়ায় লিয়ে যা।

নাগাগণ। আচ্ছা সর্দ্দার! এ উল্লুক! আ যা।

[উলুককে লইয়া নাগাদের প্রস্থান।

সত্য। সর্দ্দার! তোমাদের সব কুশলতো?

মর্দ্দ্। হ্যাঁ অবধুঁ বাবা, তুঁক দোয়া।

সত্য। সর্দ্দার! সেই মহাপাপী কলি, তোমাদের রাজার সেনাপতিকে আশ্রয় করেছে। রাজ-পিতার আগমন কালে কোথায় লুকিয়ে ছিল; কিন্তু যেই তিনি চলে গিয়েছেন, অমনি আবার এসে সেনাপতিকে বশীভূত করেছে! না জানি কি সর্ব্বনাশ ঘটায়।

মর্দ্দ্। এখন কি হোয় বাবা?

সত্য। ভগবানের ইচ্ছায়, যা হবার তাই হবে। তুমি, আমি তা কেমন করে রোধ করব? কালচক্র ঘূর্ণিত হচ্ছে, সে গতি কে ফিরাবে?

গীত।

কে ফিরাবে কালের গতি?
যুগের পর যুগ বয়ে যায়,
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর কলি সম্প্রতি।
গর্জ্জে সিন্ধু তুলি তরঙ্গ, বিপাকে যেতে হয় বা ভঙ্গ,
কর্ণধার সামাল সামাল,
হাল ছেড় না, হয়ে বিহ্বল মতি॥

সার কর এখন গুরুবল, কৃপায় তাঁর ফলবে সুফল,
কুল পাবি স্থির, ঝড় তুফানে;
কালের ফেরে তোর কি ভীতি ?

সত্য। সর্দ্দার! সত্যকে ধরে থাক, কোন ভয় নাই। আমি আসি। [প্রস্থান।

মর্দ্দু। অবধুঁ বাবা, পাগলার মতো কি বোলে, সব বুঝতে পারে না। বড়া উচ্চা আদমী। ধরম্ ছেড়ে কুচ্ছু চায় না। ভাল্লা, উকো কথা হামি শুনবে। ধরম রাখবে—জান দিয়ে ধরম রাখবে।

[প্রস্থান।

উলুকরামের পুনঃ প্রবেশ।

উলুক। এ কি! সর্দ্দার কোথায় গেল? তাকেও হুস্ কর্‌লে নাকি? এতো বড় বিপদ দেখতে পাই। সকলেকেই ভূতে পাবে নাকি? ভদ্রলোকত মাটী হয়েই গিয়েছে, আর এই ছোট লোকরাও উড়বার জোগাড় কর্‌ছে। এইবার পাখা উঠে আর কি? ঘাড়ে ভূত চাপলেই সর্ব্বনাশ! নাঃ! ধর্ম্মেরতো আর জোর নেই, কাজেই ভূতের উপদ্রবে দেশ ছেয়ে ফেল্‌ল। বুড়ো বয়সে আর কতই দেখবো! পোড়া পেটের জন্য আমাকে বুনোদের অন্নদাস হতে হয়েছে! এদের জাতের কিন্তু বেশ একতা আছে; আপন ধর্ম্মে অগাধ বিশ্বাস। আমাদের যে ঐ ধর্ম্ম বিশ্বাস হারিয়ে যাচ্ছে। ভূত ঘাড়ে চাপলে কি আর কাউকেও দেখে, না ধর্ম্মা-ধর্ম্ম জ্ঞান থাকে? কলির মাহাত্ম্য যাবে কোথায়! যাই দেখি সর্দ্দার হুস কর্‌ল কি না।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—অরিজিতের বহির্ব্বাটী।

অরিজিত ও কলি।

কলি। এতে কোন অধর্ম্ম নেই। বেশ করে বুঝে দেখ। বৃদ্ধ চিত্রবাহন, তোমাকে আশা দিয়ে নিরাশ করেছে। কুকীরাজ পদে বরণ করে অপমান করতেও ক্রটী করে নি। আবার কেমন ধূর্ত্ত দেখ; মৃত্যুকালে ধর্ম্মের ভাণ দেখিয়ে তোমাকে শপথ করিয়ে নিয়েছে। আমি যদি তখন থাক্‌তাম, তাহলে কি হতে দিতাম?

অরি। সখা! ধরলুম তোমার কথা সব সত্য। তোমার কথায় বভ্রুকে বিতাড়িত বা 'বধ করে, মণিপুর সিংহাসন অধিকার কর্‌লাম; কিন্তু কিরীটী যখন এই কথা শুন্‌তে পাবেন, তখন তাঁর ক্রোধ হতে কে রক্ষা করবে?

কলি। তার জন্য কোন চিন্তা নাই; আমি তোমার কাছ হতে প্রবাসে গিয়ে, সব সন্ধান নিয়ে এসেছি। অর্জ্জুন ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হওয়ার পর, এর মধ্যে অনেক ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। দুর্য্যোধন ছল করে পাণ্ডবদের পাশা খেলার জন্য একদিন কুরু সভায় নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সব কেড়ে নেয়। শেষে অপমান করে তাদের বিষম সর্ত্তে বনবাসী করেছে। এখন তারা দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস সমাপ্ত করে এসে, রাজা দুর্য্যোধনের কাছে রাজ্যভাগ প্রার্থনা কর্‌বে। দুর্য্যোধন কিছুই দেবেনা; তখন রাজ্য ভাগ নিয়ে কুরুপাণ্ডবে যুদ্ধ বাধবে—এ স্থির জেন।

অরি। সে কি! ঘরে ঘরে কুরুপাণ্ডবে যুদ্ধ? ভায়ে ভায়ে যুদ্ধ! এও কি সম্ভব?

কলি। কলিতে আবার অসম্ভব কি আছে? বিষয়ের জন্য এখন সকলেই সব কাজ করবে! ভোগই মোক্ষ। ভোগের জন্যই লোকে স্বর্গ কামনা করে; সেই ভোগেই যদি ইহকালে কেউ বঞ্চিত হয়, তাহলে আর পরকালের মুখ চাইবে কেন? আর এ রাজনৈতিক ব্যাপারে; উৎকোচ, প্রবঞ্চনা, হত্যা, এ সব পাপ বলেই গণ্য হতে পারে না। কোন রাজা বলবান হলেই, পর রাজ্য জয় করতে যায় কেন? তাতে কি তাদের পাপ হয়? তোমারও কোন পাপ হবে না, তুমি বভ্রুকে তাড়িয়ে বা বধ করে, আপন পথ দেখে নাও। এ সিংহাসনে তুমি না বসলে কি মানায়? সৈন্যেরাও যখন তোমার বশীভূত, তখন আর চিন্তা কি?

অরি। শেষে পাণ্ডবদের হাতে রক্ষা পাব কি করে?

কলি। কি বিপদ; তারা কি আর ঐ যুদ্ধে বাঁচবে ভাবছ? ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণের, হাতে তাদের মৃত্যু স্থির। একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি দুর্য্যোধনের ক্রোধে, তারা ছাই হয়ে উড়ে যাবে। আগে তারা আপন প্রাণ বাঁচাক, তারপরতো পরকে দেখবে? কিছু ভেবনা, কার্য্যে অগ্রসর হও, আমি তোমার সহায়। কেউ তোমার কোন অনিষ্ট করতে পারবে না, তুমি বভ্রুকে তাড়াও।

বেগে প্রিয়ম্বদার প্রবেশ।

প্রিয়। তা ছিতেই হতে দেব না। আমি অন্তরাল হতে সব শুনেছি। কার সাধ্য বভ্রুকে বধ করে অথবা মণিপুর সিংহাসন অধিকার করে!

কলি। (স্বগতঃ) গোল বাধায় দেখছি। সব ষড়যন্ত্র ফেঁসে যায় দেখছি।

অরি। তুমি এখানে কেন? অন্তঃপুরে যাও। পুরুষের কার্য্যে নারীর হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

প্রিয়। উচিৎ নয়? তবে এ সংসারে উচিত কি আছে? নারী ও পুরুষের তাহলে সম্বন্ধই বা কোথায়? শাস্ত্রে স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী ও সহ-ধর্ম্মিণী বলে কেন? আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী; কোন মতেই তোমাকে অধর্ম্মে পতিত হতে দেব না।

কলি। সখা! ইনি বুঝতে পারছেন না। আপনি রাজা হলে যে, উনি রাণী হবেন, তা ভাবছেন না।

প্রিয়। স্বামীন! অন্যকে বলতে হবে কেন? আমি বেশ জানি যে, আপনি রাজা হলে আমি রাণী; আপনি ভিখারী হলে, আমি ভিখারিণী। তাই বলে, এরূপ মহাপাপ করে রাজাসন লাভে কি হবে? মনে করে দেখুন, বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু শয্যা পার্শ্বে, আপনি কি প্রতিজ্ঞা করে-ছিলেন। যিনি আপনাকে শৈশবকাল হতে প্রতিপালন করে, রাজার শ্রেষ্ঠ পদ দান করেছেন; যাঁর কৃপায় আজ আপনি জগতের চক্ষে উন্নত; যিনি অগাধ বিশ্বাসে বালক বভ্রুকে, আপনারই হস্তে অর্পণ করেছেন; তাঁর কথা বিস্মৃত হবেন না। এতে ধর্ম্ম নাই; এ ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা, এ মহাপাপ।

অরি। তার জন্য তোমাকে চিন্তিতা হতে হবে না। নারী! অবাধ্য হয়ো না। আমার ধর্ম্ম আমি বেশ বুঝি! বৃদ্ধ চিত্রবাহনের চাতুরী, জানতে বা বুঝতে আর আমার বাকী নাই। এ রাজ্যে সকলেই জানে বৃদ্ধ আমাকে ধর্ম্মপুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। সরল প্রাণে আমি যে তাঁর অন্তিম কাল পর্য্যন্ত সেবা করে এলাম; তার কি উপযুক্ত দান প্রাপ্ত হয়েছি? এত দিনে তাঁর প্রতারণা প্রকাশ হয়েছে। সত্য কখন গোপন থাকে না।

প্রিয়। সত্যই তাই; কিন্তু এ ধারণা আপনার ভুল। তিনি দেবতা, দেবলোকে গিয়েছেন। তাঁর কার্য্যে দোষারোপ করবেন না। দুষ্ট জনের কথায় ভ্রমে পতিত হয়ে পাপের পথে অগ্রসর হবেন না। বভ্রু আপনার শিষ্য; সে আপনাকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করে। তার অকল্যাণ করতে গেলে, কখন ধর্ম্মে সহ্য হবে না।

অরি। নারী! তোমার ধৃষ্টতা ক্রমেই বর্দ্ধিত হচ্ছে দেখছি! এখনও সাবধান করছি, অন্তঃপুরে যাও।

কলি। আহা সখা! কর কি? স্ত্রীলোকের সঙ্গে বচসা কেন? মূর্খতাই বেশী সময় নারীদের আত্মহারা করে। এ দোষ শতবার মার্জ্জনীয়।

প্রিয়। শোন স্বামী! আমি যাচ্ছি; কিন্তু এখনও বিনয় করে বলছি, দুষ্টের পরামর্শে মহাপাপে লিপ্ত হয়ো না। এ ষড়যন্ত্র গুপ্ত থাকবে না। আমি না বললেও বাতাসেও তোমাদের এই পাপ কাহিনী শুনেছে সেই সকলকে বলে দেবে। উপরে ঈশ্বর আছেন, তিনি সব দেখেছেন, সব শুনেছেন; তাঁকে লুকাতে পারবে না। তাঁর বিচারে কখন সুফল লাভ করতে পারবে না। দুষ্টসঙ্গ ত্যাগ কর; নারী বলে অবহেলা করো না। জেনো—এখনও ধর্ম্ম আছে।

[প্রস্থান।

অরি। সখা! তুমি এতে ক্ষুণ্ণ হয়োনা। আমি যেরূপে হ'ক্ একে এখন নির্জ্জন ঘরে আবদ্ধ করে রাখছি। কারো সঙ্গে যাতে আলাপ করতে না পায়, তার ব্যবস্থা অচিরেই করছি। যেরূপেই হ'ক, উপস্থিত এ কথা গোপন রাখতেই হবে।

কলি। যা ভাল বোধ কর। এতে আর আমি কি বলব? তোমার স্ত্রী, কাজেই আমাকে এখন নীরব থাকতে হল। অন্য কেউ

হলে, তার প্রতিবিধান কর্‌তুম। ওঁর সঙ্গে আমার আর তর্ক করা চলে না।

গম্ভীর সিংহের প্রবেশ।

গম্ভীর। কি বৎস! সব মঙ্গল? প্রিয়কে একবার দেখতে এসেছি, ভিতরে আছেতো?

অরি। আছে, কিন্তু এখন আপনার সেখানে যাওয়া হবে না।

গম্ভীর। এর কারণ? পিতা কন্যার কাছে যাবে, তাতে—

অরি। তাতে আপত্তির কারণ সময়ে সময়ে হতে পারে। যা বল্‌ছি, আপনাকে তা শুনতে হবে। আপনি তার পালক পিতা; আমার আর ইচ্ছা নয় যে, আপনি আমার অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন।

গম্ভীর। ক্রুদ্ধ হচ্ছ কেন অরিজিৎ? আমি তার পালক পিতা হলেও, আপন পিতার অপেক্ষা কম নয়।

অরি। দেখুন, বৃদ্ধ বলে আপনার অভদ্রতা মার্জ্জনা কর্‌ছি। আমার সম্মান রক্ষা করে কথা বল্‌বেন। জানেন, আপনি মন্ত্রী আর আমি রাজ-প্রতিনিধি?

কলি। ঠিকইত? আপনার বুঝে কথা বলাই কর্ত্তব্য। বৃদ্ধ হয়েছেন, বিশেষ রাজ্যের মন্ত্রী; তাঁকেও কি এ কথা বলে দিতে হয়?

গম্ভীর। শোন অরিজিত! যখন রাজ-সভায় যাবে, তখন তুমি আমার মাননীয়; কিন্তু গৃহে তুমি আমার জামাতা। তোমার এ মত্তত। পরিহার না কর্‌লে, শীঘ্রই বিপদে পতিত হবে। অসাধুর চাটুবাক্যেই তোমার মস্তিষ্ক উষ্ণ হয়েছে। সাবধান হও অরিজিত!

অরি। মন্ত্রীবর! আমি আপনার জামাতা পরিচয়ে, নিজেকে লজ্জিত কর্‌তে অনিচ্ছুক। আর আপনারও এমন স্পর্দ্ধা করা উচিত নয়। যাক্, দৌবারিক!

দৌবারিকের প্রবেশ।

দৌবারিক। আজ্ঞা করুন।

অরি। অন্তঃপুরের দ্বাররুদ্ধ কর। এস সখা উদ্যানে যাই।

[কলিকে লইয়া অরিজিতের প্রস্থান।

দৌবারিক। মন্ত্রীবর, আমার অপধাধ গ্রহণ করবেন না, আমি প্রভুর আজ্ঞাবহ্।

[প্রস্থান।

গম্ভীর। এ লোকটা কে? এত' এ রাজ্যের লোক নয়। আকৃতি দেখে যেন ভাল বলে বোধ হল না। এর মনের মধ্যে কি যেন একটা দুরভিসন্ধি আছে। চাটুবাক্যে, অরিজিতকে বশীভূত করেছে। কোন আগন্তুক এসে যে তাকে সখা বলে করতলগত করেছে, তাত এতদিন জান্‌তে পারিনি, প্রিয়ও তো সে কথা বল্‌লে না। তখন হতেই যেন অরিজিতের কেমন একরূপ ভাব দেখেছিলাম। কিন্তু তখন ভাল করে লক্ষ্য করিনি। এখন দেখতে হচ্ছে এ লোকটা কে! এরই পরামর্শে ও কুসঙ্গে, অরিজিত এখন মদগর্ব্বে স্ফীত! আমার চিন্তা কেবল প্রিয়র জন্য। অন্তঃপুরে প্রবেশের পথ রুদ্ধ কর্‌তে বলে গেল! ওঃ এতদূর অধঃপতন! (চিন্তা) যাক্, এর প্রতিবিধান কর্‌তেই হবে। এখন যাই। প্রিয়! তোর জন্যই এই অপমান সহ্য কর্‌লাম—কেবল তোর জন্য।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজবাটী—চিত্রাঙ্গদার কক্ষ।

একাকিনী চিত্রাঙ্গদা আসীনা।

চিত্রাঙ্গদা। আজ তিন বৎসর অতীত হল, প্রিয়তম পার্থ মণিপুর হতে চলে গিয়েছেন। শুনলাম, মহারাজ যুধিষ্ঠির ইতিমধ্যে রাজসূয় যজ্ঞ করেছেন। তাতে মহাবল মধ্যম পাণ্ডব বৃকোদর পূর্ব্বদিক, আমার স্বামী সব্যসাচী উত্তরদিক, মহামতি নকুল দক্ষিণ এবং বীরবর সহদেব পশ্চিমদিক জয় পূর্ব্বক পৃথিবীর রাজন্যবর্গকে পরাস্ত ও বশীভূত করে, করগ্রহণ করতঃ নৃপতিগণকে সভায় আনয়ন করে, যজ্ঞ সুসম্পন্ন করেছেন। যদি তিনি উত্তর জয়ে না গিয়ে, পূর্ব্বদিক জয়ার্থে আসতেন, তাহলেও আর একবার তাঁর চরণ সেবা ক'রে ধন্যা হতাম। বিধাতার যে সে ইচ্ছা নয়। জীবনে শ্বশুরালয় কেমন, তা দেখতে পেলাম না। দেবী কুন্তীরও চরণ বন্দনা ক'রে, জীবন সফল করতে পারলাম না। হায় শঙ্কর! এই দুঃখিনীর প্রার্থনা কি পূর্ণ হবে না?

[সহসা দৈববাণী শ্রুত হইল।]

"শীঘ্রই সাধ পূর্ণ হবে। সতীনাথই সতীর সাধ পূর্ণ করেন।"

চিত্রাঙ্গদা। ও কি! কে এ কথা বললে? কেউ ত এখানে নাই! তবে কি এ দৈববাণী? জয় সতীপতি শঙ্কর! জয় সতীপতি শঙ্কর! ও কি! ও বালকটী রোদন করতে করতে আসছে কে! ওকি! অরিদাদার ছেলে নয়? সেই তো।

অধিক্ষিতের প্রবেশ।

অধিক্ষিৎ। মাসী মা! মাসী মা! আমাকে বাড়ীতে ঢুক্‌তে দিলে না। (ক্রন্দন)

চিত্রাঙ্গদা। কেঁদনা, চুপ কর। কে ঢুক্‌তে দিলে না?

অধিক্ষিৎ। তা জানি নে। (ক্রন্দন)

চিত্রাঙ্গদা। আচ্ছা, তুমি চুপ কর, আমি তোমাকে তোমার মার কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অধিক্ষিৎ। আমার খিদে পেয়েছে বাড়ীতে গেলাম; দেখলুম দরজা বন্ধ। ডাকলুম—কেউ খুলে দিলে না।

চিত্রাঙ্গদা। তার জন্য কান্না কেন? আমি তোমাকে খেতে দিচ্ছি, যত পার খাও। দাসী! দাসী!

দাসীর প্রবেশ।

দাসী। কি মা?

চিত্রাঙ্গদা। অধিক্ষিৎকে রন্ধনশালায় নিয়ে যা আর পাচিকাকে বল যে, একে বেশ যত্ন করে যেন খাওয়ায়। ক্ষীর, লাড়ু, যা পারে খেতে দিতে বল্। যাও বাবা! তুমি পেট ভরে খেয়ে এস, তারপর বাড়ীতে পাঠিয়ে দেব।

অধিক্ষিৎ। মাসী মা! তুমি মাকে খুব বকবে ত?

চিত্রাঙ্গদা। তা আর বল্‌তে? তাকে খুব শাসন কর্‌ব; তুমি এখন খেয়ে এস।

দাসী। আসুন কুমার! (অধিক্ষিতকে লইয়া দাসীর প্রস্থান)

চিত্রাঙ্গদা। অরিদাদার অন্তঃপুরের দ্বারবন্ধ, এর কারণ কি? বালক নিশ্চয় কত ডেকেছে, তথাপি প্রবেশ করতে পারিনি। প্রিয় কি তবে

মন্ত্রীর গৃহে বেড়াতে গিয়েছে? তাহলে কি বালককে গৃহে রেখে যেত? তাত হতে পারে না। কেমন কেমন সন্দেহ হচ্ছে।

বেগে বভ্রুবাহনের প্রবেশ।

বভ্রু। মা! মা! অরিমামার বহির্ব্বাটীতে তাঁর সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেলাম; তিনি কোথায় গিয়েছেন শুনে, অন্তঃপুরে প্রিয় মাসীর সঙ্গে দেখা করতে যাব.মনে করে গিয়ে দেখি, অন্তঃপুরের দ্বারবন্ধ। অনেক ডাকলাম, কেউ সাড়া দিলে না। অরিমামা নাই, মাসীমার উত্তর নাই, এর অর্থ কি তাত' বুঝতে পারলাম না। অধিক্ষিৎ একটু আগে আমার কাছে খেলা কর্‌ছিল, সে ক্ষিদে লেগেছে বলে বাড়ী এল; তারও কোন সাড়া শব্দ পেলাম না। মাসী মা কি এখানে এসেছেন?

চিত্রাঙ্গদা। বল্‌ছি বস'। না, আগে একবার বৃদ্ধমন্ত্রী গম্ভীর সিংহকে আমার কাছে ডেকে আনত। (বভ্রুর প্রস্থান)

হঠাৎ মনে কেমন একটা সন্দেহ এল। বভ্রুও প্রিয়র সঙ্গে দেখা করতে পারেনি। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় রহস্য আছে। গতরাত্রে স্বপ্নে দেখেছি, প্রিয়কে অরিদাদা যেন বনবাসে দিয়েছেন। প্রিয়র মুখে তার স্বামীর দুর্ব্ব্যবহারের কথাত কখন শুনিনি, তাই স্বপ্নের কথায় আস্থা স্থাপনও করিনি। আজও তাতে আস্থা নাই, তথাপি যেন কেমন সন্দেহ হচ্ছে।

শশব্যস্তে অরিজিতের প্রবেশ।

অরি। বভ্রু নাকি এখনি আমার বাটীতে গিয়েছিল? বিশেষ কিছু কার্য্য ছিল কি?

চিত্রাঙ্গদা। বসুন। (অরিজিতের উপবেশন) আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব কি?

অরি। একি কথা? এত সঙ্কুচিতা হবার কারণ কি?

চিত্রাঙ্গদা। দাদা! আপনার অন্তঃপুরের দ্বার অসময়ে রুদ্ধ হবার কারণ কি?

অরি। সে কি! আমি ত তা ঠিক বল্‌তে পারি না। বহির্ব্বাটীতে গিয়ে শুনলাম, বভ্রু ব্যস্ত হয়ে আমার কাছে গিয়েছিল; না দেখে ফিরে এসেছে, তাই আমি এখনি জানতে এসেছি। অন্তঃপুরের দিকেত আমি যাইনি। আমি বরাকতীরে একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম; ফিরে এসেই এই ঘটনা শুনলুম। (স্বগতঃ) বেশীক্ষণ এখানে থাকা হবে না, কোন সন্ধান পেয়েছে না কি?

চিত্রাঙ্গদা। দাদা! আপনার আদেশ ব্যতীত অন্তঃপুরে অসময়ে দ্বারবন্ধ হওয়াটা কি সম্ভব?

অরি। অসম্ভবই বা কি? প্রিয়ই যদি কোন কারণে আদেশ করে থাকে, তাওত হতে পারে। আর বভ্রু যদিই বাটীতে প্রবেশ করতে গিয়ে থাকে, তাহলে ডাকলেইত কেউ দ্বার খুলে দিত।

চিত্রাঙ্গদা। ডেকেছিল, খোলা পায় নি। বালক হলেও, সে মণিপুরপতি। তার কথায়, আপনার বাটীর দ্বারবানের কর্ণপাত না করাটায়, কিরূপ বোধ হয় বলতে পারেন? কেবল বভ্রু নয়, আপনার পুত্রও ক্ষুধার্ত্ত হয়ে গৃহে গিয়ে দ্বার খোলা না পাওয়ায় কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে এসেছে।

অরি। কে? অধিক্ষিৎ? কোথায় সে?

বেগে অধিক্ষিতের প্রবেশ।

অধিক্ষিৎ। মাসী মা! খুব পেট ভরেছে। কে? বাবা? দেখ বাবা! আজ আমাকে বাড়ীতে ঢুকতে দেয় নি।

চিত্রাঙ্গদা। এখন বুঝতে পেরেছেন?

অরি। তাই ত! আমি যে এর কিছুই জানি না। আচ্ছা, আমি এখনি গিয়ে এর কারণ জান্‌ছি। তবে এর মধ্যে—(চিন্তা) আচ্ছা, থাক, জেনেই বলছি। ও তবে এখন এখানে থাক্, আমি এখনই জেনে সংবাদ দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

চিত্রাঙ্গদা। (স্বগতঃ) সন্দেহ ক্রমেই বর্দ্ধিত হচ্ছে। আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই, চলে যাওয়ারই বা অর্থ কি? আকৃতি ও মুখের ভাবে যেন বিশেষ উৎকণ্ঠার ভাব দেখলাম। (প্রকাশ্যে) বাবা অধিক্ষিৎ! তোমার বাবা তোমাকে বুঝি আদর করেন না?

অধিক্ষিৎ। মা বলতে নিষেধ করে দিয়েছে যে; আদর করে না। বললে যে মা বকবে! তাইত কাকেও বলিনে। তোমাকেই বা বলব কেন?

চিত্রাঙ্গদা। (হাস্য সহকারে) বেশ, তোমাকে আর বল্‌তে হবে না।

অধিক্ষিৎ। হাসি নয়, আমি কি তা বলি? বাবার বন্ধুকেও বলিনি।

চিত্রাঙ্গদা। তোমার বাবার বন্ধু? সে কি?

অধিক্ষিৎ। তাঁকে দেখনি? কেবল বাহিরের ঘরেই থাকে, আর বাবার সঙ্গে গল্প করে। মা আবার তাঁকে দেখতে পারে না। ঐ জন্যইত বাবার সঙ্গে মার ঝগড়া হয়। তুমি যেন এ কথা কাকেও বলো না।

চিত্রাঙ্গদা। না—আমি কাকেও বলব না। হ্যাঁ বাবা! তুমি গান কর্‌তে শিখেছ?

অধিক্ষিৎ। হ্যাঁ। অনেক গান শিখেছি—শুনবে?

গীত ।

দাদা মশায় দেবে টিয়া, বউকে দেব এনে ।
মেনী বেড়াল ফুল্‌বে রাগে,—
(চিত্রাঙ্গদার হাস্য)

অধিক্ষিৎ ।—তুমি কেবল হাসবে, তবে আমি আর গাইবো না ।

চিত্রাঙ্গদা । না, আর হাসব না, তুমি গাও ।

গীত ।

মেনী বেড়াল ফুল্‌বে রাগে, হাঁড়ী খেয়ে চুরী করে ;
হেসে বউ কুটী পাটী হল, আমার ক্ষিদে পেল—
(চিত্রাঙ্গদার পুনরায় হাস্য)

অধিক্ষিৎ । ঐ যে আবার হাসছ ?

চিত্রাঙ্গদা । না, না, হাসছিনে গাও ।

গীত ।

বউ আমাকে রেঁধে খেতে দিল,
টিয়া অমনি ফুরুৎ উড়ে গেল,
বউ কাঁদতে লাগল, গরুর বাছুর হল—

চিত্রাঙ্গদা । (হাসিতে হাসিতে) বেশ গান ত ?

অধিক্ষিৎ । এখনও তবু শেষ হয় নি ।

সিংহকে লইয়া বভ্রুর প্রবেশ ।

এই যে দাদামশায় ! দাদামশায় ! সেই গান কর্‌ছিলাম, সেই টিয়া আর মেনীর গান ।

গম্ভীর। দাদা আমার! (অধিক্ষিৎকে বক্ষে লইয়া) উঃ দাদা! দাদা! (নীরবে ক্রন্দন)

অধিক্ষিৎ। কাঁদ্‌ছ কেন দাদা! আমার মন কেমন কর্‌ছে। দাদা! দাদা!

গম্ভীর। কি দাদা?

অধিক্ষিৎ। তুমি কাঁদছ কেন?

গম্ভীর। কৈ না। চোখে কি পড়েছিল, তাই জল পড়েছে।

অধিক্ষিৎ। কৈ? দেখি। আমি ফুঁদিই, তুমি তাকাও; এখনি উড়ে যাবে।

চিত্রাঙ্গদা। ওকে আমার কাছে দিন। (অধিক্ষিতকে কোলে লইয়া) প্রিয়র খাসা ছেলে হয়েছে। বভ্রু! একে তোমার ঘরে নিয়ে গিয়ে, ভাল খেল্‌না দাওগে। যাও বাবা, এখন তোমার দাদার সঙ্গে গিয়ে খেল্‌না নিয়ে খেলা করগে। (অধিক্ষিৎকে নামাইয়া দিলেন)

অধিক্ষিৎ। দাদামশায়! যেন চলে যেও না; আমি এখনি আসব।

বভ্রু। বেশ, উনি যাবেন না, তুমি এস।

(অধিক্ষিতকে লইয়া বভ্রুর প্রস্থান)

গম্ভীর। আমাকে ডেকেছ কেন মা?

চিত্রাঙ্গদা। আপনি সুস্থ হ'ন্, বলছি।

গম্ভীর। সুস্থ হব? হাঁা, আমি বেশ সুস্থ আছি, বল।

চিত্রাঙ্গদা। প্রিয় কি আপনার বাটীতে গিয়েছে?

গম্ভীর। এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন মা?

চিত্রাঙ্গদা। আপনি আগে বলুন, সে আপনার গৃহে আছে কি না?

গম্ভীর। কি বলছ মা? আমি—আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না। সে কি অরিজিতের অন্তঃপুরে নাই? সত্যবল, সত্যবল।

চিত্রাঙ্গদা। আপনি উতলা হবেন না; আমিও সে কথা ঠিক জানি না। বভ্রু, কিছু পূর্ব্বে তার সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়ে, অন্তঃপুরের দ্বার খোলা পায় নি; অধিক্ষিৎও প্রবেশ কর্‌তে পারে নি। তাই সংবাদ জানতে আপনাকে গোপনে আনিয়েছি। এ সবের কারণ কি জানেন?

গম্ভীর। এখনও ঠিক বুঝতে পারিনি। আমিও আজ মায়ের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গিয়েছিলাম, অরিজিৎ, অরিজিৎ—উঃ—দাঁড়াও মা, বলছি। (নীরব) এ্যাঁ, কি বল্‌ছিলাম? হ্যাঁ, দেখা করতে দিলে না। কর্কশ ভাষায় তিরস্কার করে দৌবারিককে অন্তঃপুরের দ্বারবন্ধ করতে বলে, তার এক অপরিচিত চাটুকার সঙ্গীর সঙ্গে চলে গেল। আমি—আমি দারুণ ব্যথা বুকে চেপে ধরে ফিরে এসেছি।

চিত্রাঙ্গদা। সে সঙ্গীটী কে? জানতে পেরেছেন কি?

গম্ভীর। না, এখনও পারিনি। তবে সে যে চাটুকার ও তার শনি, তা তখনি জানতে পেরেছি।

চিত্রাঙ্গদা। মন্ত্রীবর! আমি প্রিয়কে দেখতে যাব, আমার সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে। আপত্য কর্‌বেন না; আমি প্রিয়র জীবনে সন্দেহ কর্‌ছি। এখনি যেতে হবে, পারবেন না?

গম্ভীর। কি বলছ মা? আমার মাথা ঘুরছে। তাও কি সম্ভব?

চিত্রাঙ্গদা। বিবেচনার সময় নাই। বলুন, কি করবেন? অরিদাদা এখনি এসেছিল; সেও চঞ্চল হয়ে গৃহে গিয়েছে; আমি কিছু ভাল বুঝছিনে।

বেগে বভ্রুর পুনঃ প্রবেশ।

বভ্রু। মা! অরিমামার বাড়ীর দিকে কি একটা চীৎকার শব্দ পেলাম। আমি দেখে আসব?

গম্ভীর। কি? কোন দিকে শুনলে? প্রিয়র অন্তঃপুরে? মা! মা! আমি যাব।

চিত্রাঙ্গদার বংশীধ্বনি ও স্ত্রীরক্ষীগণের প্রবেশ।

স্ত্রীরক্ষীগণ। কি আদেশ মা?

চিত্রাঙ্গদা। তোমরা আমার সঙ্গে এস। মন্ত্রীবর! বভ্রুর কক্ষে অধিক্ষিৎ আছে, তার কাছে যান। বভ্রু! শীঘ্র অস্ত্র নিয়ে এস।

[স্ত্রীরক্ষীসহ বেগে প্রস্থান]

বভ্রু। আসুন, আমার কক্ষ দেখিয়ে দিই। অধিক্ষিৎ আমার কক্ষে একা আছে।

গম্ভীর। একা আছে? একা আছে? চল, চল, যাই।

(বভ্রুর সহিত প্রস্থান।

ঘাতকদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম ঘাতক। ঠিক দেখেছি, এই কক্ষে এসেছে।

২য় ঘাতক। ভাল ক'রে খুঁজে দেখ্। এখনি বৃদ্ধের মাথা নিয়ে যেতে হবে, না পারলে গর্দ্দান যাবে।

১ম ঘাতক। কৈ? এ কক্ষে তো নাই। কোন গুপ্ত কক্ষ এর মধ্যে নাই তো?

২য় ঘাতক। থাকতেও পারে, ভাল করে খুঁজি আয়।

অসিহস্তে বেগে বভ্রুর প্রবেশ।

বভ্রু। এ কি? কে তোরা?

ঘাতকদ্বয়। বুঝতে পারিনি মহারাজ! মার্জ্জনা করুন।

বভ্রু। বল্ পাষণ্ডদ্বয়! কাকে হত্যা করতে এসেছিলি? নতুবা মার্জ্জনা নাই।

ঘাতকদ্বয়। (সভয়ে) আজ্ঞে, বৃদ্ধ মন্ত্রীকে।

বভ্রু। কার আজ্ঞায়?

ঘাতকদ্বয়। আজ্ঞে, তাঁকে চিনি নে।

বভ্রু। তবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'। (কৃপাণোত্তলন)

ঘাতকদ্বয়। বধ করুন; কিন্তু কে তা বলতে পারব না, তাঁকে চিনি না। অর্থ লোভে এ কার্য্যে নিযুক্ত হয়েছি।

[বভ্রুর বংশীধ্বনি]

দুইজন রক্ষীর প্রবেশ।

বভ্রু। এদের বন্ধন করে, এখন কারাগারে আবদ্ধ রাখ।

রক্ষীদ্বয়। যে আজ্ঞা।

(ঘাতকদ্বয়কে বন্দী করিয়া লইয়া প্রস্থান)

বভ্রু। কি ভয়ানক ষড়যন্ত্র! এর মধ্যে কি অরিমামা—না, এখন চিন্তার সময় নাই। মা অনেকক্ষণ গিয়েছেন, আমি যাই। জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি। (বেগে প্রস্থান)

গীত।

যোগীবন্দ্য তুমি, যাগ, যজ্ঞেশ্বর, যতীশ, জনার্দ্দন, জিষ্ণু।
কে জানে কি রূপ, চিদ্ ঘন, চিরূপ, বিরিঞ্চি, ব্যোমকেশ, বিষ্ণু॥
ভীত ভুবন জনে, শ্রীপদ স্মরণে,—দিতেছ অশেষ কল্যাণ;
প্রণমি পরাৎপর, বিধাতৃ, বিদুর; বর্ণে বর্ণে ত্বং হি বর্ত্তিষ্ণু।
এ দীন ভুপভয়, নিখিলে নাশয়; মুছে দাও যাত্রা পথে বিঘ্ন;
না জানে সদাসদ, দুষ্ট কলি দুরাসদ, হইয়াছে হের অসহিষ্ণু॥

চতুর্থ দৃশ্য।

প্রিয়ম্বদার কক্ষ।

একাকিনী প্রিয়ম্বদা।

প্রিয়ম্বদা। হে মধুসূদন! এ কি করলে? চিরদিন অন্তরে অন্তরে তোমার চরণ পূজা করে এসেছি, তার ফল কি এই হল? কোন্ অজ্ঞাত পাপে আমার পতিকে, শ্রীপদে ঠেলে ফেললে? ধর্ম্মপ্রাণ পতি আমার, অপরিচিত মহাপাপীর পরামর্শে, রাজ্যলিপ্সায় উন্মত্ত হয়েছেন। পাপ, পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে বসেছেন। আমাকে শক্তি দাও প্রভু! স্বামীকে স্বীয় জীবন পণেও যেন সৎপথে আনয়ণ করতে পারি।

অরিজিতের প্রবেশ।

অরি। প্রিয়! এত শীঘ্র রাজমাতার কর্ণে, কে এই সব কথা তুলেছে?

প্রিয়। কোন কথা প্রভু?

অরি। কি আশ্চর্য্য! কিছুই জান না? এত সরলা কতদিন হতে হয়েছ? সত্য বল, আমার এই ষড়যন্ত্রের কথা, যা তুমি ব্যতীত আর কেউ জানে না; সে কথা রাজমাতাকে কে জ্ঞাপন করেছে? তার সন্দেহপূর্ণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি আজ যেন আমার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত ভেদ করতে লাগল। আমি সহ্য করতে পারলাম না, পালিয়ে এসেছি।

প্রিয়। তুমি ত আমাকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করে রেখে গিয়েছিলে; আমি কি করে তা জানব? বিশেষ তুমি আমার স্বামী; আমার

ইহ-পরকালের সঙ্গী। সেই পাপকথা যদি ঘুর্ণাক্ষরে সখী চিত্রাঙ্গদার কাছে প্রকাশ করি; তাহলে তোমার জীবন সংশয় হবে, তা কি আমি জানি না? স্ত্রীর স্বামীই সর্ব্বস্ব। সেই স্বামীকে রক্ষা করতে, সতী স্ত্রী হাসতে হাসতে জীবন উৎসর্গ করতে পারে। সুতরাং আমার দ্বারা এই কার্য্য হওয়া সম্ভব কি না; তা কি কল্পনায় ধারণা করতে পারনি প্রভু? এ অলীক আশঙ্কা ত্যাগ কর। মহাপাপীর সংস্পর্শে তোমার প্রাণ এখন পাপে পূর্ণ হয়েছে। তাই চতুর্দ্দিকে বিপদ দর্শন করছ। নিশ্চয় অন্য কোন কারণে, সখী তোমাকে সন্দেহ করেছেন; তুমি তা বুঝতে পারনি। স্বামীন্! হৃদয় হতে পাপ প্রবৃত্তিকে দূর করে ফেল। তোমার নূতন সখা সেই অজ্ঞাত ব্যক্তি, কখনও তোমার মিত্র নয়—সেই তোমার পরম শত্রু। ভেবে দেখ, তুমি কি ছিলে আর কি হয়েছ। তোমার সেই সরল দীপ্ত মুখচ্ছবি, পাপের কালিমায় ঢেকে ফেলেছে। এখনও সময় আছে, পাপ পথ হতে ফিরে এস—এরপর আর পারবে না! আমি জীবনেও সে ষড়যন্ত্রের কথা ব্যক্ত করব না। তুমি যেমন ছিলে, তেমনই উজ্জল হয়ে থাকবে। আমার কথা শোন, বভ্রু তোমার স্নেহের পাত্র—তোমার শিষ্য। তার মন্দ চিন্তা করো না, কখন সুখী হতে পারবে না। আমি তোমার পায়ে ধরে বলছি, পাপ পথ হতে ফিরে এস প্রভু!

অরি। আর তা হয় না নারী! যখন আপন উন্নতি বুঝেছি, তখন আর দাসরূপে অবস্থান করব না। পুরুষকারেই উন্নতির পথ প্রশস্ত করবো!

প্রিয়। তাতে ত আমি বাধা দিই না। তুমি যোদ্ধা—ক্ষত্রিয়—বীর, তোমার উন্নতিতে আমি কেন বাধা দেব স্বামী? কিন্তু মণিপুর ব্যতীত কি আর অন্য বৃহত্তর রাজ্য নাই? তুমি স্বরাজ্যে চল, পরে আপন বাহু-

বলে নূতন নূতন রাজ্য জয় কর। ক্ষুদ্র মণিপুর লাভে তোমার কি যশ বৃদ্ধি হবে? বরং লোকে তোমার পরোক্ষে অসংখ্য কুৎসা করবে, মহাপাপী বলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাই বলছি, এ দুরাশা ত্যাগ কর।

অরি। বড়ই অগ্রসর হয়েছি, আর পিছিয়ে আসা অসম্ভব; জান না প্রিয়! আমার এই পথের প্রধান অন্তরায় তোমার পালক পিতাকে সংহার করতে, গুপ্তঘাতক চলে গিয়েছে। কিঞ্চিৎপরেই তোমার পালক পিতার মুণ্ড আমার সম্মুখে আনীত হবে। দুর্গ আমার করতলগত; অনায়াসেই এখন বভ্রুকে বধ না করেও মণিপুর সিংহাসন লাভ করব।

প্রিয়। করেছ কি স্বামী! উঃ পিতা! পিতা! (মূর্চ্ছা)

অরি। ভালই হ'ল। এই অবস্থায় একে কোন দূর গভীর বনে রেখে আসি।

নেপথ্যে চিত্রাঙ্গদা। যে যেখানে আছে বন্দী কর। দেখ, সেই মহাপাপী অরিজিতের বন্ধু কোথায়?

অরি। ওকি! ও কার কণ্ঠস্বর?

নেপথ্যে চিত্রাঙ্গদা। কাকেও ছেড়না; স্ত্রী পুরুষ, যেই হ'ক্ বন্দী কর—আমার আদেশ।

অরি। একি! এ যে চিত্রাঙ্গদার কণ্ঠস্বর! এ সময় সখা যদি বন্দী হয়, তাহলেই যে সর্ব্বনাশ! এত অকস্মাৎ যে এমন ঘটবে, তাত বুঝতে পারিনি।

স্ত্রীরক্ষীগণ সহ চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদা। বন্দী কর।

অরি। চিত্রাঙ্গদা! তুমি?

চিত্রাঙ্গদা। স্তব্ধ হও সেনাপতি। বন্দী কর।

(অরিজিতকে স্ত্রীরক্ষীগণ বন্দী করিল)

অরি। নারী!

চিত্রাঙ্গদা। চুপ্।

বেগে বভ্রুর প্রবেশ।

বভ্রু। মা! মা! একি?

চিত্রাঙ্গদা। হস্তী ক্ষিপ্ত হলে, তাকে এইরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধ না কর্‌লে; সাধারণের বিপদ ঘটতে পারে—সেইজন্য। যাও, তোমরা একে কারাগারে নিয়ে যাও।

বভ্রু। মা! মা!

চিত্রাঙ্গদা। অস্থির হয়ো না বালক। আমি গাণ্ডীবী পত্নী---মণিপুর-রাজমাতা--একথা মনে রেখ। যাও, তোমরা একে নিয়ে যাও।

[অরিজিৎকে লইয়া স্ত্রীরক্ষীদ্বয়ের প্রস্থান]

বভ্রু! দেখত, কক্ষে জল আছে কিনা। তোমার মাসী মূর্চ্ছাগতা।

[বভ্রুর বারি অন্বেষণে গমন]

জনৈকা স্ত্রীরক্ষীর প্রবেশ।

স্ত্রীরক্ষী। মা! সেনাপতির সখার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। আর আর সকলকে বন্দী করা হয়েছে।

চিত্রাঙ্গদা। উত্তম।

জল লইয়া বভ্রুর প্রবেশ।

দাও, বেশ করে, চোখে মুখে দাও। তোরাও বাতাস কর। (স্ত্রীরক্ষী-দের ব্যজন)

কতিপয় সৈন্য লইয়া কলির প্রবেশ।

কলি। হত্যা কর। দুষ্টাদের হত্যা কর।

বভ্রু। সাবধান পামর! আর এক পদ অগ্রসর হবিত, এই কৃপাণা-ঘাতে দ্বিখণ্ড কর্‌বো।

কলি। বধ কর। দেখছ কি? বালককে বধ কর।

কলির সৈন্যগণ। জয় হর হর শঙ্কর, জয় হর হর শঙ্কর!

[বভ্রুকে আক্রমণ বভ্রুর প্রতি আক্রমণ ও কলির সৈন্যগণের পলায়ন]

বভ্রু। (কলির প্রতি) এইবার পাষণ্ড! আয় তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। (কলিকে আক্রমণ ও যুদ্ধ করিতে করিতে কলির পলায়ন)

কোথায় যাবি? যে স্থানে যাবি, সেই স্থানেই তোকে পরাজিত করে বন্দী করব। (কলির পশ্চাদ্ধাবন)

চিত্রাঙ্গদা। যাও বভ্রু! আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি; তুমি তোমার পিতৃমুখ উজ্জ্বল কর। এই যে প্রিয়র চেতনা হচ্ছে। তোরা ভাল করে বাতাস কর।

অধিক্ষিৎকে লইয়া গম্ভীরসিংহের প্রবেশ।

গম্ভীর। রাখতে পার্‌লাম না মা! বড়ই কাঁদতে লাগল; তাই সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। ওকি! এঁ্যা—কি ও?

চিত্রাঙ্গদা। অস্থির হবেন না; মূর্চ্ছাগতা হয়েছিল, ক্রমশঃ চেতনা সঞ্চার হচ্ছে।

অধিক্ষিৎ। মা! মা! শুয়ে রয়েছ কেন, উঠ। মা! ওমা! মা! (ক্রন্দন)

গম্ভীর। প্রিয়! তোর ছেলে কাঁদছে, উঠ্ মা! ওঃ পাষণ্ড! কি করেছিস? বলতে পার! তোমরা বল্‌তে পার, কেন এমন হল?

অধিক্ষিৎ। ওমা! মা! আমায় কোলে নে মা। (ক্রন্দন)

গম্ভীর। আমি এর প্রতিশোধ নেব। এত অত্যাচার সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। কেউ জানত' বল, প্রিয়র কে এ দুর্দ্দশা কর্‌ল? আমি—আমি—এখনও মরিনি।

চিত্রাঙ্গদা। চুপ করুন, ঐ দেখুন প্রিয়র ওষ্ঠ নড়ছে।

প্রিয়। স্বামী! কি ক-রে-ছ? উঃ পি-তা!

গম্ভীর। মা! মা! প্রিয়! আর তোর কোন ভয় নেই মা। এই দেখ, তোর কাছেই এসেছি। প্রিয়!

প্রিয়। কে? ওঃ ভ-গ-বা-ন্। (চক্ষুমুদ্রণ)

গম্ভীর। আছেন, তিনি আছেন। তা ভিন্ন এ সব চালাচ্ছে কে?

অধিক্ষিৎ। দাদা! তুমি অমন করছ কেন? মার কি অসুখ করেছে?

চিত্রাঙ্গদা। হাঁ্যা বাবা, তোমার মার একটু অসুখ হয়েছে, তুমি আমার কোলে এস। (অধিক্ষিৎকে কোলে লইয়া) মন্ত্রীবর! আমি এসে দেখি, প্রিয়র এই অবস্থা। তার স্বামী তাকে তুলতে চেষ্টা কর্‌ছে। আমি তাকে অন্যস্থানে পাঠিয়ে, এর সেবা কর্‌ছিলাম। এতক্ষণে একটু চেতনা হয়েছে।

গম্ভীর। এর বিচার তোমায় কর্‌তে হবে মা! ন্যায্য দণ্ড দিতে হবে। সে পাষণ্ড। সে আমায় অপমান করেছে; প্রিয়কেও হয়তো সেই প্রহার করে এই দশা ঘটিয়েছে। উঃ—মহাপাপী!

প্রিয়। না—না, তিনি দেবতা। সামান্য পদস্খলন হয়েছে।

চিত্রাঙ্গদা। সখী! বেশী কথা কয়োনা। তোমার শরীর বড়

দুর্ব্বল ; কিন্তু তোমাকে আর এখানে রেখে যাব না। এখন আমার প্রাসাদে চল। পরে সব ঠিক করে, তোমাকে একটা সুব্যবস্থা করে দেব।

গম্ভীর। সেই ভাল মা! প্রিয়কে তোমার কাছেই রাখ। (প্রিয়র গাত্রোত্থান) মা! কি হয়েছিল মা? চুপ্ করে কেন মা? বল, আমি তার প্রতিশোধ দেব।

চিত্রাঙ্গদা। এখন আর ও কথায় কাজ নাই। চলুন, এখন খোকাকে ও প্রিয়কে প্রাসাদে নিয়ে যাই। (স্ত্রীরক্ষীদের প্রতি) তোরা ভাল করে প্রিয়কে ধরে নিয়ে আয়।

অধিক্ষিৎ। আমার সব খেলনা, ও ঘরে পড়ে আছে।

চিত্রাঙ্গদা। থাক্, ওরা এরপর তোমাকে এনে দেবে। এখন চল।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—মণিপুর কারাগার

শৃঙ্খলাবদ্ধ অরিজিৎ।

অরি। এক ভুলে, কেবল এক ভুলে, সব উল্টে গেল! পূর্ব্বেই নিশ্চয় কোনরূপে পাপিনী গোপনে রাজমাতাকে সংবাদ দিয়েছিল। উঃ—এই জন্যই শাস্ত্রে নারীকে অবিশ্বাসিনী বলেছে। পূর্ব্বেই যদি প্রিয়কে হত্যা কর্‌তাম, তা হলে হয়ত মণিপুরের ইতিহাস অন্যরূপে পরিণত হত। পারিনি, কেবল অধিক্ষিতের মুখাপেক্ষা করে, তা কর্‌তে পারিনি। আজ সেই পাপীয়সীই, আমাকে কাল-নাগিনী হয়ে দংশন কর্‌লে। মৃত্যু হচ্ছে কৈ? জ্বালা—দারুণ জ্বালায় জ্বলে যাচ্ছি। প্রতি মুহূর্ত্তে ঘাতকের উত্থিত কুঠারের প্রতীক্ষা কর্‌ছি; কিন্তু কেউ যে আস্‌ছে না। প্রভাতে যদি সর্ব্বজন সমক্ষে;—উঃ সে কথা মনে কর্‌তেও হৃদ্‌কম্প হচ্ছে। সে অপমান অপেক্ষা বজ্রাঘাত শ্রেয়ঃ। আত্মহত্যা করবারও উপায় নাই। আর একটু যদি সময় পেতাম। উঃ কি ভুল হয়ে গেল। না জানি সখার কি অবস্থা হয়েছে। আমারই মত সেও যদি অন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে! নাঃ—আর ভাবতে পারিনে। মাথা ঘুর্‌ছে; ভিতরে অসহ্য অন্তর্দ্দাহ।

কারারক্ষীর প্রবেশ।

কে? কে? জহ্লাদ? এসেছ? নাও মুণ্ডচ্ছেদ কর; বিলম্ব ক'রনা।

কারারক্ষী। সেনাপতি!

অরি। কে সেনাপতি? কাকে বলছ? আমাকে? ভুল করেছ! আমি নই—আমি নই! যে ছিল সে ম'রে গিয়েছে। খুঁজে দেখো মাটীর মধ্যে খুঁজে দেখ, হয়তো রসাতলে গিয়েছে আর না হয় আকাশে খুঁজে দেখ, তার প্রেতাত্মা ঘুরছে। পারবে?—তাকে ধরতে পারবে?

কারারক্ষী। সেনাপতি! সাঙ্কেতিক চিহ্ন নিয়ে আপনার স্ত্রী, আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন; বলেন ত পাঠিয়ে দিই।

অরি। কার স্ত্রী? আমার স্ত্রী নাই—কেউ নাই, আমি কাকেও চাই না—চাই কেবল মৃত্যু। পারতো শীঘ্র মৃত্যুকে ডেকে দাও। এ দারুণ জ্বালা আর সহ্য হচ্ছে না।

কারারক্ষী। আমার কথার উত্তর দিন। আপনার স্ত্রীকে এখানে পাঠিয়ে দেব কি না বলুন? তিনি কারাগারের দ্বারে অপেক্ষা করছেন।

অরি। কারাগারে দিয়েও তৃপ্তি হয় নি? আবার গঞ্জনা দিতে, ধর্ম্ম দেখাতে এসেছে? বেশ—ডাক। সাধ মিটিয়ে বলে যাক্! সহ্য হবে, খুব সহ্য হবে।

[কারারক্ষীর প্রস্থান।

অরিজিৎ! প্রস্তুত হও। উন্নতির সোপানে আরোহণ করতে, হ'লে অবসন্ন হলে চলবে না। সে আসছে—তোমাকে নামিয়ে দিতে আসছে; সোজা হয়ে দাঁড়াও।

প্রিয়ম্বদার প্রবেশ।

প্রিয়। স্বামী!

অরি। ঐ এসেছে। হ্যাঁ, কি বলতে এসেছ বল, আমি শুনতে প্রস্তুত। এ কারাগার অপেক্ষা তোমার গঞ্জনা বেশী জ্বালাময় নয়।

প্রিয়। স্বামী, আমি তোমাকে মুক্তি দিতে এসেছি।

অরি। সুন্দর! অতি সুন্দর! তারপর?

প্রিয়। মিথ্যা নয় স্বামী! আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, বীর-পতির বীরাঙ্গনা পত্নী। সত্যই আমি তোমাকে মুক্তি দিতে এসেছি। আমাকে বিশ্বাস কর।

অরি। নিশ্চয় করতে হবে। তোমা হতে রাজসজ্জা পেয়েছি; এর পর বুঝি সিংহাসন দেবে?

প্রিয়। ব্যঙ্গ নয় স্বামী! গোপনে এসেছি, অতি অল্প সময় আছে, এর পর আর পারবে না। বল, মুক্তি চাও—না রাজদণ্ড চাও? আমি তোমার রাজদণ্ড দেখতে পারবো না—তাই তোমায় মুক্ত করতে এসেছি।

অরি। এ আরও সুন্দর! এখন আমায় কি করতে বল

প্রিয়। শোন স্বামী, স্থির হয়ে শোন! মূর্চ্ছাভঙ্গের পর রাজমাতা আমাকে প্রাসাদে নিয়ে আসেন, পিতাও সেই সময় সঙ্গে আসেন।

অরি। কে? গম্ভীর সিং? জীবিত? তবে সব প্রকাশ হয়েছে? হ্যাঁ, তারপর কি বল।

প্রিয়। তিনি চলে গেলে রাজমাতার মুখে শুনলাম, তুমি তাঁর বন্দী হয়ে এখানে আছ। বভ্রুও তখন এসে ঘাতকদ্বয়ের কথা বল্‌লে। সে তাদের অভিসন্ধি ব্যর্থ করে, ঘাতকদ্বয়কে বন্দী করেছে।

অরি। আর সখা?

প্রিয়। সে কথা জানি না। আগামী কল্য প্রাতে প্রকাশ্য রাজসভায় তোমার বিচার আরম্ভ হবে। শত কাতর অনুরোধেও সখীর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শিথিল করতে পারি নাই। সে তোমাকে উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করবেই। যদি মৃত্যু দণ্ড বিধান করত, সেও ভাল ছিল।

অরি। তাও দেবে না? তবে কি দণ্ড দেবে?

প্রিয়। তা বলতে পারিনে। অনুমানে বুঝেছি, ক্ষত্রিয় সমাজের

আদর্শ দণ্ড দিয়ে জীবিত রাখবে। সে দণ্ড অপেক্ষা মৃত্যুই ভাল। তাই বল্‌ছি বীর, মুক্তি নেবে?

অরি। না, মুক্তি নয়—মৃত্যু চাই! তোমার স্বামীকে যদি রক্ষা কর্‌তে চাও; তাহলে এই দণ্ডে আমায় হত্যা করে যাও।

প্রিয়। তা হয় না স্বামী! এই তোমার শৃঙ্খল মোচন কর্‌লাম। (অরিজিতের শৃঙ্খল মুক্তকরণ) এখন আপন মুক্তির পথ আপনি প্রশস্ত কর। (অরিজিত কারাগার বাহিরে আসিলে) এই দেখ, তীক্ষ্ণধার ছুরিকা এনেছি। আগে আমার বক্ষে আমূল বিদ্ধ কর, তারপর তোমার পথ তুমি দেখে নাও। আর অতি অল্প সময় আছে। এই নাও ছুরিকা, এই গাঢ় অন্ধকারে কার্য্য শেষ কর। প্রকাশ্য রাজসভায় সর্ব্ব সমক্ষে তুমি মাথা হেঁট করবে—তা আমি দেখতে পার্‌ব না। তাই তোমাকে এই গভীর রাত্রেই মুক্ত করতে এসেছি। নাও, ছুরিকা নাও।

অরি। নারী! কে তুমি? তুমি কি দেবী? এতদিন তোমাকে চিন্‌তে পারিনি। তুমি আমাকে এত ভালবাস? আমার যে আবাল্য সংস্কার উল্টে গেল! নারীর প্রেম একটা গল্প মাত্র জানতাম, কখনও বিশ্বাস করিনি। কেবল কাম চরিতার্থের জন্যই, লৌকিক প্রণয় দেখাতে হয় তাই বুঝতাম। এখন দেখছি এতো তা নয়। সত্যই যে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন অচ্ছেদ্য। একের মান অপমানে অপরে মুহ্যমান হয়। হায় প্রিয়ে! কেন এ-ভাবে আগে পরিচয় দাও নি? বড় বিলম্বে, জীবনের শেষ মূহুর্ত্তে কেন দিলে? দেবী আমার? (প্রিয়কে আলিঙ্গনে উদ্যত)

প্রিয়। এখন নয়; যদি পরকাল থাকে, তাহলে স্বর্গে হ'ক আর নরকেই হক্‌, এ সুখ সম্ভোগ করবোই। এখনও তোমা ছাড়া নই, তখনও তোমা ছাড়া থাকবো না। নাও, শীঘ্র ছুরিকা নাও। আমাকে বধ করে, আপন পথ দেখে নাও।

অরি। পারব না; আগে হলে হয়তো পারতুম। এখন আর তোমার বক্ষে—না—না আমি পার্‌ব না।

প্রিয়। ক্ষত্রবীর! একি দুর্ব্বলতা! আগামী কল্য প্রভাতে তোমার বিচার। সময় নাই, কার্য্য শেষ কর।

অরি। বেশ, করছি দাও; কিন্তু নিজের বক্ষে আগে বসাব; তবুও তোমাকে বধ কর্‌তে আমি পার্‌ব না।

প্রিয়। বেশ, তাই কর। তুমি আত্মহত্যা কর্‌লে, সেই রক্তাক্ত ছুরিকায় আমিও আপন জীবনের শেষ কর্‌ব। অপমানের হাত থেকে তুমিও রক্ষা পাবে—আমিও রক্ষা পাব। নাও ছুরিকা।

(ছুরিকা দিতে উদ্যত।)

বেগে চিত্রাঙ্গদার রক্ষীসহ প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদা। (ক্ষিপ্রকরে ছুরিকা গ্রহণে) রাজমাতা নিদ্রিতা নয় প্রিয় তোমরা বন্দীকে পুনরায় পূর্ব্বমত শৃঙ্খলাবদ্ধ করে, অন্ধকূপ কারাগারে রক্ষা কর। প্রভাতে আদেশমত রাজসভায় নিয়ে যাবে।

(রক্ষীদ্বয়ের অরিজিৎকে বন্ধন)

অরি। আমাকে এখনি হত্যা কর, আশীর্ব্বাদ করব।

চিত্রাঙ্গদা। আবশ্যক নাই। নিয়ে যাও।

[রক্ষীদ্বয়ের অরিজিৎকে লইয়া প্রস্থান।

চিত্রাঙ্গদা। কি? ভেবেছিলে, আমার চোখে ধূলি দিয়েছ? ভগবানের ইচ্ছা তা নয়, তাই হতাশ হ'তে হল। তোমারও এ কার্য্যের বিচার কর্‌ব—সেনাপতির বিচারের পর।

প্রিয়। আমি আপনার পায়ে ধর্‌ছি, আমাদের এই রাত্রে, চির-নির্ব্বাসিত করুন। আমার পতিকে অপমানের হাত থেকে রক্ষা করুন।

আর না হয় এখনি আমাদের জল্লাদের খড়্গে দ্বিখণ্ড করুন—রাজসভায় বিচার কর্‌বেন না। .

চিত্রাঙ্গদা। তা হতে পারে না প্রিয়! লোক শিক্ষার জন্যই প্রকাশ্য বিচারের সৃষ্টি হয়েছে। আমি তার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করতে পারবো না। গৃহে আমি তোমার সখী বটে, কিন্তু রাজসভায় আমি রাজমাতা। তোমার অন্যায় অনুরোধ রাখতে অক্ষম। এখন এস, প্রভাত নিকট। ঐ শোন, রাজ-গায়ক প্রভাতী সুরে আলাপ করছে,---এস।

[উভয়ের প্রস্থান।

গীত।

জাগো জাগো পুরবাসী !
হল হের নিশা অবসান।
কেন অলসাঙ্গ ? করি নিদ্রাভঙ্গ,
বিহঙ্গ কুঞ্জে করে, ঐ কলতান ॥
কর্ম্মক্ষেত্রে বল ঘুমাইবে কতকাল ?
পড়ে আছে কত কর্ম্ম তোমার বিশাল ;
কর্ম্মীর জাড্য নয়, উদ্যমী সে চিরকাল,
জীবনে, মরণে তার, উঠে সদা জয়গান ॥
পূরব গগনে ফুটে উষার অরুণ,
সুপ্ত কেন মণিপুর ? অলস, করুণ !
শুন জাগরণ বাণী বিশ্বে দারুণ।
উঠ নর নারী প্রণমিয়া ভগবান্ ॥

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—মণিপুর রাজসভা।

শিবদয়াল, বটুকরাম, ভোজ ও অবলাসিংহ আসীন।

শিব। রাজরাজড়ার কাণ্ড! কিছুই বুঝতে পারা যায় না। বটুক ভায়া! ব্যাপার কিছু জান?

বটুক। শুনলাম না কি, কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর বিচার হবে।

শিবদয়াল। সে কি? কার—তা জান?

বটুক। তা বলতে পারিনে। ভোজ সিং! অবলা সিংহ! তোমরা জান?

ভোজ ও অবলা। আজ্ঞে না; তবে শুনেছি স্বয়ং রাজমাতা বিচার করবেন।

গম্ভীরসিংহ ও নাগরিকত্রয়ের প্রবেশ।

গম্ভীর। আপনারা এসেছেন, উত্তম হয়েছে। স্বয়ং রাজমাতা কোন পদস্থ রাজপুরুষের বিচার করবেন। যদিও আমি কতক জানি; তথাপি কি দোষ, তা অবগত নই।

নাগরিকগণ। তবে কি জানেন?

গম্ভীর। কার বিচার—কে বিচার করবে—কি প্রকারে বিচার হবে, এইমাত্র জানি। রাজমাতার আদেশে, এখন অপরাধীর নাম গোপন রাখতে হচ্ছে। একটু পরেই সাক্ষাতে সব দেখতে পাবেন। এই যে আপনারাও এসেছেন। আমারই কিছু বিলম্ব হয়ে গিয়েছে।

শিব ও বটুক। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরাও বড় চিন্তিত।

গম্ভীর। না হওয়াই আশ্চর্য্য, এর উপর মণিপুরের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। জানি না শঙ্করের ইচ্ছা কি।

বটুক। সেনাপতি মহাশয় কৈ? তিনি বোধ হয় সঙ্গেই আসছেন?

নাগরিকগণ। তা হতে পারে।

(নেপথ্যে তুর্য্যধ্বনি)

গম্ভীর। ঐ তুর্য্যধ্বনি হচ্ছে, সকলে স্থির হয়ে দাঁড়ান; মহারাজ ও রাজমাতা আসছেন।

চিত্রাঙ্গদা, বভ্রুবাহন ও স্ত্রীরক্ষীদ্বয়ের প্রবেশ।

সকলে। রাজমাতা ও মহারাজের জয় হ'ক।

চিত্রাঙ্গদা। আপনারা সকলেই ঠিক সময়ে উপস্থিত হওয়ায় বড়ই সন্তুষ্টা হয়েছি। সভাস্থ সকলেই শুনুন; কল্যরাত্রে আমার কোন বন্দীকে, গোপনে এক রমণী হত্যা করতে যায়। কোনক্রমে জানতে পেরেই, আমি স্বয়ং তথায় অতি দ্রুত গমন করে, তাকে সেই রমণীর করালগ্রাস হতে রক্ষা করি। প্রথমে তার বিচার করব; তারপর দুইজন ঘাতকের বিচার; সর্ব্বশেষে সেই প্রথমোক্ত বন্দীর, বিচার হবে। চপলা! তুমি সেই রমণীকে রাজসভায় নিয়ে এস।

[প্রথমা স্ত্রীরক্ষীর প্রস্থান।

গম্ভীর। সেই রমণী কে কি মা এই প্রকাশ্য রাজসভায়—

চিত্রাঙ্গদা। হ্যাঁ, প্রকাশ্য রাজসভায় বিচার করতে হবে। সে শুধু বন্দীকে হত্যা করতে যায়নি; নারী, তার জীবন সর্ব্বস্ব স্বামীকে হত্যা করতে গিয়েছিল। অপরাধ গুরুতর। অবলা সিং! তুমি প্রথম কারারক্ষীকে ডেকে আন।　　[অবলা সিংহের প্রস্থান।

বভ্রু। মা! প্রথমে ঘাতকদ্বয়ের বিচার হলেই ভাল হয় না কি?

গম্ভীর। আমিও তাই বলি।

চিত্রাঙ্গদা। বেশ, তাই হ'ক। ভদ্রা! যাও, ঘাতকদ্বয়কে অগ্রে নিয়ে এস।

[দ্বিতীয় স্ত্রীরক্ষীর প্রস্থান।

মন্ত্রীবর! অমাত্যপ্রধান! সভাসদ! ভদ্রনাগরিকগণ! আপনাদের ভক্তিভাজন স্বর্গীয় মহারাজ চিত্রবাহনের সিংহাসনে, আজ আমার এই শিশু কুমারকে, আপনারাই সাদরে নৃপতি বলে গ্রহণ করেছেন। আমি তার ও আপনাদের দেশের শান্তি রক্ষার্থে যে বিচার করব, তাতে আপনারা সকলেই সম্মত কিনা—জানতে পারি কি?

সকলে। সে কি মা? আপনার বিচার আমাদের শিরোধার্য্য।

চিত্রাঙ্গদা। সন্তুষ্টা হলাম। ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন।

ঘাতকদ্বয়কে লইয়া ভদ্রার প্রবেশ।

ঘাতকদ্বয়। আমরা অপরাধী; আমাদের দণ্ড দেন।

চিত্রাঙ্গদা। সভাস্থ সকলেই শুনুন, স্বয়ং বালক মহারাজ বভ্রুবাহন এদের বন্দী করেছেন। বৎস! তুমিই এদের পাপ চেষ্টার ও বন্দী হওয়ার বিষয় ব্যক্ত কর।

বভ্রু। সভাস্থ মহোদয়গণ। গতকল্য সন্ধ্যার পর, মন্ত্রীবরকে মাতা কোন কার্য্যবশতঃ, আমার দ্বারাই আহ্বান করে নিয়ে যান। তৎপূর্ব্বেই সেনাপতি পুত্র অধিক্ষিৎ কোন কারণে মাতার নিকট আসে। আমি তাকে আমার কক্ষে খেল্‌না দিতে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ সেনাপতির গৃহের দিক হতে কি একটা আশঙ্কাজনক চীৎকার শব্দ শুনেই, তদ্দণ্ডে মাতার কক্ষে এসে নিবেদন করায়; মাতা আমাকে অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হয়ে

আসতে ও মন্ত্রীবরকে শিশু অধিক্ষিতের কাছে রেখে আসতে বলেই, তিল-মাত্র বিলম্ব না করে, স্ত্রীরক্ষী পরিবৃতা হয়ে, সেনাপতির আলয়ে ছুটে গেলেন। মন্ত্রীবর! বলুন একথা সত্য কি না?

গম্ভীর। জিজ্ঞাসাই নিষ্প্রয়োজন মহারাজ! সবই সত্য।

বভ্রু। আমিও তদ্দণ্ডে মন্ত্রীবরকে অধিক্ষিতের কাছে, আমার কক্ষে পৌঁছে দিয়েই অস্ত্র নিয়ে মাতার কক্ষের দিকে ছুটে আসতেই দেখি, এই দুই হতভাগ্য গোপনে মাতৃকক্ষে প্রবেশ করে ত্রাস্তভাবে কি যেন অন্বেষণ করছে; আমাকে দেখেই ভয় বিহ্বল হয়ে পড়ল। আমি সত্যকথা প্রকাশ করে বলতে বলায়; এরা বল্লে—বৃদ্ধ মন্ত্রীকে কোন এক অজ্ঞাত লোকের নিকট অর্থলোভে হত্যা করতে এসেছি। তখন আমিই এদের বন্দী করি। কি ঘাতকদ্বয়! এ সব কথা সত্য কি না?

ঘাতকদ্বয়। মহারাজের কথা সম্পূর্ণ সত্য; কিন্তু এখনও বলছি, তাঁকে আমরা চিনিনা।

গম্ভীর। কৈ? আমিত এর কিছুই জানিনা। কি আশ্চর্য্য!

সকলে। পাপাত্মাদের প্রকাশ্যে রাজপথে কুক্কুর দিয়ে ভক্ষণ করান হউক।

চিত্রাঙ্গদা। ব্যস্ত হবেন না। প্রাণদণ্ড এদের উপযুক্ত দণ্ড নয়, তাতে কতটুকু কষ্টভোগ করবে? আমি এই ঘাতকদ্বয় যাতে জীবনব্যাপী যাতনা ভোগ করে এমন দণ্ড বিধান করব।

ঘাতকদ্বয়। মহারাণী, আমরা অপরাধ স্বীকার করছি—আমাদের বধ করুন; আজীবন দগ্ধ করবেন না।

চিত্রাঙ্গদা। নতুবা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। ভদ্রা! যাও এদের কারারক্ষীদের হস্তে দাও; যেন চির অন্ধকারময় কারাগৃহে রক্ষা করে। [ঘাতকদ্বয়কে লইয়া ভদ্রার প্রস্থান।

সকলে। রাজমাতার জয় হ'ক। ভগবান রক্ষা করেছেন।

প্রিয়ম্বদাকে লইয়া চপলা ও কারারক্ষীকে লইয়া অবলা সিংহের প্রবেশ।

গম্ভীর। মা! মা! মহারাজ! একি? এ যে প্রিয়ম্বদা?

চিত্রাঙ্গদা। তাতে আশ্চর্য্য হবেন না মন্ত্রীবর! পুত্রও যদি অপরাধী হয়, তাহলেও ন্যায়পরায়ণ রাজা তাকে ন্যায় দণ্ড প্রদান করেন। প্রিয় আমার সখী ও আপনার পালিতা কন্যা; মহারাজ বভ্রুকে ঐ কোলে করে লালন পালন করেছে। তথাপি সে আজ অপরাধিনী সুতরাং তার বিচার আমায় করতেই হবে, তার জন্য বিচলিত হওয়া চল্‌বে না। ভোজ সিং! তুমি বন্দী সেনাপতি অরিজিৎকে নিয়ে এস। আর চপলা! তুমি অধিক্ষিৎকে রাজসভায় আন।

[ভোজ সিং ও চপলার প্রস্থান।

সকলে। একি! এ যে আমরা বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছিনে।

চিত্রাঙ্গদা। অবিশ্বাসের কারণ নাই; সাক্ষাতেই আপনারা সব দেখতে পাবেন।

গম্ভীর। মহারাজ! রাজমাতা! আমাকে উপস্থিত বিদায় দিন। আমার মস্তিষ্ক ঘূর্ণিত হচ্ছে—আমি স্থির থাকতে পার্‌ছিনে—এ আমি দেখতে পার্‌বো না।

বভ্রু। আপনি রাজমন্ত্রী। এই অতি জটীল ভীষণ ব্যাপারে আপনাকে একান্ত প্রয়োজন; বিশেষ—আপনি একজন প্রধান সাক্ষী।

চিত্রাঙ্গদা। গতকল্যই যে আপনি এই ঘটনার কোন অংশে উত্তেজিত হয়ে, আমার নিকট বিচার প্রার্থনা করেছেন ও প্রতিশোধ নিতে ব্যাকুল হয়েছিলেন। আজ একথা বললে চলবে কেন? স্থির হ'ন।

অরিজিৎকে লইয়া ভোজ সিং ও অধিক্ষিৎকে লইয়া চপলার প্রবেশ ।

অধিক্ষিৎ। কোথা নিয়ে যাচ্ছ ? বাবাকে কোথায় বেঁধে নিয়ে যাচ্ছ ?

চিত্রাঙ্গদা। স্থির হও বালক !

অধিক্ষিৎ। মাসীমা !

চিত্রাঙ্গদা। চুপ্। অধিক্ষিৎ জননী ! আমি প্রথমে শুন্‌তে চাই, তোমার অন্তঃপুরের দ্বার অসময়ে রুদ্ধ হয়েছিল কেন ?—যাতে তোমার বালক পর্য্যন্ত পুরী প্রবেশ কর্‌তে পায়নি ?

গম্ভীর। তার উত্তর আমি দিচ্ছি। সেনাপতি অরিজিৎ, কোন এক অজ্ঞাত ব্যক্তির সঙ্গে, কল্য অপরাহ্নে বহির্ব্বাটীতে বন্ধুর ন্যায় আলাপ করছিলেন ; এমন সময় আমি প্রিয়কে, পুরীমধ্যে গিয়ে দেখতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, কেন তা জানিনা, সেনাপতি হঠাৎ আমাকে কঠোর বাক্যে শাসন ও লজ্জিত করে, দৌবারিকাকে অন্তঃপুরের দ্বাররোধ কর্‌তে বলে, সেই বন্ধুর সহিত বহির্গত হন। আমিও অশ্রু বিসর্জ্জন করে বাটী যাই।

চিত্রাঙ্গদা। কেমন সেনাপতি ! একথা সত্য ? নীরব কেন ? যদি প্রকৃত ক্ষত্রিয় হও, যথার্থ উত্তর দাও।

অরি। সত্য।

চিত্রাঙ্গদা। তোমার সে বন্ধু কে ?

অরি। একজন পরিব্রাজক, আর কিছু পরিচয় জানিনা। তাঁর মিষ্ট আলাপে ও সৌজন্যে মুগ্ধ হয়ে বন্ধুত্বে বরণ করেছিলাম।

চিত্রাঙ্গদা। মন্ত্রীবরের উপস্থিতির পূর্ব্বে, কি প্রসঙ্গের কথা হচ্ছিল ?

অরি। এ কথার উত্তর দেব না, যে দণ্ড দেওয়া হয় হ'ক্।

চিত্রাঙ্গদা। কল্য সন্ধ্যার পর প্রিয় কেন মূর্চ্ছিত হয়? তাকে তুলতেই বা যাচ্ছিলে কেন?

অরি। কোন কারণে আমার সখা, মন্ত্রীবরকে হত্যা করতে দুইজন ঘাতক নিযুক্ত করেছেন জানিয়েছিলাম বলে মূর্চ্ছিতা হন। তুল্‌তে যাওয়ার কারণ বলতে রাজী নই।

চিত্রাঙ্গদা। মন্ত্রীবরকে হত্যা করায় নিশ্চয় তোমার সম্মতি ছিল?

অরি। তখন ছিল।

সকলে। একি শুন্‌ছি! মন্ত্রীবর! আপনি এ জানতেন?

গম্ভীর। না, কিছুই জান্‌তেম না।

চিত্রাঙ্গদা। অধিক্ষিৎ জননী! তোমার শিশুপুত্রের নিকট শুনেছি যে, তোমাদের স্বামী স্ত্রীতে সেই অজ্ঞাত ব্যক্তির কথা নিয়ে, সময়ে সময়ে কলহ হত। তুমি নাকি তাকে দেখতে পার্‌তে না। এ কথা কি সত্য?

প্রিয়। একবর্ণও মিথ্যা নয়। সে এক মহাপাপী; অথচ স্বামী আমার একথা বিশ্বাস কর্‌তেন না বলেই সময়ে সময়ে সামান্য কথান্তর হতো।

চিত্রাঙ্গদা। কারারক্ষী! এই নারী (প্রিয়ম্বদাকে দেখাইয়া) এই কল্য রাত্রে কারাকক্ষে প্রবেশ করে, বন্দী সেনাপতির বন্ধন মোচন করেছিল কি?

কারারক্ষী। আজ্ঞে হ্যাঁ।

চিত্রাঙ্গদা। নারী! আমার সন্দেহ হলেও, সত্য কথা যে, তুমি সেনাপতির সঙ্গে সেই অজ্ঞাত ব্যক্তির কথোপকথন নিশ্চয়ই অবগত হয়েছ। নতুবা তাকে মহাপাপী জেনেছিলে কিরূপে? আর কেনই বা তার কথা নিয়ে তোমাদের কলহ হ'ত? সত্য বল।

প্রিয়। এর উত্তর, আমাকে বধ কর্‌লেও দিতে পার্‌ব না।

চিত্রাঙ্গদা। তোমাকে দিতেই হবে। হয় বল, নতুবা তোমার সম্মুখস্থ তোমার শিশুপুত্র অধিক্ষিৎকে হত্যা করব।

প্রিয়। উঃ শঙ্কর! না, না, তথাপি বল্‌তে পার্‌ব না।

চিত্রাঙ্গদা। অগ্রে মন্ত্রীবরকে হত্যা করে, তারপর বভ্রুকে গোপনে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হচ্ছিল—নয় কি? নীরবে থাকলে চল্‌বে না। পাপ কথা অপ্রকাশিত থাকে না। শোন নারী! তোমার স্বামীকে বন্দী করি। পরক্ষণেই বোধ হয় সেই অপরিচিত ব্যক্তিই সসৈন্যে বভ্রুকে হত্যা করতে আসে; কিন্তু আমার বীরপুত্রের হস্তেই সকলে পরাজিত হয়ে পলায়ন করে। তাতেই বলছি যে, রাজাকে হত্যা করাই প্রধান কল্পনা ছিল।

সকলে। তাইত ঘটনা চক্রে দেখা যাচ্ছে এ অপরাধের গুরুতর দণ্ড প্রয়োজন। ধিক্! ধিক্!

চিত্রাঙ্গদা। নারী! এখনও যদি সত্য বল, তাহলে দণ্ড লাঘব হতে পারে।

প্রিয়। আমি এ কথার উত্তর দিতে পার্‌ব না।

চিত্রাঙ্গদা। তবে এই দেখ তোমার পুত্রকে বধ করি! ভোজ সিং! শিশু অধিক্ষিৎকে মধ্যস্থলে রক্ষা কর। (ভোজসিংহের তথাকরণ)

অধিক্ষিৎ। মাসী মা!

চিত্রাঙ্গদা। চুপ্। ভোজ সিং! কৃপাণের দ্বারা বালকের শিরশ্ছেদন কর। (ভোজসিংহের কৃপাণোত্তোলন) এখনও বল নারী, নতুবা বালকের মৃত্যু স্থির।

প্রিয়। যায় যাক পুত্র, তবুও আমি তা বলব না।

অরি। ভোজ সিং! ক্ষান্ত হও। শুনুন সকলে, আমি আর কোন কথা গোপন করব না, সবই বলছি। আমার সেই অপরিচিত পরি-

ব্রাহ্মকের সহিত আলাপের পূর্ব্বে, আমি বেশ শান্তিতে ছিলাম। সেই আমাকে বহুদিন হ'তে উচ্চাশার দাস কর্‌তে কতরূপে পরামর্শ দিয়েছে। শেষে তারই পাপ প্রলোভনে মুগ্ধ হ'য়ে, বালক রাজা এই বভ্রুবাহনকে গুপ্তহত্যা বা নির্ব্বাসিত কর্‌তে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই। আমার স্ত্রী তাই হঠাৎ একদিন জান্‌তে পেরেই, আমাকে নিয়ত পাপ পথ হতে ফিরাতে চেষ্টা কর্‌ত। আমি সে কথা শুন্‌তাম না বলেই কলহ হত। মন্ত্রীকে প্রথমে না হত্যা কর্‌লে মণিপুরের সিংহাসন সহজে আয়ত্ব কর্‌তে পার্‌ব না ব'লেই তাঁকে ঘাতক দ্বারা হত্যার চেষ্টা ক'রেছিলাম। ঘাতকেরা আমাদের উদ্দেশ্য বা পরিচয় জানতে পারে নাই বা বিপদের আশঙ্কায় আমরা জানাই নাই।

প্রিয়। স্বামী! স্বামী! কি কর্‌লেন? আমি যে পুত্র বিনিময়েও তোমাকে রক্ষা কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লাম। উঃ শঙ্কর। (মূর্চ্ছা)

অরি। যাও দেবী! স্বর্গের ধন, স্বর্গে যাও। এ নারকীর সঙ্গ তোমার শোভা পায় না। দাও রাজমাতা দণ্ড দাও! আর বিলম্ব কেন? দণ্ড দাও—দণ্ড দাও। আমি রাজদ্রোহী—আমি মরণে প্রস্তুত।

অধিক্ষিৎ। মা! মা! মা! (প্রিয়র বক্ষে পতন)

চিত্রাঙ্গদা। মন্ত্রীবর? অমাত্য! সভাসদ্! ভদ্রনাগরিকগণ! এখন বলুন, কি দণ্ড এদের প্রদান করা কর্ত্তব্য!

সকলে। ভীষণ হতে ভীষণতর দণ্ড বিধেয়। এ অপরাধের—

অরি। উপযুক্ত দণ্ড নাই, সত্যকথা। রাজমাতা! অনুতাপে এখন হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে; আমি আর সহ্য কর্‌তে পারিনে। আমাকে মৃত্যু দণ্ড দাও; এই দণ্ডে—এই দণ্ডে মৃত্যু দণ্ড দাও।

চিত্রাঙ্গদা। বৎস বভ্রু! আমি প্রমাণ দিয়েছি; কিন্তু তুমি রাজা, তুমিই বিচার করে অপরাধীর দণ্ড দান কর।

বভ্রু। তবে পদধূলি দাও মা। (মাতৃ-পদরজঃ লইয়া) সেনাপতি-প্রবর! আপনি আমাকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন; আপনি আমার গুরু। প্রাণদণ্ড এর বিধান হলেও, আমি কখন অর্জ্জুন পুত্র হয়ে গুরু-হত্যা কর্‌তে পার্‌বো না। রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকলেই, এ দণ্ড আমাকে দিতেই হবে; সুতরাং আমি সিংহাসন ত্যাগ কর্‌লাম। এ রাজ্যের আপনিই রাজপদের যোগ্যপাত্র। আমার স্বর্গীয় মাতামহ আপনাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করেছিলেন। সেই কথা স্মরণ করে, আজ আপনার পদে আমার রাজ-তরবারী রক্ষা কর্‌লাম! মাতা! আমার এ রাজ মুকুট ঐ অপরাধীর মাথায় দিয়ে দাও।

চিত্রাঙ্গদা। দীর্ঘজীবি হও বৎস; এ আমারই পুত্রের মত কথা। এই লও সেনাপতি। (মুকুট দানে উদ্যতা)

অরি। (জানুপাতিয়া) রাজমাতা! রাজমাতা! মার্জ্জনা করুন, সহ্য কর্‌তে পার্‌ব না। ও পবিত্র মুকুট এ নারকীর অঙ্গে স্পর্শ করাবেন না। বভ্রু! না—না! দেবশিশু! ও মুকুট—ঐ সিংহাসন তোমারই! এই দেখ, আমার দণ্ড আমি নিজে নিচ্ছি।

(কৃপাণ লইয়া আত্মহত্যায় উদ্যত ও দ্রুত সত্য আসিয়া অস্ত্রধৃত হস্ত ধারণ করিলেন)

সত্য। তা হয় না সেনাপতি। আত্মহত্যা মানুষের শাস্তি নয়—আত্ম অনুতাপই যোগ্য দণ্ড।

অরি। কে—কে তুমি সন্ন্যাসী—আমার কার্য্যে বাধা দাও?

সত্য। চিনতে পারছো না—আমি সেই সন্ন্যাসী। পূর্ব্বে তোমায় সতর্ক করেছিলাম—সে দিন সে কথা শোন নাই। কিন্তু আজ শুনতে হবে! জেন, এ সংসারে ধর্ম্মেরই জয় চিরদিন। বল সবে,

জয় ধর্ম্মের জয়, জয় ধর্ম্মের জয়, জয় ধর্ম্মের জয়।

সকলে। জয় ধর্ম্মের জয়, জয় ধর্ম্মের জয়, জয় ধর্ম্মের জয়।

সত্য। জয় রাজমাতা, রাজাধিরাজ ও সতী রমণীর জয়।

সকলে। জয় রাজমাতা, রাজাধিরাজ ও সতীরমণীর জয়।

চিত্রাঙ্গদা। হে সন্ন্যাসী,অপরিচিত হলেও আপনি মহাপুরুষ। প্রিয়! উঠ! দেখ্ তোর সতীত্ব গৌরবেই আজ মণিপুরের শান্তি ফিরে এল। (প্রিয়র উত্থান) এস সখী, তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে ঐ মহাপুরুষকে প্রণাম করি। (উভয়ের প্রণাম করণ ও অন্যান্য সকলের সত্যকে প্রণাম)

গম্ভীর। এখন চলুন তবে, সভা ভঙ্গ হ'ক। আমি রাজধানীতে উৎসবের আয়োজন কর্‌তে সকলকেই আদেশ দেই।

বভ্রু। সে বিষয়ে আর কথা আছে? এই সভাক্ষেত্রে আজ আমি সকলকেই রাজপ্রাসাদে প্রীতিসম্মিলন ও ভোজনের জন্য নিমন্ত্রণ কর্‌ছি।

সকলে। আমরা সাদরে রাজ-নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর্‌লাম।

সত্য। আমিও সকলের সঙ্গে সঙ্গেই আছি। কি আনন্দ! আবার যেমন ছিল, তেমনই হ'ল। তোমাদের মঙ্গল হ'ক।

বভ্রু। আজ তবে সভা ভঙ্গ হ'ক। আসুন, সকলে।

[সত্য ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সত্য। হে হরি! তোমার জয় হ'ক্। দুরাত্মা কলির চেষ্টা যে ব্যর্থ করেছ; তাতে আমার আনন্দ ধর্‌ছে না। হে জগদানন্দ, জনার্দ্দন! জগজ্জীবন! অজ্ঞ অজ্ঞান অবোধকে, দীন-দুঃখী দুর্ব্বলকে তুমি চিরদিনই রক্ষা করে এসেছ। তোমার জয় হ'ক্,—জয় হ'ক্।

গীত।

জয়তি জয় শ্রীহরি।

তুমি ধ্যেয় ধাতা, ত্রস্ত জীব ত্রাতা,

সম্পদে বিপদে তুমি হে প্রহরী॥

ডেকেছে তোমারে যেই ভক্তিভরে,
পূর্ণ কর সাধ তাহার অচিরে ;
দিয়ে বরাভয়,　　সাধকে নির্ভয়,
করিছ সতত মাধব মুরারী ॥
কলি ভয় হেথা হল বিদূরিত,
মণিপুর পুনঃ উৎসবে নিরত ;
বন্দি হে তোমায় ! ত্রিগুণ সেবিত ;
সদানন্দ পূজ্য প্রণব বিহারী ॥
কে করে বর্ণনা যাঁর অন্ত নাই ?
আদি মধ্যহীন সর্ব্বস্থ সদাই ;
প্রেম ভক্তি নাই,　　কাতরে জানাই—
রক্ষা কর দীনে দয়ার ভিখারী ॥

[সত্যের প্রস্থান ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—কুটীর প্রাঙ্গন

একাকী বিদুর।

বিদুর। সবই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। দুষ্টমতি দুর্য্যোধন; দুর্জ্জন দুঃশাসন ও শকুনির সঙ্গে যখন পরামর্শ করে, কুন্তী-কুমারদের অক্ষক্রীড়ায় রাজসভায় আনয়ণ করে; তখনই অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বিশেষরূপে বলে-ছিলাম যে, আপনি এ পাপ-কার্য্যের অনুমোদন করবেন না। সঞ্জয়ের ন্যায় সর্ব্বদর্শী, তীক্ষবুদ্ধি, ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তি যাঁর মন্ত্রী, সেই সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ অন্ধরাজ, তখন আমার কথায় কর্ণপাতও কর্‌লেন না। আজ তার বিষ-ময় ফল উৎপন্ন হতে বসেছে। ভবিতব্য কে রোধ কর্‌তে পারে? ধর্ম্ম-বলে পঞ্চপাণ্ডব দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস সমাপ্ত করে, পৃথিবীর রাজন্যবর্গকে কৌরব বিপক্ষে যুদ্ধে আহ্বান পূর্ব্বক ধর্ম্মক্ষেত্র কুরু-ক্ষেত্রে সমবেত করেছেন। কুলপাংশুল দুর্য্যোধনের পক্ষেও অনেক হতভাগ্য নৃপতি যোগদান করেছে। তার পক্ষে এখন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার সমাবেশ হয়েছে। পাপাত্মা ভাবছে, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থমা, শল্য, ভগদত্ত প্রভৃতি মহা মহা যোদ্ধা চালিত ঐ সৈন্যগণ দ্বারাই সে অবলীলা ক্রমে অল্পসংখ্যক সৈন্য বেষ্টিত পঞ্চ-পাণ্ডবকে পাতিত করবে। কিন্তু মূর্খ জানে না যে, যাদের পক্ষে স্বয়ং জনার্দ্দন, তাদের পরাজয় করে,

ত্রিভুবনে এমন সাধ্য কার? শল্য, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপও তাদের কেশ পর্য্যন্ত কম্পিত কর্‌তে পারে কিনা সন্দেহ।

কুন্তীর প্রবেশ।

কুন্তী। কিসের সন্দেহ দেবর? তোমার কথায় আমার প্রাণ কেঁদে উঠল। আমার যুধিষ্ঠির, ভীমার্জ্জুন, নকুল, সহদেবের কোন অকল্যাণের কথা নয়ত?

বিদুর। তাও কি কখন সম্ভব দেবী? স্বয়ং কল্যাণময় কেশী, কংস-হন্তা, কালযবণ, কালাচাঁদ যাদের সখা, তাদের কি কখন অকল্যাণ হতে পারে? ধর্ম্মের জয় জগৎকে দেখাবার জন্যই যে পাণ্ডবগণের জন্ম হয়েছে।

কুন্তী। তোমরাত চিরদিনই ঐ কথা বলে আসছ; কিন্তু আমার প্রাণ বুঝছে কৈ? যখনই মনে হচ্ছে, অপরাজেয় যোদ্ধশ্রেষ্ঠ জাহ্নবী-তনয়ের ইচ্ছামৃত্যু; তখনই দারুণ দুশ্চিন্তায় দেহ দগ্ধ হচ্ছে। আমার ক্ষুদ্রশক্তি শিশুগণ কি করে তাঁর সমরে জয়যুক্ত হবে? শস্ত্রগুরু দ্রোণা-চার্য্যের শরমুখ হতেই বা কি করে তারা রক্ষা পাবে? রাম-শিষ্য কর্ণ-কেই বা কে রোধ করবে? কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থমাও অজেয়—অমর; তাদের অস্ত্রাঘাত হতেই বা কিরূপে জীবন রক্ষা করবে? আমি যে কোন ক্রমেই মনকে প্রবোধ দিতে পার্‌ছিনে। ভাগ্যবতী মাদ্রী, পতির চিতায় দেহ-ত্যাগ করে স্বর্গে গেল; আর আমিই হতভাগিনী এই দারুণ দুঃখ বহন করতে জীবিতা থাকলাম। কি হবে দেবর?

বিদুর। দেবি! তোমার কথা শুনে আমার হাসি আসছে। স্বয়ং হৃষিকেশ যাকে পূজা করেন, তার কি এমন কথা অসঙ্গত নয়? তুমি পাণ্ডুরাজ মহিষী, তোমার কাছে কি কোন কথা অজ্ঞাত আছে? বলি, হ্যাঁ

মা! দেব ভীষ্মের ইচ্ছা মৃত্যু হলেও, তিনিত বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্যের অধীন। এখন তিনি বৃদ্ধ, কিন্তু যখন অতি বার্দ্ধক্যের অধীন হবেন, তখন যে তাঁকে অন্যের মুখাপেক্ষায় কাল যাপন কর্‌তে হবে। তাঁর মত ক্ষত্রিয়, সামর্থ থাক্‌তে থাকতেই মহাযুদ্ধে স্বেচ্ছায় মহামৃত্যুকে বরণ কর্‌বেন! দ্রোণাচার্য্যের পক্ষেও ঐ কথা। কর্ণের জন্যও চিন্তার কারণ নাই; কারণ সে যতই যোদ্ধা হ'ক, গুরুশাপে সে মহাযুদ্ধে মহাস্ত্র সকল বিস্মৃত হবে; সুতরাং সেত পরাজিত হয়েই আছে। আর এক কথা, কালাকালের কর্ত্তা কৃষ্ণ যখন পাণ্ডব পক্ষে, তখন কার সাধ্য পাণ্ডব-দের পরাজিত করে? বিশেষতঃ তোমার পুত্র ধনঞ্জয় যে নররূপে নারা-য়ণের অপর মূর্ত্তি। যে অর্জ্জুন অগ্নির তুষ্টি সম্পাদন কর্‌তে, একাকী খাণ্ডবদাহন কালে দেবগণকেও পরাজিত করেছে, তার কাছে সামান্য নরগণ—সমুদ্রে গোষ্পদ তুল্য নয় কি?

কুন্তী। দেবর! এক আমার অর্জ্জুনের জন্য মাঝে মাঝে আশা হয়, যে পাণ্ডবগণ কোনরূপে প্রাণরক্ষা করলেও করতে পারে; কিন্তু কৃষ্ণের আশা কিছুতেই করতে পারিনে। সে যে কার পক্ষ তা ঠিক করা কঠিন। দুর্য্যোধনকে অজেয় নারায়ণী সেনা দিয়েছে, আর এদের পক্ষে স্বয়ং যোগ দিলেও অস্ত্র ধারণ তো কর্‌বেন না। তার চাতুরী বোঝা দায়। সে নিজে যদি পাণ্ডব পক্ষে থেকে কৌরব-বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্‌ত, তাহলে আমার কোন ভয় থাকত না। সে চক্রী—তাই সন্দেহ হয় বুঝিবা অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে পলায়ন করে।

বিদুর। সে কি দেবী! কৃষ্ণ কি কখন পাণ্ডব ছাড়া হতে পারেন? পাণ্ডবগণ তাঁর পরম ভক্ত। ভক্তের বল বৃদ্ধি যে তাঁকে করতেই হবে; নতুবা ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু নামে যে কলঙ্ক হবে মা? পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ ভিন্ন জানে না, কৃষ্ণও পাণ্ডবের প্রেমডোরে বাঁধা। তাঁকে এ যুদ্ধে কৃপাণ

ধারণ করতে হবে কেন ? লীলাচ্ছলে পাণ্ডবের রথে তিনি আজ সারথি ; অর্থাৎ তিনি জগৎকে দেখাচ্ছেন যে, তিনি শুধু পাণ্ডবের দেহবাহী রথের সারথি নন, পাণ্ডবের দেহরথের ও তিনি চালক ও রক্ষক ।

। তোমার কথাই সত্য হ'ক দেবর ।

কৃষ্ণের প্রবেশ ।

কৃষ্ণ । কি সত্য হবে পিসিমা ?

বিদুর । জয় জনার্দ্দন, জয় জনার্দ্দন । হে অচ্যুত, অব্যয়, অক্ষয়, অজিতনাথ, অধমতারণ, অন্তর্য্যামী জগন্নাথ ! দীন বিদুরের প্রণাম গ্রহণ কর । (প্রণাম)

কুন্তী । বাপ কৃষ্ণ ! কাঙ্গালিনীর পঞ্চকুমার কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে কি করে রক্ষা পাবে, তাই জিজ্ঞাসা করায়, দেবর আমাকে প্রবোধ দিচ্ছিলেন । তাই বলছিলাম, যেন তোমার কথাই সত্য হয় ।

কৃষ্ণ । এই কথাই আমি ভাবছি যে, কি জানি কি একটা গুরুতর কথাই হবে । এতো অতি সামান্য কথা । ভূমিতে লাঙ্গল দেওয়া হতে, বীজবপন, শস্য উৎপন্ন ও পরিপক্ক হয়েই আছে, এখন কেবল কর্ত্তন করে লভ্যাংশ গ্রহণ করতেই বাকী । তারইত আয়োজন করলাম । চিন্তার কারণ করবার যা, তা পূর্ব্বেই আমি সব ঠিক করে রেখেছি, পাণ্ডবগণ কেবল উপলক্ষ্য মাত্র । এর জন্য এত চিন্তা কেন ?

কুন্তী । যোগীগণ শতচেষ্টাতেও তোমার কার্য্য স্থির করতে পারেন না ; আর আমি বুদ্ধিহীনা নারী হয়ে, কেমন করে ঠিক করব ? তুমি অবোধ্য—তোমার কথাও অবোধ্য—তোমার কার্য্যও অচিন্ত্য । যার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর, যাকে বোঝবার শক্তি দাও, সেই তা বুঝতে সক্ষম হয় । গুহ্যাতি-গুহ্যতম তুমি ! তোমার মহিমা আমি কিরূপে বুঝব ?

গুরুস্থানে রেখেছ, কাজেই লঘু হ'য়ে লুটিয়ে পড়তে পারিনি বলেই, তোমার দয়াও হয় না।

কৃষ্ণ। ওকি কথা পিসিমা! লোটা লুটাত্ব একা আমারই কার্য্য। যে লুট করে, তাকেই লোকে চোর বলে। তা আমিই সেই চোরের চূড়ামণি, সুতরাং আমিই লঘু। লঘুত্বের জন্যই আমাতে কিছুই নাই, শূন্যময়। তার অর্থ—আমি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বেদ। সুতরাং আমাকে শুধুশুধু বাড়ালে, আর আমি কি বলব?

কুন্তী। কৃষ্ণ! আমি সাধুগণের মুখে শুনেছি, যে তোমাকে জানে, সেই তোমাকে জানে না। আর যে তোমাকে জানে না, সেই তোমাকে জানে। সুতরাং জানা অজানা সবেতেই যখন তুমি, তখন তোমার কোন কথাই মিথ্যা নয়। তোমার অকার্য্যও কিছুই নাই, আবার করণীয়ও কিছুই নাই। তুমি কর্ম্ম, করণীয়; গুপ্ত, গোপনীয়; দৃশ্য, দর্শনীয়। সৎ অসৎ ও তুমি। সুতরাং তুমি বাক্যের অতীত। তোমাকে আর আমার বলবার কিছুই নাই।

বিদুর। (স্বগতঃ) ধন্যা দেবী কুন্তী! এত জ্ঞান না থাকলে কি ধর্ম্মরাজের জননী হতে পারে? কৃষ্ণ কাছে এসেছেন, পূজা করতে হয়, কিন্তু সম্বন্ধে এখন পিসি মা হয়েই বা কেমন করে তা করেন; তাই দেবী স্তব করে প্রকারান্তরে তা সম্পন্ন করলেন। এখন আমি কি করি! পূজাত শেষ হল, ঠাকুরের ভোগ দেব কি দিয়ে? আমি দীন বিদুর, আমার কি আছে যে, তাই দিয়ে ভোগ দেব? সম্বলের মধ্যে এক কর্ম্মফল,তাই আজ ঠাকুরকে নিবেদন করি। দেখি, আমার ভোগ সমাপ্ত হয় কি না।

কৃষ্ণ। ফাঁক তালে সকলে আপন আপন কাজ সেরে নেয়। আমি যেন সাক্ষী গোপাল।

কুন্তী। কি? তুমি সাক্ষী গোপাল নও? স্বামীর মুখে শুনেছি,

গো শব্দে জগৎ, সেই জগৎকে যে পালন করে—সে গোপাল। তা তুমি বুঝি জগৎ পাতা নও? তুমিই কার্য্যাকার্য্যের সাক্ষী বলেই ত তুমি সাক্ষী গোপাল। তোমাকে নয়নে নয়নে রেখে, যে আপন কাজ সেরে নিতে পারে, তারইত বাহাদুরী। ছল ভিন্ন তোমার কথা নাই। এখন কোন ছলে হঠাৎ এসেছ—বল।

কৃষ্ণ। বাজে কথাতেই এতক্ষণ গেল, কাজেই কাজের কথা পাড়তে পারলাম কৈ? দেব বিদুর! আপনি একবার গৃহমধ্যে যান, পিসিমার সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় কথা আছে।

বিদুর। বেশ যাচ্ছি, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক।

[প্রণামান্তে প্রস্থান।

কৃষ্ণ। পিসিমা। পঞ্চ পাণ্ডবের ন্যায় কর্ণও আমার পরম ভক্ত। সে যদি পাণ্ডবগণকে বিনাশ করব মনে করে,আর সেই বাসনা যদি অন্তরে অন্তরে আমাকে জানায়, তাহলেই আমি বড় বিপদে পড়ব। এ ক্ষেত্রে তোমাকে একটী কার্য্য করতে হবে। সে সুতপুত্র রাধেয় নয়, সেও তোমার পুত্র। কোনরূপে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, তোমার সবিশেষ পরিচয় তাকে দাও। আর তার কাছে প্রার্থনা কর, সে যেন পঞ্চ-পাণ্ডবকে বধ করব প্রতিজ্ঞা না করে। আমি বলছি, সে একেবারে তোমার কথা অবহেলা করতে পারবে না। যদি সে একমাত্র সখা অর্জ্জুনকে বধ করতে কৃতসংকল্প হয়, তাহলেই আর কোন ভয় নাই। এতে লজ্জিত হলে চলবে না।

কুন্তী। কৃষ্ণ!

কৃষ্ণ। কোন দ্বিধা করো না পিসিমা! এ তোমাকে করতেই হবে। আমি ব্যতীত এ আর কেউ জানবে না। আমি একমাত্র কর্ণের কাছেই পরাস্ত। আমার ভয় কেবল তাকেই। সে যখন কৌরব সেনাপতি হয়ে

যুদ্ধ করবে, তখন শল্যকেই সারথী হতে হবে। তাই দাদা ধর্ম্মরাজকে দিয়ে শল্যকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছি, যেন সে,সেই. সময়ে কেবল কর্ণকে অন্যমনস্ক ও গঞ্জনা বাক্যে দুর্ব্বল করে। পৃথিবীও আমার কথায় কর্ণের রথচক্র গ্রাস করতে স্বীকৃতা হয়েছেন। এখন যেটুকু বাকী, তা তোমাকে শেষ করতে হবে; তাহলেই পাণ্ডবের জয় নিশ্চিত। আর আমি এখানে বিলম্ব করতে পারব না; ধর্ম্মরাজের কাছে গিয়ে যুদ্ধের কর্ত্তব্যাদি স্থির করতে হবে। আমার কথা ভুল না---আমি এখন আসি।

[প্রস্থান।

কুন্তী। হায়! এমন হতভাগিনী আমি যে, পুত্রকেও পুত্র বলে ডাকবার আমার অধিকার নাই। আদিত্যের ঔরসে, সেই আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র; কিন্তু লোকে জানে যে কর্ণ সুতপুত্র। আমার যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপুত্র ও এই কথা জানে। আমারই দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ আজ তাদের সহোদরে সহোদরে যুদ্ধ হবে। এ অনুতাপ আমার মৃত্যুতেও যাবে না। বাছার মুখে একবারও মা বুলি শুনতে পাই নি! বেশ যাব, পরিচয় পেয়ে যদি অভিমান ভরেও একবার এই দুঃখিনীকে মা বলে ডাকে, তাতেও প্রাণে কতক শান্তি পাব! কি ভুলই করেছিলাম; যার সংশোধন করবার উপায় নাই। দেখি হরির মনে কি আছে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—কুরুক্ষেত্র রণস্থল।

কুরুসৈন্যগণের প্রবেশ।

গীত।

দেখি কে জিনে এ ঘোর সমরে,
পাণ্ডব কৌরব যোধগণ।
অগণ্য সেনানী, ভল্ল দণ্ডপাণি,
বীরত্ব অতুল চায় সঘন॥
ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ মহাযোধ,
আহবে দুর্জ্জয়, কে করে গতিরোধ ?
দুর্য্যোধন নৃপ লইবে প্রতিশোধ,
তাঁদের সহায়ে—করি মহারণ।
সাজে কি পাণ্ডবে, এ ঘোর তাণ্ডবে ?
ধরিতে অস্ত্র, এ নয় খাণ্ডবে ;
হওরে নির্ভয় পার্থ গাণ্ডীবে,
থাকুক কৃষ্ণ সহায় অনুক্ষণ॥

[সৈন্যদের প্রস্থান।

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। সখা! এইত তোমার কথা মত কৌরব পাণ্ডব, উভয় পক্ষের সৈন্য মণ্ডলীর মধ্যভাগে তোমাকে নিয়ে এসেছি। এইবার উত্তমরূপে উভয় পক্ষীয় সমবেত যোধগণকে দর্শন কর।

অর্জ্জুন। সখা! এখন আমাকে কাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, যুদ্ধ করতে হবে?

কৃষ্ণ। সে কি সখে! এতাবৎ যাদের জন্য আজীবন কষ্টভোগ করে এসেছ—যাদের জন্য রাজ্য হারিয়েছ—যাদের জন্য বনবাস ও অজ্ঞাতবাস ভোগ করেছ—সেই তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। কেন, তোমাদের শত্রু-গণকে কি দেখতে পাচ্ছ না?

অর্জ্জুন। কৈ সখে! শত্রু কৈ?

কৃষ্ণ। কি বলছ সখা? শত্রুগণ যে তোমার সম্মুখে একাদশ অক্ষৌ-হিণী সেনা সঙ্গে রণরঙ্গে মত্ত হয়ে মদগর্ব্বে অবস্থান করছে। তুমি কি তা দেখতে পাচ্ছ না?

অর্জ্জুন। না সখা; শত্রু কোথায়? আমি দেখছি, আমার সম্মুখে পূজ্যপাদ পিতামহ, গুরু, মাতুল, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র ও আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণই বিরাজিত! তবে কার সঙ্গে যুদ্ধ করবো?

কৃষ্ণ। এ আবার তোমার কি ভাব সখা? তাঁদের বিরুদ্ধেই ত তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে। যাঁদের অতি আপন বলে বোধ করছ; তাঁরাইতো তোমাদের পরম শত্রু। সব কি ভুলে গেলে?

অর্জ্জুন। কেশব! এঁদের দেখে আমার প্রাণ কেঁদে উঠছে। যে কুরুবৃদ্ধ পিতামহ, শৈশবে কত যত্নে আমাকে কোলে করে পালন করেছেন; যাঁকে গুরুপদে বরণ করে, অস্ত্র বিদ্যায় আজ আমি ক্ষত্রিয় সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করেছি; যে সব ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গের সহিত আবাল্যে অতিসুখে খেলা করে বেড়িয়েছি; তাদের বিরুদ্ধে কোন নিষ্ঠুর প্রাণে অস্ত্র ধারণ করব? গুরুহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা, বন্ধুহত্যা করে কি অপার্থিব সুখ প্রাপ্ত হব? যাদের নিয়ে এই সংসারের শান্তি, তাদেরই নাশ করে, কাকে লয়ে রাজ্যসুখ ভোগ করব? কৃষ্ণ! আমি এ যুদ্ধ করব না।

কৃষ্ণ। এ কি বাতুলের ন্যায় কথা বলছ সখা? তোমারই বাহু বলে নির্ভর করে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কুরুক্ষেত্রের এই মহাসমরে অবতরণ করেছেন। তিনি কি ঐ সব বিষয় অবগত নন? আজ যদি কৌরবাদি বিপক্ষ বীরগণ তোমায় এই ভাবে যুদ্ধ ত্যাগ করতে দেখে, তাহলে সকলেই তোমাকে ভীরু কাপুরুষ বলে পরিহাস করবে। তুমি এতাবৎ বহুযুদ্ধে জয়ী হলেও, ক্ষত্রিয় সমাজে বীরত্বের শীর্ষস্থান প্রাপ্ত হলেও, যদি এখন যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয়ে প্রস্থান কর; তাহলে তোমার সব কীর্ত্তি নষ্ট হবে। সকলেই বলবে, অর্জ্জুন প্রাণ ভয়ে যুদ্ধ ত্যাগ করেছে। এর অপেক্ষা যে মৃত্যুও ভাল।

অর্জ্জুন। সে কথা সত্য; কিন্তু সখা, আমি বেশ বুঝেছি, এ যুদ্ধে আমাকে কুলক্ষয় করতেই হবে। কুলক্ষয় করলে, সেই পাপে কুলকামিনীগণ কুলটা হবেন; তার ফলে জারজ বর্ণ সংস্কারের সৃষ্টি হবে; পিতৃগণের জল পিণ্ডের লোপ হবে; তাঁরাও নিরয়গামী হবেন, আমাকেও অনন্ত নরকে অবস্থান করতে হবে। সুতরাং এই মহাপাপে নিমগ্ন না হয়ে লোক নিন্দাকে মস্তকে ধারণ করাই কি সহস্রগুণে শ্রেয়স্কর নয়? বলুক জগৎ, অর্জ্জুন ভীরু—কাপুরুষ। করুক ক্ষত্রিয় সমাজ অজস্র উপহাস—তথাপি আমি এ যুদ্ধ করতে অক্ষম।

কৃষ্ণ। এ নিতান্ত বালকের ন্যায় কথা বলছ। এই মহাসমর যদি এতই পাপপূর্ণ হবে, তা হলে আজ আমি তোমার রথের সারথি হয়েছি কেন? কর্ম্মের সংসারে এসেছ—কর্ম্ম করে যাও। ফলাফলের প্রতি দৃষ্টিপাত করো না। মদগত চিত্ত হয়ে যদি কার্য্য কর, তাহলে তোমার কোন পাপ হবে না। মনে করে দেখ সখা; কার্য্য, কারণ, কর্ত্তা, ক্রিয়া, সবই আমি; তুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র। কে কাকে হত্যা করে? মনে কর না সখা যে, ঐ তোমার গুরু,আত্মীয় ও বন্ধুবীরগণ কখন পূর্ব্বে ছিলেন

না, বা এর পরও থাকবেন না। মানব যেমন জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করে নববস্ত্র পরিধান করে; ঐ সব জীবগণও তদ্রূপ ঐ দেহ ত্যাগ করে, আবার অন্য দেহ আশ্রয় করবে। আত্মাকে কখন তুমি লোপ করতে পার না। সেই আত্মায় আমিই আবার পরমাত্মারূপে অধিষ্ঠিত। সুতরাং আমাতেই মন সন্নিবেশিত করে কার্য্য উদ্ধার করে যাও; বৃথা শোক ও জড় বুদ্ধি ত্যাগ কর।

অর্জ্জুন। সখা! সিদ্ধর্ষি, মহর্ষি ও দেবর্ষিগণ তোমাকে স্তব করেন। তুমি পরম জ্ঞানী হয়েও আমাকে হিংসা পূর্ণ কর্ম্মে কেন উত্তেজিত করছ? তুমি নিজেই বলেছ যে কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ; তখন আমাকে কেন এ ভাবে বিমোহিত করছ?

কৃষ্ণ। সখে! কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু কর্ম্ম ব্যতীত জ্ঞানের মূল্য নাই। কর্ম্ম ব্যতীত জ্ঞানের উপভোগ কিরূপে হবে? বিনা কর্ম্মজনিত চিত্তশুদ্ধিতে কেবলমাত্র সন্ন্যাস অবলম্বনেও মোক্ষলাভ হয় না। জ্ঞানী বা অজ্ঞানী সকলকেই কর্ম্ম ক'রতে হয়। প্রকৃতিজাত রাগাদি গুণেই জীবকে কর্ম্ম ক'রতে হয়। সেই কর্ম্মে আসক্তিহীনতাই সন্ন্যাস্। মহাত্মা জনকাদিও কর্ম্ম দ্বারাই জ্ঞানলাভ করেছিলেন। তুমি কর্ম্মে আসক্তিহীন হয়ে আমারি উপদেশ পালন কর, তোমার কোন পাপ হবে না। স্বকর্ম্মানুষ্ঠানই স্বধর্ম্ম। তুমি ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ, তোমার সম্মুখ সমরই স্বধর্ম্ম। সেই কর্ম্ম তুমি না করলে, পরে অধমেরাও আপন আপন কর্ম্ম ত্যাগ করে ধর্ম্মচ্যুত হবে। কর্ম্মই জগৎ রক্ষার মূল, সেই হেতু তোমাকে ও আমাকে কর্ম্ম করতেই হবে। তুমি প্রকৃতিস্থ হও। এ হিংসা নয়, তোমার ধর্ম্মই তুমি পালন করবে। তুমি ও আমি ইতিপূর্ব্বে বহুবার জন্ম পরিগ্রহ করেছি, সে সব কেবল জ্ঞানের অস্তিত্বেই আমি জ্ঞাত আছি; আর তুমি অজ্ঞানাবৃত বলেই জান্‌তে পারছো না। আমি জন্ম রহিত ও

সমস্ত জীবের বিধাতা হয়েও কেবল বিশুদ্ধ সত্বাত্মক প্রকৃতিকে আশ্রয় করতঃ জন্ম গ্রহণ করি। যখনই ধর্ম্মের লোপ ও অধর্ম্মের আবির্ভাব হয়, তখনই ধর্ম্মের পুনঃ স্থাপন হেতু, শরীর ধারণ করে ধরায় 'অবতীর্ণ হয়ে, পাপীদের বিনাশ পূর্ব্বক সাধুদের রক্ষা করি। আজ তারই প্রয়োজন হয়েছে বলেই, তোমার ও আমার এই ধরায় আগমন ও ধর্ম্ম যুদ্ধে অবতরণ।

অর্জ্জুন। হে কৃষ্ণ! দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল; মহর্ষি ব্যাস প্রভৃতি সকলেই তোমাকে নিত্য সত্য জন্ম-রহিত আদিদেব বলে কীর্ত্তন করেন। তুমিও পুনঃ পুনঃ সেই কথাই প্রকাশ করছ। আমিও তাহা সত্য বলেই স্বীকার করছি। দানব নিগ্রহ ও দেব অনুগ্রহার্থেই তোমার যুগে যুগে আবির্ভাব সত্য। তোমাকে কেউ অবগত নয়, কিন্তু তুমি আপনাকে আপনার দ্বারাই জ্ঞাত আছ। অতএব যে আত্ম-বিভূতি দ্বারা তুমি সমস্ত লোকে ব্যাপ্ত হয়ে আছ, সে কথা ব্যক্ত করতে তুমিই সমর্থ; সুতরাং আমার ভ্রম নাশার্থে সেই সব বিভূতি বর্ণনা কর।

কৃষ্ণ। হে ধনঞ্জয়! তোমার প্রীতির জন্য সংক্ষেপে বলি শোন। আমার অনেক বিভূতি। আমিই সর্ব্ব বিভূতির সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের হেতু। সর্ব্বভূতের মধ্যে আমিই পরমাত্মারূপে অধিষ্ঠিত। দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে আমি বিষ্ণু; জ্যোতিষ্ক মধ্যে সূর্য্য; মরুদ্‌গণ মধ্যে মরীচি; নক্ষত্র মধ্যে চন্দ্র; দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র; পুরোহিতগণ মধ্যে বৃহস্পতি; সেনানায়কগণ মধ্যে কার্ত্তিকেয়; বেদগণ মধ্যে সামবেদ; মহর্ষিগণ মধ্যে ভৃগু; সিদ্ধর্ষিগণ মধ্যে কপিল; যোদ্ধৃগণ মধ্যে রাম; গন্ধর্ব্বগণ মধ্যে চিত্ররথ; দৈত্যগণ মধ্যে প্রহ্লাদ; যক্ষরাক্ষসগণ মধ্যে কুবের; দেবর্ষি মধ্যে নারদ ও পাণ্ডবগণ মধ্যে তুমি। পর্ব্বতের মধ্যে আমিই মেরু; বৃক্ষ মধ্যে আমিই অশ্বত্থ; আয়ুধমধ্যে আমিই বজ্র; মানব

মধ্যে আমিই নৃপতি; গণনাকারী মধ্যে আমিই কাল। যাবতীয় দৃশ্য, অদৃশ্য, পুরুষ,প্রকৃতি প্রভৃতিতেই আমি নানা মূর্ত্তিতে বিরাজিত। সকলই আমার তেজের অংশসম্ভূত। আমা ব্যতীত কোন বস্তুই নাই।

অর্জ্জুন। হে কেশব! তোমার কথায় আমার অজ্ঞান দূর হয়েছে। আমি বেশ বুঝেছি যে, আমার কিছুই নাই—সবই তোমার। আমি কারও হন্তা নই বা আমা কর্ত্তৃক কেউ হতও হবেন না। তোমা কর্ত্তৃকই ভূতগণের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার হয় এবং তোমাতেই বিলীন হয়। আমার একান্ত প্রার্থনা এই যে, তোমার জ্ঞানঐশ্বর্য্যশক্তিবীর্য্যাদিযুক্ত-রূপ একবার আমাকে দেখাও। হে পরমকারুনিক পরমেশ্বর! আমি তোমার অতি দীন ভক্ত ও উপাসক। আমার প্রতি তোমার অতুল কৃপা। সেই সাহসেই তোমার ঐ রূপ দর্শন করতে অভিলাষী; আমার বাসনা পূর্ণ কর মাধব।

কৃষ্ণ। হে ধনঞ্জয়! এ চক্ষুতে তুমি আমার ঐরূপ দর্শন করতে পারবে না। আমি আজ তোমাকে দিব্যচক্ষু দান করছি; তুমি আমার বিশ্বরূপ দর্শন কর। (অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষু দান)

অর্জ্জুন। একি! একি বিরাট মূর্ত্তি! অনন্তশির! অনন্ত বাহু, অনন্ত উদর, অনন্ত পদ, অনন্ত নেত্র, অনন্ত বক্ত্র,আদি মধ্য অন্ত হীন, কে তুমি অনন্ত পুরুষ? সহস্র সহস্র সূর্য্য এককালে উদিত হলেও, তোমার অনন্ত অদ্ভুত তেজোরাশির কাছে ক্ষুদ্র দীপালোকের মতই দৃষ্ট হয়। বিবিধ দ্যুতিমান গদা, চক্রাদি দিব্য আয়ুধধারী দুর্নিরীক্ষ্য তোমার দেহ দর্শন করে, আমি বিস্ময়াপন্ন হয়েছি। সত্য, জন, তপ, ধ্রুব, মহঃ ভূ, ভুব, স্বঃ লোকে তুমি একাকীই ব্যপ্ত হয়ে অবস্থান করছ। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, নক্ষত্রাদি তোমার বিরাট দেহের কণাংশে বিরাজিত। শুক্ল কৃষ্ণাদি নানাবর্ণাকৃতি তোমার অপরিমিত, অলৌকিক অবয়বে আদিত্যগণ, বসু-

গণ, রুদ্রগণ, মরুদ্‌গণ, সিদ্ধর্ষিগণ, দেবর্ষিগণ ও অশ্বিনীকুমার যুগল অবস্থিত। দিব্যমাল্যাম্বর পরিহিত, দিব্য অপূর্ব্ব সৌরভী গন্ধানুলেপন চর্চ্চিত, তোমার আশ্চর্য্যময় সর্ব্বতোমুখ, সর্ব্বভূতাত্মা, দ্যোতনাত্মকরূপ দর্শন করে আমি চমৎকৃত হয়েছি। হে গুহ্যাদিগুহ্যতম দেবাদিদেব! আমি তোমার দিব্যদেহে, আদিত্যাদি দেবতা, জরায়ুজ অণ্ডস্থ সমস্ত প্রাণীগণ, দিব্যঋষি ও উরগগণ এবং তাদের নিয়ন্তা পদ্মাসনস্থ প্রজাপতি ব্রহ্মাকেও দর্শন করছি। তুমি অক্ষয় পরমব্রহ্ম, মুমুক্ষুগণের জ্ঞাতব্য, তুমিই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগ, সর্ব্বস্থ; তুমিই জ্ঞাতৃ, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, তুমিই জগতের পরম নিধান, নিত্য, সত্য, সনাতন। রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, মরুত্ত্ব, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ, সুরাসুর ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্ময় স্তিম্বিতনেত্রে তোমায় দর্শন করে, ভীতিবশতঃ কৃতাঞ্জলিপুটে তোমার স্তব করছেন। হে দেবেশ! আমিও তোমার অত্যদ্ভুত বিরাট রূপ দর্শনে অতিমাত্র ভীত হয়েছি। হে বিষ্ণো! তোমার প্রলয়াগ্নিসদৃশ দংষ্ট্রাকরাল বহুবদন দর্শনে আমার দিগ্‌ভ্রম হচ্ছে। আমি শান্তিলাভ করতে পারছিনে। হে জগবন্ধু, জগন্নাথ! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে নমস্কার করি।

(প্রণাম)

কৃষ্ণ। হে অর্জ্জুন! উত্থিত হও। আরও দেখ, আমার বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করে দেখ। দেখ—কৌরবগণ কিরূপে অগ্নিমধ্যে পতঙ্গের ন্যায় দলে দলে প্রবেশ করছে।

অর্জ্জুন। ও কি! তোমার ঐ অতি ভয়ঙ্কর বিরাট বদন গহ্বরে ভগদত্ত, জয়দ্রথ, শল্য প্রভৃতি ক্ষত্রযোদ্ধ্গণ; দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ; ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও মদ্‌পক্ষীয় ধৃষ্টদ্যুম্নাদি বীরগণ যেন কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে প্রবেশ করছে; আর তুমি মহোল্লাসে তাদের মস্তক সমুদয় চর্ব্বণ করছ। হে মহাকাল! তুমি প্রজ্জ্বলিত বদনবৃন্দ

দ্বারা সমস্ত লোককে চতুর্দ্দিকে গ্রাস করে ভক্ষণ করছ। হে উগ্ররূপী! তুমি কে? তোমার ঐ প্রচণ্ড মূর্ত্তি আর আমি দেখতে পারছিনে। তুমি ঐ রূপ—ঐ মূর্ত্তি সংবরণ কর। হে বিশ্বরূপ, বিশ্বেশ্বর! আমি তোমাকে পুনরায় প্রণাম করি।

(প্রণাম করণ)

কৃষ্ণ। হে সব্যসাচী! আমি লোক-ক্ষয়কারী কাল; এখন লোকক্ষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত। পৃথক পৃথক অনিকিনী মধ্যে অবস্থিত কুরুক্ষেত্রের কেহই জীবিত থাকবেন না। তুমি তাদের সংহার পূর্ব্বক যশ লাভ কর। ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণাদি বীরগণ পূর্ব্ব হতেই আমা দ্বারা নিহত প্রায়, এখন তুমি তাদের নিধন জন্য নিমিত্ত মাত্র হও। তোমার তাঁদের জন্য সন্তাপের কোন কারণ নাই। উঠ, কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও। এইবার চেয়ে দেখ আমার সেই হাস্যময় মূর্ত্তি।

(বিশ্বরূপ সম্বরণ ও সভয়ে অর্জ্জুনের উত্থান)

অর্জ্জুন। একি! আমি কোথায়?

কৃষ্ণ। এই যে সখা! আমারই কাছে আছ। আমার বিশ্বরূপ দেখতে চেয়েছিলে—তাই দেখালাম। এখন আশ্বস্ত হও।

অর্জ্জুন। হে কৃষ্ণ! আর আমার যুদ্ধে কোন দ্বিধা নাই। তুমিই সৃষ্টি, স্থিতি, সংহারকর্ত্তা, অনন্তরূপে অনন্তকালে তুমিই একমাত্র বিরাজিত। তোমার পূর্ব্ব, পশ্চাৎ, সর্ব্বদিকেই সহস্রবার নমস্কার করি। তুমি জগতের সর্ব্বসৃষ্টিতে ব্যাপ্ত আছ। তুমিই পুরাণপুরুষ, আদি সত্য ও সনাতন; আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি নিজ মহিমায় ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র এই অর্জ্জুনকে সখা বলে সম্বোধন করেছ। তুমিই সর্ব্বগুণময়, তোমাকে আবার নমস্কার করি। আমার শত অপরাধ মার্জ্জনা কর।

কৃষ্ণ। এখন চল, সকলেই ধর্ম্মরাজের কাছে যাই। আমাদের

জন্য তিনি উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছেন। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য মন্ত্রণা করিগে চল।

অর্জ্জুন। বেশ, চল। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক। জয় শ্রীহরি! জয় শ্রীহরি

গীত।

তোমার খেলা খেলছ সখা, কেন তবে ছলনা?
তুমি আছ তোমায় নিয়ে, কে করে হে তায় ধারণা?
যে লয় পদে শরণ তব, বুঝাও তারে গুণাপনা,—
তুরীয় ভাবে সেইত জানে, নিষ্কাম তার হয় উপাসনা॥
মাহাত্ম্য হে তোমার হরি! জানি কিসে কৃপা বিনা?
মায়া, মোহ ঘিরে আছে, তাইত তুমি হও অজানা;
ছিন্ন করে দিলে বন্ধন, ধন্য হ'ল আজ সাধনা,
পূর্ণ হ'ক হে তোমার ইচ্ছা, নিখিল-জন-কামনা॥

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—মণিপুর রাজোদ্যান।

একাকী গদাধর।

গদা। এ শড়া হরধর মাইতো মুকে পাগল করি দিলা। পায়ের বেঁকী দিলা, হাতের খাড়ু পৈঁচা দিলা, নৌকার পালমত মণিপুরী বসন দিলা, আর কি দিমু? এখন কহিলা, দেশ চল। এ রামচন্দর! চল কহিলাত রজা চলিবারে দিলা। কত রজার রাজ্যপার হই কিরি, সে উৎকল ছাড়ি কিড়ি এই পাহাড়পরি মণিপুরদেশে আইলা। এখন মু কি মুস্কিলে পড়িলা।

হলধরের মাতার প্রবেশ।

হল-মাতা। আ মোর দগধ অদৃষ্টর! তুহার সাথ আসিকিড়ি, কি কু-করম করিলা। হরধর দেশর লাগি কাঁদিকিরি ঘরবার করচ্ছন্তি, আর তু রজার নকড়ী ছাড়িকিরি ঘর যাতি নারিলা? মু'ত এবার পাহাড়পর মাথা ঠক্কর দেইকিরি মরিজিব -মুত মরিজিব—মরিজিব।

গদা। এ হরধর মায়! শুঁন, শুঁন! তু মরিজিবত মোর দশা কি হইব তা ভাবিলা? তু আর কয়দিন দেখ, মু রজার পাশ ছুটী লেইকিরি, হরধর আর তুর সাথ দেশ যাউছন্তি। তু মোরে আর না কহিবা। এ কথা মু সত্য সত্য সত্য কহিলা—রামচন্দরর দিব্য।

হল-মাতা। হঁত মু রহিব তোর আচার দেখিকিরি, মু যা করিব, তু তা দেখিবা।

গীত ।

গদা । সবুর, সবুর রসবতী মোর, মু'ত দিব্য করিলা ।
ও চরণর দাস এ গদাধর, তু লাগি পাগল হইলা ॥
হল-মাতা । তু শঠ লম্পট, সত্য করে ভালবাসিলা,
মণিপুরনারী, মাথা খাইকিড়ি
এ হরধর ! তুহার বাপ গদাধর ;
অ রামচন্দর এ কিমতি কৈলা ? (ক্রন্দন)
গদা । তু'ক দিব্য, হরধরর দিব্য, মোর দোষ ন ঘটিলা,
শিরপর কলঙ্কর ভার, কোন শড়া দিতে না পারিলা ।
হল-মাতা । রসঘর হনুমন্ত মোর, লম্ফ ঝম্প সার,
দিব্য তোর বুঝি গেলা, দেশ না যাবর কারণ,
এ হরধর ! মোর দগ্ধ অদৃষ্ট র !
কাটিলা, অহ কাটিলা কাটিলা । (ক্রন্দন)
গদা । কাঁইকিরি বুঝাব তু'ক, এ রসবতী ! মোর রসবতী !
তু একলি মোর, মাথা খাইলা, মাথা খাইলা ॥

বেগে হলধরের প্রবেশ ।

হলধর । এ বাপ ! শড়া মাতুল আউছন্তি । মু'ত কাঁইকিড়ি আই-কিড়ী খবর আনিলা । শড়া মাতুল মোর সাথ ছুটিব কাঁইকিড়ী ?

হল-মাতা । এ রামচন্দর ! গড় চরণপর । এ বাপ হরধর তুত মোর পরাণ দিলা । আর তুক এ মড়া বাপত মোর কি দশা করিলা । অ মোর দগ্ধ অদৃষ্টর । (ক্রন্দন)

শ্যালক গোবর্দ্ধনের প্রবেশ।

গদা। আস, আস, বাপর ঠাকুর আস; শড়া সুমুন্দী গোবরধন আস।

হল-মাতা। এ মোর ভায় বাপ! দেখ মোর কি হাল হইলা। এ ভায় গোবরধন বাপ! (ক্রন্দন)

গোবর্দ্ধন। এ দাদা বোনায়! তু বাপ এ কিমতি করিলা? মোর ভগিনীরে কঁউটী আনিকিড়ী, এ কি হাল করিলা? মুত পিরীথিবী ঘুরিকিড়ী তল্লাস করিকিড়ী, হিথা আউছন্তি।

হলধর। তু শড়া মাতুল, মোর গাঁকে ধাইকিরি লিয়ে যিব। এ পাহাড়পর আইকিরি মুত হবথব হৈ গিলা। শড়া বাপত দিনরাত বাগানপর কাম করছন্তি; মুত একা ঘরপর কিমতি রহিব? খেলুড় না পাইকিড়ি মোরতো জান গেলা।

গদা। হঁ শড়া সুমুন্দি! তু বাপ হিয়ে আইকিড়ি, বড় উচিত কাম করিলা। তুক ভগিনী নকড়ী করিকিড়ি পায়ের বেঁকী, হাতপর খাড়, পৈঁচা দিলা; এ শড়া হরধর কলা দিলা।

হলধর। এ শড়া বাপ! চুপ, চুপ—রজা আউছন্তি।

গোবর্দ্ধন। কঁউটীরে শড়া? মোর জান ত না জিব? এ প্রভু জগড়নাথ!

বভ্রুবাহনের প্রবেশ।

বভ্রু। কি রে গদাধর! তোরা সকলেই যে একস্থানে। এটী কে?

গদা। এ শুড়া, রজাবাপ, মোর সুমুন্দি বাপ। উৎকল দেশ ছাড়িকিড়ি, আজ তু'ক চরণপর আইলা।

গোবর্দ্ধন। অবধাঁড় রজা বাপ! এ মু'ক দাদা বোনায় বাপ হউ-ছন্তি। উক গাঁক লৈ যিব বলিকিড়ি আউছন্তি।

হলধর। হাঁরে রজা বাপ! এ'শড়া মু'ক মাতুল হউছন্তি।

হল-মাতা। এ দগ্ধ অদৃষ্টর, মোর কি হাল হইলা রে বাপ!

(ক্রন্দন)

বভ্রু। এ কি গদাধর! তোমার স্ত্রী কাঁদছে কেন? মেরেছ নাকি?

গদা। এ রজা বাপ! তু'ক চরণর দিব্য, মু'ত কিছু না করিলা। দেশ জিব, দেশ জিব করিকিড়ি ইমত কাঁদিলা। মুতো ছুটীর লাগি দরবাড়ে লিখন লিখিলা—দগ্ধ অদৃষ্টর ছুটী না মিলিলা। আর উত ইমন ধারা দিনরাত করিছন্তি। বেঁকা দিলা, খাড়ু পৈঁচা দিলা, কাঁই উত মোর কথা না শুনিবা।

গোবর্দ্ধন। মুতো উকে গাঁকে লিয়ে জিব বলিকিড়ি আউছন্তি রজা।

গদা। হঁ রজা! এ শড়াক সাথ মোরা গাঁকে জিব। তু মুকে ছুটী দেইকিড়ি যা রজা।

বভ্রু। গদাধর, আর তোমাকে আমি বলপূর্ব্বক এখানে রাখব না। তুমি অপরাহ্নে কোষাগারে যেও; কোষাধ্যক্ষ তোমার বেতন মিটিয়ে দেবেন। কাল প্রত্যুষেই তোমরা দেশে যেও।

সকলে। জয় হউছি, রজা তুকে জয় হউছি। গড় করি রজা।

[সকলের প্রণামকরণ।

বভ্রু। যাও, এখন তোমরা স্নানাহার করগে।

সকলে। জয় রজা বভরুবাঁহড়ের জয়—জয় রজা বভরুবাঁহড়ের জয়!

[বভ্রু ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বভ্রু। বেশ আনন্দে চলে গেল। গদাধরের স্ত্রীর ক্রন্দন নিমেষ মধ্যেই হাস্যে ভরে গেল। এমনই স্বদেশের আনন্দময় আকর্ষণ। এতেই শাস্ত্রে

বলে যে, দেশের কুকুরও ভাল, তথাপি বিদেশের ঠাকুরও ভাল নয়। আপন দেশকে এইরূপ ভাল না বাসলে, ভগবানেরও তার প্রতি দয়া হয় না। দেশের জন্য যার প্রাণ কাঁদে, দেশের সুখ্যাতায় যার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়, দেশের কার্য্যে যার জীবন উৎসর্গীকৃত হয় সেই মহাশয়, মহাত্মা, মহাপুরুষ! স্বদেশ-প্রেমিকই বিশ্বে বরণীয় হয়। যে দেশের দুঃখকে নিজের দুঃখ জ্ঞান করে, দেশের সম্মানকে আপন সম্মান বোধ করে; দেশের উন্নতিতে আপন উন্নতি উপলব্ধি করে, সেই প্রকৃত স্বদেশ-ভক্ত—সেই ত্যাগী—সেই কর্ম্মবীর। স্বার্থপরতা হিংসা প্রভৃতি নীচতা তার হৃদয়ে স্থান পায় না। দয়া, ধৈর্য্য, ত্যাগ ও ভগবদ্ভক্তিই তার সম্পত্তি।

উলুকরামের প্রবেশ।

উলুক। মহারাজের জয় হ'ক।

বভ্রু। এ কে! উলুকরাম? এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? বালক-বুদ্ধিতে তোমায় তখন ত্যাগ করেছিলুম; তার জন্য আমি এখন অনুতপ্ত হয়েছি। যখন বুঝলাম, তোমাকে কার্য্যে অবসর দেওয়া উচিত হয়নি, তখনই তোমার অন্বেষণ করেছি। শুনলাম, মর্দ্দ সর্দ্দারের আশ্রয়ে আছ, তাই শুনেই দূত পাঠিয়ে জ্ঞাত হই যে, তুমি সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেই, গোপনে কোথায় চলে গিয়েছ। আর কোন সন্ধানই পাইনি।

উলুক। আজ্ঞে, তা পাবেন কি করে? জীবনের তিনভাগ রাজ-বাড়ীতে রাজভোগে কাটিয়ে কি আর বুনোদের কাছে থাকা পোষায়? তার অপেক্ষা ভিক্ষা করে খাওয়াই ভাল,এই ভেবে ভারতময় ঘুরে বেড়িয়েছি তবে এতে আপনার অনুতাপ করা বেশীর ভাগই হয়েছে। পুরাতন কর্ম্ম-চারীদের এখন অনেক স্থানে আমার দশাই হচ্ছে। পুরাতন চাল চলনও দেশ হতে উঠে যাচ্ছে! এখন নব্য তন্ত্রের মতে নূতন নূতন

সব বিধি ব্যবস্থা হচ্ছে। আহার, বিহার, সাজ, সজ্জা, সবই ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন হয়ে যাবে। কেবল বকেয়া এই দেশটাই পড়ে থাকবে।

বভ্রু। আর আমাকে লজ্জা দিওনা উলুক! তুমি আমাকে শিশু অবস্থায় কত কোলে করে নিয়ে বেড়িয়েছ। সেই বালকবোধে আমার ক্রটী ভুলে যাও।

উলুক। আজ্ঞে মহারাজ! ও কি বলছেন? আমি সামান্য ভৃত্য মাত্র।

বভ্রু। না উলুক! তুমি সামান্য ভৃত্য নও। যতদিন তুমি এখানে রক্ষীসর্দ্দার ছিলে, ততদিনতো আমার রাজপ্রাসাদে ঘাতক প্রবেশ করতে পায়নি। তুমি বসে থেকে যা করেছ, এখন নিয়ত সতর্ক পর্য্যবেক্ষণেও তা কেউ সম্পন্ন করতে পারছে না।

উলুক। আজ্ঞে মহারাজ! আমাকে অত করে বাড়াবেন না। বৃদ্ধ মহারাজের সময় হতে রাজ-অন্নে পালিত হয়েছি; বাহিরের দিকে দৃকপাতও ছিল না। তার কারণ—স্ত্রী পুত্রও কখন নাই, একমাত্র আমিই আমার সংসার।

বভ্রু। তুমি পুনরায় আপন পদ গ্রহণ কর। তোমাকে আর ঘুরে বেড়াতে দেব না। কেমন—স্বীকৃত?

উলুক। আজ্ঞে মহারাজ! সে আর বেশী কথা কি? তবে এখন বেশ আছি—আর কোন দায়ীত্ব নাই। একটাতো উদর, কোনক্রমে চলে যাচ্ছে। ভগবানের জীব, তিনিই একরূপে চালিয়ে দিচ্ছেন। ঘুরতে ঘুরতে ভাবলাম যে, একবার কুরু পাণ্ডবদের রাজধানীটা দেখে যাই। কিন্তু কাছাকাছি গিয়েও, আর যাওয়া হল না। দেখি, দূরে কেবল অসংখ্য রথ, গজ, অশ্ব, সৈন্যের মহা ভিড়। অনেক চেষ্টায় শুনলাম যে, কুরুপাণ্ডবে রাজ্য নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে। ছলে পাশাখেলায় নাকি রাজা দুর্য্যোধন, পাণ্ডবদের সর্ব্বস্ব জিতে নিয়ে, বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর

অজ্ঞাতবাসে প্রেরণ করেছিল। এই তের বৎসর পরে দুই দলে রাজ্য নিয়ে যুদ্ধ বেধেছে। স্থানটা হচ্ছে—কুরুক্ষেত্র।

বভ্রু। এই যুদ্ধে কারা যোগ দিয়েছেন জান?

উলুক। আজ্ঞে, দু একটা শুনেছি। দুদলেই.পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে যুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন। তাঁদের কেউ কৌরব পক্ষে কেউ পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিয়েছেন। প্রাক্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত কুরুপক্ষে, আর নাগরাজ ইরাবান পাণ্ডবপক্ষে গিয়েছেন শুনলাম। দ্রুপদ, বিরাট, বৃষ্ণি, ভোজ প্রভৃতি রাজারা, আর ভীমপুত্র ঘটোৎকচ পাণ্ডবপক্ষে আছেন। আর অপর দিকে ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থমা, শল্য, জয়দ্রথ প্রভৃতি আছেন। আরও কত কত রাজা এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন, তা কি আর জানতে পেরেছি? তাই ছুটে দেখতে আসছি যে, আপনিও নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছেন কি না।

বভ্রু। সে কি? আমিত এর কিছুই জানিনা। হায়! আমার জীবনই বৃথা। শুনিছি, আমার বিমাতা উলুপীর পুত্র নাগরাজ ইরাবান। তাঁকে নিমন্ত্রণ হল, আর আমি কোন সংবাদ পেলাম না কেন? তবে কি পিতা আমাকে দুর্ব্বল ভেবে আহ্বান করেন নি? উলুক! এ দুঃখ যে আমার মৃত্যুতেও যাবে না। ভুবনজয়ী ভীষ্মাদি বীরগণ; আমার পিতা ও পিতৃব্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করছেন; আর আমি এখানে জড়ের ন্যায় অবস্থান করছি! ধিক্ আমার জীবনে। যে পুত্রের দ্বারা পিতার কোন সেবা ও সাহায্য না হয় সে পুত্র নয়—শত্রুতুল্য। তেমন পুত্রের জীবনধারণ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। উলুক! আমি যুদ্ধে যাব—এই দণ্ডেই।

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদা। যাবে বৈ কি বাবা! আমি অন্তরাল হতে সব শুনেছি।

তোমাকে এ যুদ্ধে নিশ্চয়ই যেতে হবে বভ্রু। গাণ্ডীবীর পুত্র হয়ে, গৃহে বসে থাকবে কেন? আর পুত্রকে কি পিতা কখন নিমন্ত্রণ করেন? পুত্রই স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে পিতৃকার্য্যে আপনাকে নিযুক্ত করে ধন্য হয়। আমি বীর-ক্ষত্রিয়বালা—ক্ষত্রিয় চূড়ামণি মহাবীর পার্থের পত্নী। এস বাপ! আজ স্বহস্তে তোমাকে বীরসাজে সজ্জিত করে, মহাসমরে পাঠিয়ে দিই। মণিপুররাজ বীর বভ্রুবাহনের বীরত্বে বসুধা মুগ্ধা হ'ক। আমি সেই গরিমায় আপনাকে ধন্যা জ্ঞান করবো। বভ্রু! তুমি প্রস্তুত?

বভ্রু। যার এমন বীরাঙ্গনা মাতা—সে আবার অপ্রস্তুত কখন? পদধূলি দাও মা, আমি এখন যাত্রা করি। তোমার পদরজই আমার অক্ষয় কবচ—আর কৃষ্ণ নামই আমার অজেয় অস্ত্র। তোমার পদরজ রূপ দুর্ভেদ্য কবচে অঙ্গ আবৃত করে, যদি কৃষ্ণ নাম করতে করতে অস্ত্র-চালনা করি; তা'হলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আমার আছে পরাস্ত হবেন। পিতৃ-শত্রু দলনের জন্য আমার মন উদ্‌গ্রীব হয়েছে। শত ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপাচার্য্যকে আমি তৃণসম তুচ্ছজ্ঞান করি। বিমাতা উলুপীর পুত্র ইরাবান নাগলোক হতে যুদ্ধে গিয়েছে, হিংসায় আমার প্রাণ অধীর হয়ে উঠ্‌ছে। মুহূর্ত্ত বিলম্ব আমার পক্ষে যুগ বলে বোধ হচ্ছে। দাও মা, পদরজ দিয়ে আমাকে এখন বিদায় দাও।

চিত্রাঙ্গদা। দেবো—হাসতে হাসতে আশীর্ব্বাদ করে তোমাকে বিদায় দেবো। মণিপুররাজ! মণিপুরের মুখ উজ্জল কর। সম্মুখ সমর ক্ষত্রিয়ের চিরবাঞ্ছিত। সেই সমরে তোমাকে পাঠাতে, আনন্দে আমার হৃদয় নৃত্য করছে। যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে এস—আদর করে বক্ষে গ্রহণ করব; আর যদি যুদ্ধ ক্ষেত্রে বীর শয্যা গ্রহণ কর—তাও আমার পরম আনন্দের বিষয় হবে। ক্ষত্রিয় সমাজ স্তম্ভিত নেত্রে দেখবে যে, ক্ষত্রবীর বভ্রুবাহন সম্মুখ

সমরে দেহত্যাগ পূর্ব্বক বীরধামে গমন করেছে। তোমা হতে উভয় ক্ষেত্রেই, আমি বীরমাতা বলে বিশেষ আখ্যাত হব।

বভ্রু। তাই হবে মা! তোমার পুত্র কখন সমরে ক্লান্ত হয়ে, কৌরবদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। বিশ্বেশ্বর বিজয়ী বীর পিতার ঔরসে, বীরাঙ্গনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, বীরত্বের মহান আদর্শে শিক্ষা-লাভ করেছি। সেই শিক্ষার উচ্চতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, হয় প্রত্যাগমন করে তোমার শ্রীচরণ পূজা করব—নয় অতুল যশোবিমণ্ডিত হয়ে বীরশয্যা গ্রহণ করব। স্থির জেন মা—কুরুক্ষেত্রে বীর-কীর্ত্তি স্থাপন করবো।

উলুক। কি বলছেন মহারাজ? যুদ্ধে যাবেন কি? সে যুদ্ধ কি এখনও শেষ হতে বাকী আছে? আমারতো কোন যানবাহন ছিল না যে, দু এক দিনের মধ্যেই দ্রুত গতিতে আসতে পেরেছি। ছয় মাসের পথ, অবিরাম অবিশ্রান্ত চলে দুই মাসে হেঁটে এসেছি। এতদিন সে যুদ্ধ নিশ্চয়ই শেষ হয়ে গিয়েছে। আগে দূত পাঠিয়ে সংবাদ নিন, তারপর যা হয় করবেন। হঠাৎ শুনেই যাওয়াটা কি ভাল? মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করুন, তবেত যাবেন।

চিত্রাঙ্গনা। সত্য বলেছ উলুক। বভ্রু! উলুকের কথায় আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে, ও সত্য কথাই বলেছে। এতদিন কুরুক্ষেত্রের মহাসমর হয়তো শেষই হয়েছে। অগ্রে বৃদ্ধ মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেই কার্য্য কর। আমি তোমাকে যুদ্ধে যাত্রা করতে নিষেধ করছি না, তবে এ বিষয়ের পরামর্শ আবশ্যক।

উলুক। আজ্ঞে হাঁ, আমি তাই বলছিলাম। আপনি উৎকৃষ্ট রথে যাবেন,তাতে আর কি বিলম্ব হবে? তবে একটা পরামর্শ করা দরকার।

বভ্রু। বেশ, তাই হ'ক। মা! আপনারও যখন এই ইচ্ছা, তখন

তাই হবে। আমি তবে মন্ত্রীর কাছে যাই। কি হয় না হয় এখনি সংবাদ দেব। [মাতাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান।

চিত্রাঙ্গদা। যাই, আমিও ইতি মধ্যে পশুপতির পূজা করে নেই।

[চিত্রাঙ্গদার প্রস্থান।

উলুক। যাক্ বাঁচা গেল। শেষটায় যে আবার রাজভোগ অদৃষ্টে ঘটবে, তা আর ভাবিনি। ভাগ্যে বুদ্ধি করে এসেছিলাম—তাইত? নইলে এ রাজভোগ উদরে দিত কে? ভিক্ষায় কি আর সব দিন সুবিধা হত? এক একদিন হয়তো ভিক্ষা মিলতোই না। আর তার উপর হাতা বেড়ী ধরা কি আমার কাজ? উঃ—দিনকতক চাকরী গিয়ে কি দুর্দ্দশাই ভোগ হল? একবার চাকরী গেলে, আর মেলা সহজ হয় না। বিশেষ আমাদের মত বীরপুরুষকে কি অন্যের পোষণ করা সোজা কথা? যাই, এখন আপন রাজগদী দখল করিগে। দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—গঙ্গাতীর।

বসুগণ আসীন।

উঠ মা গঙ্গে! তরঙ্গ ভঙ্গে,
হও মা মূর্ত্তিমতী।
আর নাই ভীষ্ম, হয়েছে ভষ্ম,
জাগিবে না তোর পুত্র সতী॥
শান্তনু তনয়, কান্ত তনুক্ষয়,
করিল সে কুরুক্ষেত্রে।
শিখণ্ডীর আড়ে, অন্যায় সমরে,
বর্ষিল পার্থ শর গাত্রে॥
শর শয্যায়, সন্তান ঘুমায়,
দেখনা করুণ নেত্রে।
ক্ষোভে মোরা বসুগণ, করিয়াছি আগমন,
তব তীরে হের ভাগিরথী॥

অদূরে উলুপীর প্রবেশ।

উলুপী। কি মনে হল, তাই নাগলোক ছেড়ে মর্ত্ত্যে গঙ্গাতীরে বেড়াতে এলাম! কিন্তু এ কি শুনছি? ভাল—অলক্ষ্যে থেকেই দেখি কি হয়। (অন্তরালে গমন)

১ম বসু। উঠ মা পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে! দেব ভীষ্মের অন্যায় নিধনে মর্ম্মাহত হয়ে, তোমাকে জানাতে তোমার তীরে আমরা বসুগণ উপস্থিত হয়েছি। তুমি ভীষ্মের এবং আমাদেরও জননী। সন্তানগণ মার কাছে প্রাণের ব্যথা জানাতে এসেছে। একবার মূর্ত্তিমতী হয়ে দেখা দাও মা!

গঙ্গার উত্থান।

গঙ্গা। কে তোমরা আমাকে সজল নেত্রে কাতর কণ্ঠে ডাকছ? তোমাদের ক্রন্দনে আমার প্রাণ কেঁদে উঠল। বল বৎসগণ! কি ব্যাথায় আমার কাছে ছুটে এসেছ? যখন মা বলে ডেকেছ, তখন তোমরা আমার সন্তান তুল্য। তোমাদের দুঃখে, আমার হৃদয় দ্রবীভূত হচ্ছে। বল, তোমাদের কি বাসনা; আমি পারিতো পূর্ণ করব।

১ম বসু। দেবী! আমরা বসুমণ্ডলী। মা আমরা অষ্টবসু মহর্ষি আপবের অভিশাপে—শান্তনুর ঔরসে ও তোমার গর্ভে পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলুম। তন্মধ্যে 'দ্যু' নামক বসু, সেই পরম ধার্ম্মিক সত্যব্রত ভীষ্ম নামে পৃথিবীতে পরিচিত হয়। তুমি তো তাহা অবগত আছ জননী। সেই মহাবীর ভীষ্মকে কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে, পাপমতি পার্থ অন্যায়ভাবে নপুংসক শিখণ্ডীকে সম্মুখে রেখে, অস্ত্রহীন অবস্থায় নিশিত শায়কে সংহার করেছে। তাই মর্ম্মাহত হয়ে দারুণ ক্রোধে তোমার কাছে এসেছি।

গঙ্গা। কি? আমার ভীষ্ম নাই? এত দিনে কি আমার ভীষ্ম-জননী নাম ঘুচে গেল? বৎসগণ! বল, কি করতে হবে বল? প্রতি-শোধ নিতে চাওতো, আমি তোমাদের অস্ত্র দিচ্ছি, সেই অস্ত্রে পাপাত্মা পার্থকে বধ কর। স্বয়ং শ্রীহরিও তার সারথী হয়ে তাকে রক্ষা করতে পারবে না। গঙ্গার ক্রোধে তাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। একা হরি কেন, যদি হরও এসে তার স্বপক্ষে অস্ত্র ধারণ করেন, তাহলেও

হরহরির যুক্ত শক্তিতেও তাকে রক্ষা করতে পারবেন না! বল বৎসগণ, কি কর্‌তে হবে বল।

১ম বসু। মা! আমরা ওকে অভিশাপ দিতে চাই। সামান্য প্রাণনাশে আর কতটুকু শাস্তি প্রদান হবে? সে যাতে মহাপাপে নরকে দীর্ঘকাল যাতনা ভোগ করে, সেই অভিশাপ দিতে চাই। তাই তোমার আদেশের অপেক্ষা করছি। বল মা, তোমার ইচ্ছা কি?

গঙ্গা। তাই দাও, এমন অভিশাপ দাও, যাতে স্বর্গ গমনের পথ তার রুদ্ধ হয়—যাতে অনন্তকাল পার্থ নরক যাতনা ভোগ করে। দাও অভিশাপ—আমি তার সমর্থন করব। উঃ—না জানি বাছা আমার তখন কত মা মা বলে ডেকেছে। কেবল কৃষ্ণচক্রেই বোধহয় বধির হয়েছিলাম। নতুবা দেখতাম—ত্রিভুবনে কে এমন শক্তিশালী যে আমার ভীষ্মকে নাশ করতো। দাও অভিশাপ—বিলম্ব করো না।

বসুগণ। তবে শোন চরাচরবাসী! অন্তরীক্ষে শোন দেবগণ! যেমন পাপাত্মা পার্থ অন্যায় সমরে সত্যব্রত ভীষ্মকে নাশ করেছে, তেমনই যেন তাকে মহাপাপ আশ্রয় করে—যেন তার স্বর্গ গমন পথ রুদ্ধ হয়—যেন সে দুঃসহ নরক যন্ত্রণা ভোগ করে।

গঙ্গা। তাই হবে; আমি বলছি তাই হবে। কেউ এ অভিশাপ হতে তাকে মুক্ত করতে পারবে না—স্বয়ং শ্রীহরিও নয়—উঃ—এ যাতনা অসহ্য! বৎসগণ! আমি আর দাঁড়াতে পারছিনে—আমি যাই—আমি যাই। (অন্তর্ধান)

উলুপীর প্রবেশ।

উলুপী। হে মহাপুরুষগণ, আপনারা দেবতা হয়ে এ কি করলেন? এতাবৎ আপনারা তাঁর বিরহ যাতনা ভোগ করেছেন, কিন্তু পার্থ হতেই

যে তাঁকে আপনারা আবার প্রাপ্ত হলেন। অষ্ট বসু যে এতদিনে আবার পূর্ণ হল—এতো আপনাদের পক্ষে আনন্দের কথা। আপনারা দেবতা, তবে কেন মোহের বশে আবদ্ধ হয়ে, তৃতীয় পাণ্ডবকে এই কঠোর অভিশাপ দিলেন? আমি অবলা নারী, আপনাদের পদে ধরে প্রার্থনা করছি, শাপ প্রত্যাহার করুন।

১ম বসু। কে তুমি মা করুণ কণ্ঠে পার্থের জন্য কাতর প্রার্থনা করছ? পথ পরিত্যাগ কর; যখন শাপ দিয়েছি, তখন আর উপায় কি? বল মা, তুমি কে?

উলুপী। মহাত্মন! আমি নাগরাজকন্যা—অর্জ্জুন পত্নী উলুপী। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে স্বামীর সাহায্যে একমাত্র পুত্র ইরাবানকে পাঠিয়েছিলাম। দুরাত্মা রাক্ষস অলম্বুষ হস্তে বালক ইরাবান আমার চির নিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছে। সেই অষ্টম দিনের ঘোর যুদ্ধে, আমার বক্ষের পঞ্জর খসে গিয়েছে। পুত্রশোকে স্বামীর মুখচেয়ে জীবন ধারণ করেছিলাম, আজ ঘটনাচক্রে ঘুরতে ঘুরতে জাহ্নবী তটে এসে, আবার দারুণ সন্তাপ প্রাপ্ত হলাম। পুত্রশোকাতুরা এই অভাগিনী, কখন আপনাদের শ্রীপদ পরিত্যাগ করবে না। হয় শাপ প্রত্যাহার করুন, নয় আপনাদের সম্মুখে গঙ্গাবক্ষে জীবন বিসর্জ্জন করব।

বসুগণ। এ কি বিষম সমস্যা!

উলুপী। কিছু সমস্যা নয়, আপনারা দেবতা—দেব-হৃদয়ের মহত্ব দেখান—স্ত্রী হত্যা করবেন না। আমার পতিকে দারুণ অভিশাপ হতে অব্যাহতি দিন। আমি সামান্যা রমণী, তথাপি দেবতার মহত্ব বেশ জানি। আমাকে দয়া করুন! পুত্রশোকে আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে, আর অধিক মর্ম্মপীড়া দেবেন না। পতির আমার দোষ নাই, সবই সেই চক্রীর কার্য্য।

১ম বসু। কোন উপায় দেখতে পাচ্ছিনা; কিরূপে শাপ প্রত্যাহার করি?

উলুপী। যেরূপে হ'ক করতেই হবে। ভেবে দেখুন, ভীষ্মদেবের ইচ্ছা মৃত্যু কি না! তিনিই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে,আপন বধোপায় আপনিই ব্যক্ত করেছিলেন। ইচ্ছা পূর্ব্বকই তিনি মৃত্যুকে বরণ করেছেন। আমার পতি নিমিত্ত মাত্র! যে পার্থ একাকী বিরাটের গোধনমোচন কালে ভীষ্মাদিসহ কৌরবকে পরাজিত করেছেন; যিনি স্বর্গজয়ী দুর্দ্ধর্ষ নিবাতকবচকে নাশ করেছেন; তিনি কেন নপুংসক শিখণ্ডীর পশ্চাতে থেকে পিতামহকে হত্যা কর্‌বেন? এ তাঁর ইচ্ছায় হয়নি, তিনি ধর্ম্মের দাস—তাঁকে রক্ষা করুন। নয় এক কাজ করুন, আমিত তাঁর পত্নী—স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী, আপনারা ঐ শাপ আমার উপর অর্পণ করুন—তাঁকে রক্ষা করুন।

১ম বসু। তাই বা কিরূপে সম্ভব? মা, তোমার কথায় এখন সব বুঝতে পাচ্ছি; কিন্তু আর যে উপায় নাই।

উলুপী। উপায় আছে—নিশ্চয়ই আছে—দেবতার অসাধ্য কি কিছু থাকতে পারে? তবে লোকে দেবতাকে পূজা করবে কেন? আমি জ্ঞানহীনা রমণী, আপনাদের কিরূপে পূজা করতে হয় জানি না, তথাপি আমি সতী, সেই সতী-ধর্ম্ম সাক্ষী করে বলছি;—আপনাদের গৌরবে ত্রিজগৎ পূর্ণ হবে। আপনারা আমার স্বামীকে কঠোর অভিশাপ হতে উদ্ধার করুন। স্ত্রীহত্যা—সতীহত্যা করবেন না।

১ম বসু। শোন মা! তোমাকে যখন মাতৃ সম্বোধন করেছি, তখন তোমার জন্য এই মাত্র করছি যে, পার্থ আপন পুত্রহস্তে নিহত হবেন, সেই পুত্র মণিপুর পতি বভ্রুবাহন। সেই সময়েই তাঁর শাপ মোচন হবে। নাগলোকেই সঞ্জীবনী মণি আছে, তদ্বারাই তোমার স্বামীকে

পুনর্জ্জিবীত কর। এখন আমরা আসি।

(বসুগণের প্রস্থান)

উলুপী। জয় শ্রীহরি—জয় শ্রীহরি। তোমার অতুল করুণায় দীনার দ্বারায় তার পতির শাপ মুক্তির উপায় করলে। তোমার মহিমা কে বুঝতে পারে ? তোমারই ইচ্ছায় জাহ্নবী তটে উপস্থিত হয়েছিলাম, নতুবা কে এই অভিশাপ জানতে পারত ?—এ সবই তোমার চক্র। পুত্রশোক নিবারণের জন্যই বোধ হয়, স্বামীকে শাপ মুক্তি উপলক্ষ্য করে, এই আত্মপ্রসাদ দান করলে। অতি শৈশবে নাগরাজ ঐরাবতের পুত্রবধূ ছিলাম, সেই সময় গরুড় আমার পূর্ব্ব পতিকে ভক্ষণ করে। বংশলোপ আশঙ্কায় নাগরাজ আমার প্রাপ্ত বয়সে, মহাবীর পার্থের হস্তে অর্পণ করেন। তাঁর ঔরসে আমার বীরপুত্র ইরাবান জন্ম গ্রহণ করে, আমার মুখোজ্জল পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করেছে। সে সবই তোমারই খেলায়। হে লীলাময় ! তোমার জয় হ'ক্। [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—কুরুক্ষেত্র।

সত্যের প্রবেশ।

গীত।

নমস্তে নারায়ণ! নমঃ কার্য্য কারণ নিদান।
নমঃ বিশ্বরূপ, বসুদেব! নিখিল ভূতপ্রাণ নিধান ॥
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে, স্থাপিলে ধর্ম্ম পুনঃ পূজ্য!
ধরাভার লাঘব, হইল হে কেশব!
কে বোঝে লীলা তব গুহ্যাগুহ্য!
কৌরব কালগত, পাণ্ডব উদিত, মেঘমালা মুক্ত সুখ সূর্য্য;
জয়তি শ্রীহরি! নমামি চরণ পরি, কিঙ্করে কর কৃপা দান ॥
দশ অবতারে মহিমা প্রচারে, হে মাধব মুরারে!
সত্য, সত্য শাশ্বত, নিত্য, বিরিঞ্চি বন্দিত ত্বং কেশীহা, কংসারে,
হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে।
জয়তি জনার্দ্দন! যোগীগণ জীবন; নমামি জ্যোতিঃ স্বরূপ মহান ॥

কৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। হে সত্য! তোমারই জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়ে, এই ভাবে ধরাভার লাঘব করি। তোমাতেই আমার বিকাশ। তোমাকে যে আশ্রয় করে, আমি তারই কাছে আবদ্ধ হই। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব আজীবন তোমাকেই ধরেছিলেন বলেই, এই

কুরুক্ষেত্রের মহা যুদ্ধে জয়ী করেছি। এইবার তোমার প্রতাপ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল।

সত্য। হে বিরাটরূপী পরম ব্রহ্ম! আমি তো তোমারই এক ক্ষুদ্র বিভূতি—তোমার মহিমা তুমিই প্রতিষ্ঠা করেছ। লীলাছলে নানামূর্ত্তিতে তোমার আবির্ভাব। বর্ণে তোমার বর্ণনা হয় না,—আমি তোমাকে নমস্কার করি।

কৃষ্ণ। হে সত্য, যত দিন বিশ্ব থাকবে, ততদিনই তোমার আমার কার্য্য চলবে। তারপর মহাপ্রলয়ে, তুমি ও আমি একীভূত হয়েই অবস্থান করব। এখন এস, আমাকে এখনি পাণ্ডবগণের নিকটে যেতে হবে। পাণ্ডবগণ গুরু, ভ্রাতা, বন্ধু প্রভৃতির ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করে ফিরে আসছে, তাদের শান্তনা দিতে হবে; আমি আসি।

[কৃষ্ণের প্রস্থান।

সত্য। আমি তোমায় পুনরায় নমস্কার করি—তোমার জয় হ'ক। জয় শ্রীহরি—জয় শ্রীহরি। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—বিদুরের আশ্রম।

বিদুর ও কুন্তী।

কুন্তী। দেবর! পূর্ব্বে ভেবেছিলাম, আমার পুত্রগণ এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করলেই সুখী হবে; কিন্তু একি হল? অশান্তি যে সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হয়েছে। অন্ধরাজ ও দেবী গান্ধারীর অবস্থা দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। আলুলায়িতকেশা, উন্মাদিনী কুরুকুল বধূদের মর্ম্মভেদী কাতর ক্রন্দনে, আমি আর স্থির হয়ে থাকতে পারছিনে। বালক, বালিকা, বৃদ্ধ, বৃদ্ধার আর্ত্তনাদে আকাশ আচ্ছন্ন করেছে। এই দারুণ শোকাবহ দৃশ্য দেখ্‌বার জন্যই কি; এই হতভাগিনীর জন্ম হয়েছিল? যে হস্তিনা কিছুদিন পূর্ব্বে আনন্দে অমরাবতীকেও তুচ্ছ করত, সেই হস্তিনার ঘরে ঘরে এখন হাহাকারধ্বনি উত্থিত হচ্ছে। দুগ্ধপোষ্যশিশু মাতৃস্তন পানের জন্য আকুল কণ্ঠে ক্রন্দন করছে, কিন্তু তার জননীর তাতে ভ্রূক্ষেপও নাই; কেবল শূন্য দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে এক একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করছে, আর বক্ষে করাঘাত করছে। সন্ধ্যা হয়েছে, তথাপি কারও গৃহে দীপ প্রজ্জ্বলিত হয়নি, সকলেই মহাশোকে মুহ্যমান—কে তা দেখছে? শিবাগণ নির্ভয়ে সকলেরই গৃহে গৃহে বিচরণ করছে; মাঝে মাঝে তাদের বিকট চীৎকারে বুঝি অন্ধকারকেও কাঁপিয়ে তুলছে। হায় হায়! এ দৃশ্য দেখবার পূর্ব্বে আমার কেন মৃত্যু হল না! আমা হতেই এই সর্ব্বনাশ হল। আমি যদি জন্মগ্রহণ না করতাম, বা আমি যদি

বন্ধ্যা হতাম, তাহলেও এই দুর্ঘটনা ঘটত না। আমিই কালসাপিনী; আমার কেন এখনও মৃত্যু হচ্ছে না!

বিদুর। দেবী! কেন আপনাকে এত গঞ্জনা দিচ্ছ? তোমার এতে অপরাধ কি? যাঁর ইচ্ছায় এই জগৎ গঠিত, তাঁরই ইচ্ছায় আজ হস্তিনায় এই মহাশোকাভিনয়। ধরা, ক্ষত্রিয় তেজে বড়ই সন্তপ্তা হয়েছিলেন, তাই তাঁকে শীতল করতে সংহার মূর্ত্তিতে সচ্চিদানন্দের এই খেলা। ক্ষত্রিয়গণ মদগর্ব্বে এত স্ফীত হয়েছিলেন যে, পাপ পূণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করতেন না! নানারূপ ব্যাভিচারে ভারত পূর্ণ হয়েছিল। ভেবে দেখ দেবী, যজ্ঞাগ্নিপ্রসূতা মা যাজ্ঞসেনীকে, পাপমতি দুর্য্যোধন প্রকাশ্য রাজসভায় কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক আনয়ন করে কি দুর্গতিই না করেছে। এইরূপ ভারতের দেশে দেশে নারী নির্য্যাতন, দেব দ্বিজ উপেক্ষা ও যাবতীয় অধর্ম্মের উৎপত্তি হয়েছিল বলেই—ধর্ম্মের পুনঃ সংস্থাপনের জন্যই জগদ্দিষ্ট কৃষ্ণের এই লীলা। ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণ হতেই আবার ধরায় ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত হবে। সেই পাণ্ডবগণের গর্ভধারিণী তুমি। তুমি যে সাক্ষাৎ শান্তিদায়িনী মা! সন্ত্রাসিত জগৎ তোমারই মুখপানে চেয়েছিল; তোমার কি এ আক্ষেপ করা কর্ত্তব্য?

কুন্তী। দেবর! আমাকে এ বৃথা সান্ত্বনা দিচ্ছ। যে রমণী আমাকে নিরীক্ষণ করছে, সেই যেন দারুণ দুঃখে বক্ষে করাঘাত করে আমাকেই তার কারণ নির্দ্দেশ করছে। কুরুকুলকামিনীগণ কাতর কণ্ঠে আমাকে অভিশাপ রাশি বর্ষণ করছে। বালকগণও আমাকে দেখে কেঁদে উঠে সভয়ে পলায়ন করছে। আমিই সকলের দুঃখের কারণ। আমা হতেই কৌরবের সাধের হস্তিনা শ্মশানে পরিণত হয়েছে। আমা হতেই হস্তিনাবাসীর সুখের সূর্য্য অস্তমিত হয়েছে;

নৈরাশ্যের বিভীষিকাময়ী ঘোর অন্ধকারে রাজধানী আবৃত করেছে। আমিই সর্ব্বনাশের মূল।

গীত।

ওগো হায়! হায়! হায়! এ কি হল দেবর?
হাহাকারে চরাচর পূর্ণ অষ্টপ্রহর॥
বড় ব্যথা পাই বুকে, রহিব আর কোন সুখে,
আমা হেতু সবে দুঃখ;
সর্ব্বনাশী এ কুন্তীকে, সৃজিল কেন শ্রীধর॥
পঞ্চপুত্র করি প্রসব, তাদেরই জন্য আহব,
গেল হস্তিনার বিভব, নিহত কৌরব;
(হায় শ্মশান হল, কুরুরাজ পুরী আজ)
নিভিল দেউটী, করে লুটালুটী, পতিপুত্রহারা নারী;
দেয় অভিশাপ, লভি কত তাপ, বক্ষে করাঘাত করি;
(কোথায় শান্তি বল? মরণ ভাল, দুঃসহ আর জীবন ধারণ)
অনুতাপে হই সারা, সর্ব্বনাশী পাণ্ডুদারা, কেন ধরে ধরা?
হউক এখনি দ্বিধা, পাপিনী পৃথা, প্রবেশ করিব সত্বর॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। একি দেব বিদুর! পিসি মা অকস্মাৎ এত খেদ কর্‌ছেন কেন?

বিদুর। অন্তর্য্যামী ভগবান! এ আবার তোমার কোন প্রশ্ন? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তোমার অজ্ঞাত কিছু আছে কি? ছলনাময়! এই ক্ষুদ্রা-দপি ক্ষুদ্র বিদুরকে নিয়ে আবার এ রঙ্গ কেন? যে তোমাকে

জানে না, তাকে যা মায়া দেখাতে হয় দেখিও—তাকে যাতে ভোলাতে পার ভুলিও; কিন্তু যখন তোমারই কৃপায় তোমাকে চিনেছি, তখন আর এই অধমের সঙ্গে চাতুরী কেন? তবে যদি শ্রীচরণে কোন অপরাধ করে থাকি, সে অপরাধও ত নিজ গুণেই তোমাকে মার্জ্জনা করতে হবে—কারণ তুমিই অধমতারণ।

কৃষ্ণ। এক কথায় কত কথা এনে ফেললেন! আপনাকে তো আমি কথায় পারব না। ঐ জন্যই যে আপনার কাছে হার মেনেছি। এখন যা জিজ্ঞাসা করলাম, তার উত্তর দিলে সুখী হই।

বিদুর। সুখী হও? বলি হাঁ হে কালাচাঁদ! তোমার কাছে সুখ দুঃখ আছে নাকি? যদিইবা থাকে, তাহলেও তাদের পৃথক সত্ত্বা অনুভব কর কি? তা যদি করতে, তা যদি জানতে, তা হলে জগতে কি কখন অভাব থাকত? তুমি ভাবময় ব'লেই, অভাব বুঝতে পার না; তাই জীব নানারূপ অভাবে পতিত হয়ে দুঃখ অনুভব করে। এ ক্ষেত্রেও দেবীর সেই অবস্থা।

কৃষ্ণ। কেন? পিসিমার এখন আবার অভাব কি? যা কিছু ছিল, তাতো পূর্ণ হয়েছে।

কুন্তী। কৃষ্ণ! সত্যই বলেছ, আজ আমার দুঃখের দশা পূর্ণ হয়েছে। আমা হতেই কুরুকুল নির্ম্মূল হল, শত্রুকুল ধ্বংস হল। দেব পরশুরাম কর্ত্তৃকও যে ক্ষত্রিয় কুল নির্ম্মূল না হয়েছে, তাও আমা হতেই হল। লক্ষ লক্ষ বিধবা আর্ত্তনাদে আমার জয় ঘোষণা করছে। শকুনী, গৃধিনী, শৃগাল, সারমেয়রা মহামহোৎসবে নররক্ত পানে উল্লাসে অধীর হয়ে বিকট চীৎকারে আমার কীর্ত্তি কাহিনী প্রচার করছে। কি শুভক্ষণেই এই কালসাপিনীর জন্ম হয়েছিল!

কৃষ্ণ। এতক্ষণে বুঝলাম যে, কেন তোমার এত খেদোক্তি হচ্ছিল।

আমি ভেবেছিলুম, বুঝি আবার দুর্য্যোধন জীবিত হয়ে, পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে কোন নূতন ষড়যন্ত্র করেছে—তাই পিসিমা অমন করছেন। এখন আমার সত্যই হাসি আসছে। পিসিমার যে দিন দিন বালিকা-ভাব আসছে, তা আমি কি করে জানব? আমি জানি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানও বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু পিসিমার পক্ষে দেখছি তার বিপরীত ভাব। পিসিমার বোধ হয় দুর্য্যোধনাদির হস্তে পাণ্ডব বংশ ধ্বংস হলেই ভাল হত। তা হলেই আর খেদের কোন কথা উঠত না। এ বড় অন্যায় কথা! ধার্ম্মিকের জয় হলো—পাপীর পরাজয় ও ধ্বংস হল,—এ কি কম খেদের কথা? পিসিমার এতে অনুতাপ না হওয়াই যে অন্যায়। কি বলেন বিদুর মহাশয়?

বিদুর। আর আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন? যাঁর সঙ্গে হচ্ছে, তাঁর সঙ্গেই হ'ক। আমি দর্শক ও শ্রোতা হয়েই থাকি। বিচারের মধ্যে আমি নাই। অবিচারে কেবল তোমাকেই বুঝেছি, তাই তুচ্ছ উপচারে তোমার অর্চ্চনা করে আসছি। তুমিই মঙ্গলময়! তুমি যা কর তাই মঙ্গলের জন্য—এই আমার জ্ঞান।

কৃষ্ণ। আপনি আমাকে ভালবাসেন, স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাই আপনি এই কথা বললেন। পিসিমারতো তা নয়; তাহলে আমার কার্য্যে দোষারোপ করতেন না—অন্যায় ভাবতেন না—আর এত দুঃখও করতেন না।

কুন্তী। সে কি কৃষ্ণ! আমি যে কেবল তোমার মুখ চেয়েই জীবন ধারণ করে আছি। আমার যে অর্জ্জুন, সেই তুমি। আমি তোমাকে স্নেহের চক্ষে দেখি না? তোমার কোন কার্য্য কবে আমি অন্যায় বলেছি—দোষারোপ করেছি বাবা?

কৃষ্ণ। এইত এখনি ঘুরিয়ে বলছো। এই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কে

বাধাল ?—আমিই নয় কি ? চক্র করে, পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধনের দিকে ভারতের যত দুর্ব্বৃত্তকে যোগদান করিয়ে, ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডবগণের অস্ত্রে সংহার করিয়ে, ধরায় পুনরায় ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন কর্‌লাম। তাহলেই দেখ যে, এ আমারই কার্য্য। আমি দুর্ব্বল ও একা—তবে আমার কৌশলের কাছে কারও চাতুরী চলে না। তাই আমার কৌশল ও পাণ্ডবের বল একত্র করে, উদ্দেশ্য সফল করলাম। এতে সখারা আমার কেবল নিমিত্ত মাত্র। এতে পাপ পুণ্য যা হয়ে থাকে, তা আমার। একথা কি পূর্ব্বেও আমি তোমাকে কখন বলিনি ? তাতেও যখন এত দুঃখ করা হচ্ছে, তখন আমার কার্য্য অন্যায় বলা আর না হল কিসে ?

কুন্তী। কৃষ্ণ! আর আমি দুঃখ করবো না। জানি তুমিই সব, তথাপি তোমার মায়াকে এখনও অতিক্রম কর্‌তে পারিনি ; তাই সময়ে সময়ে কেবল এই মায়ার ঘোরে কি করে বসি, তাও বুঝতে পারিনে। সত্য বাবা! তোমার কার্য্য তুমিই করেছ ; তাতে আমার বাছারা নিমিত্ত মাত্র। কিন্তু আমি অল্পবুদ্ধি নারী, তোমার খেলা কি করে বুঝবো ? যখনই শক্তি দাও তখনই উপলব্ধি করি ; আর যেই কেড়ে নাও—অমনি ভুলে যাই। এখন কি করতে হবে বল, আর আমাকে লজ্জা দিও না।

কৃষ্ণ। এইবার পথে এসেছ। শোন পিসিমা! দাদা ধর্ম্মরাজও তোমারই মত কৌরবগণের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য শেষ করে, একেবারে উদাসীন হয়ে পড়েছনে। তাঁর ধারণা যে রাজ্যের জন্য আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি মহাপাপ করেছেন। তাই তাঁর এই উদাসীনভাব দেখে মহামতি ব্যাস, পুরোহিত ধৌম্য মহাশয়, এমন কি সম্প্রতি দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, তাঁকে অনেক বোঝাতে ও আমার বহু তর্ক যুক্তিতে পরাজিত হয়ে, শোক ত্যাগ পূর্ব্বক শান্তির জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করবেন স্থির

করেছেন। সখা অর্জ্জুন, সেই অশ্বের রক্ষক হয়ে, সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে এলে, যজ্ঞ আরম্ভ হবে। তাই তিনি শীঘ্রই তোমার আদেশ গ্রহণ করতে আসবেন। তখন যেন তাঁকে সে বিষয়ে উৎসাহ দান পূর্ব্বক আদেশ দিতে কুণ্ঠিতা হয়ো না। আমরা যতই বলি না কেন, দাদা ধর্ম্মরাজ তোমার আদেশ ব্যতীত কোন কার্য্য করবেন না। তাই তোমাকে শিখিয়ে রাখতে এসেছি। ভাগ্যে পূর্ব্বেই এসেছি, নতুবা আমাদের সব পরামর্শই বৃথা হত।

বিদুর। ঠাকুর! তোমার ইচ্ছা কি কখন অপূর্ণ থাকে? তোমার ইচ্ছাতেই যে সকলের ইচ্ছা। তুমি যে ইচ্ছাময়। তোমার ইচ্ছাতেই ত্রিসংসারের সৃষ্টি ও স্থিতি। আবার তোমার ইচ্ছাতেই একদিন সবই তোমাতে মিশিয়ে যাবে। এ খেলার উদ্দেশ্য তুমিই জান। তুমি যা শিখাবে, তাইত সকলে শিখবে। তখন আর এ লোক দেখান আশঙ্কা কেন? তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক।

কৃষ্ণ। পিসিমা! তাহলে ঐ কথা থাকল। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন বিদুর মহাশয়! তাহলে এখন আসি।

[প্রস্থান।

কুন্তী। দেবর! কৃষ্ণ কাছে এলেই আমার সব গোল হয়ে যায়। তখন যেন আর আমাতে আমি থাকি না। তার কাছে আমার কোন কথাই চলে না। এই অশ্বমেধ যজ্ঞে অর্জ্জুন অশ্বের রক্ষক হয়ে বহির্গত হবে, না জানি আবার কত যুদ্ধ হবে—কত মহাবীরের জীবন নষ্ট হবে। শান্তির জন্য এ আবার কি শাস্ত্রীয় বিধি?

বিদুর। দেবী! শাস্ত্রের বিচার করি এমন শক্তি আমার নাই। তবে যখন পিতা ব্যাসদেব এ বিষয়ে অনুমতি দিয়েছেন, তখন আর আমাদের এ বিষয়ে চিন্তার কোন কারণ নাই। আমি শুনেছি, ধরাভার

লাঘব করতেই পূর্ণব্রহ্ম গোলোক হতে, ভূলোকে শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়েছেন—কোন অবতাররূপে তিনি আসেন নি। সুতরাং তাঁর অনুমোদিত কার্য্য, পাণ্ডবগণের ও ধরার শান্তির জন্যই জানবেন।

কুন্তী। তবে তাই হ'ক্। বৎস যুধিষ্ঠির আমার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেই নিষ্পাপ হ'ক। চল দেবর, এখন শিব-পূজার সময় হয়েছে, পূজা শেষ করি। যুধিষ্ঠির এলেই অনুমতি দিতে হবে ও নির্ম্মাল্য দান করতে হবে।

বিদুর। বেশ চলুন। জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি।

[উভয়ের প্রস্থান।

---*---

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থান—উদ্যান।

বভ্রুবাহন আসীন।

বভ্রু। আমি মহারাজ বভ্রুবাহন—এই মণিপুর রাজ্যের রাজা আমি। পাত্র, মিত্র, সভাসদ, সেনাপতি, সৈন্যগণ, প্রজাবৃন্দ সকলেই আমাকে নতমস্তকে অভিবাদন করে। বালক, যুবা, বৃদ্ধ প্রত্যেকেই আমার এখানে যশ কীর্ত্তন করছে। কিন্তু এই বিশাল ভারতের মধ্যে অন্যত্র কেউ বোধ হয় আমার নাম পর্য্যন্তও অবগত নয়। ওদিকে বিমাতা উলুপীর পুত্র ইরাবান, কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে আমার পিতৃকুল পাণ্ডব পক্ষে যোগদান করে; মহাযুদ্ধে মহাগৌরবে শত্রুকুল সংহার পূর্ব্বক বীরগতি লাভ করতঃ সর্ব্বজন বিদিত হয়েছে। আর আমিও সেই নরকুল-কেশরী কিরীটীর পুত্র হয়ে, ক্ষুদ্র মণিপুরের ক্ষুদ্রগণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ! পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রবীরগণ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে মহাকীর্ত্তি অর্জ্জন করলেন; আর আমি ক্ষত্রচূড়ামণি সব্যসাচীর পুত্র হয়ে কিনা, অবলা রমণীর ন্যায় নির্জ্জনে নিদ্রামগ্ন হয়ে কালযাপন করলাম। পূজ্যপাদ পিতৃদেব ও পিতৃব্যগণ আমাকে সেই মহাসমরে যোগদানে উদাসীন দর্শন করে, নিশ্চয় আমাকে ভীরু, কাপুরুষ বিবেচনা করেছেন। এতদিন ধরে সর্ব্ব অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করে কি করলাম? জগতকে তার পরীক্ষা দিতে পারলাম কৈ? যদি ঘুর্ণাক্ষরেও ঐ মহাসমরের কথা কিছু পূর্ব্বেও অবগত হতাম, তাহলেও জগৎকে দেখাতে

পারতাম যে, আমিও বীরশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীবীর পুত্র। হায় কৃষ্ণ! বাল্যাবধি অন্তরে অন্তরে তোমার পূজা করে এসেছি, কিন্তু একি করলে? আমায় এমন সুযোগ লাভ করতে দিলে না? তবে কি অজানা হয়ে এসে—অজানা হয়েই চলে যাব? হৃষীকেশ! আমার হৃদয়ের কথা কি তুমি জানতে না দয়াময়? পিতা, পিতৃব্যগণের কৃপায় বঞ্চিত হলাম; মণিপুরের গৌরব ম্লান করলাম, হৃদয়ের আনন্দও চিরদিনের মত অপহৃত হল। এখন এই ব্যর্থ জীবনে আর প্রয়োজন কি?

নির্ম্মাল্য হস্তে চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদা। বভ্রু! (বভ্রুকে নীরব দেখিয়া স্বগত) দেখছি গভীর চিন্তামগ্ন। যখনই দূত-মুখে সংবাদ এল যে, কুরুক্ষেত্রের মহাসমর শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন হতেই পুত্র আমার সদাই অন্যমনস্ক ও বিষণ্ণ। এ দেখে কি মায়ের প্রাণ স্থির থাকে? প্রতিদিনই পুত্রের জন্য পশুপতির পূজা করে, তাঁর নির্ম্মাল্য বাছার মস্তকে দিয়ে যাই—আজও তাই এসেছি; কিন্তু আজ যে বভ্রুকে আরও বিষণ্ণ দেখছি। হে শঙ্কর! এই দুঃখিনীর পুত্রকে শান্তি দাও। (প্রকাশ্যে) বভ্রু—বভ্রু।

বভ্রু। (সচকিতে) কে—মা?

চিত্রাঙ্গদা। বৎস! মহাদেবের নির্ম্মাল্য দিতে এসেছি, মস্তকে গ্রহণ কর।

বভ্রু। নির্ম্মাল্য দিতে এসেছ? মহাদেবের? বেশ, দাও।

(নির্ম্মাল্য গ্রহণ)

চিত্রাঙ্গদা। বৎস, আজ কেন এত উদাসভাবে কথা বলছ? আমি তোমার জননী; আমার আশীর্ব্বাদে নিশ্চয়ই তুমি তোমার পিতা ও পিতৃব্যগণের কৃপা লাভ করবে। আমি সতী; প্রত্যহই সতীনাথের অর্চ্চনা

করে থাকি, আমার বাক্য কখন বিফল হবে না। তোমার বীরত্ব গৌরবে ভারত পূর্ণ হবে। তা যদি না হয়, তাহলে ধর্ম্ম মিথ্যা হবে। ধরায় আর চন্দ্র-সূর্য্য উদিত হবেন না। আশ্বস্ত হও—আমার কথা শোন।

বভ্রু। তোমার কথাই তো এতাবৎ শুনে আসছি মা। যখনই হৃদয় মধ্যে কোন চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তখনই তোমার পদতলে ছুটে গিয়ে সুস্থ হই। মা! তোমারই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছি; তোমারই মুখে রামায়ণ কথা শ্রবণ করে মণিপুরে রাম-রাজত্ব স্থাপন করেছি; তোমারই আশীর্ব্বাদে সুখে সর্ব্বত্র বিচরণ করছি। আমি মহাদেবের নির্ম্মাল্য অপেক্ষা তোমার পদধূলিই মাথায় নিতে চাই; তাই ঐ পদরজঃ অক্ষয়কবচ রূপে অঙ্গে ধারণ করেছি। কিন্তু মা! একমাত্র কুরুক্ষেত্রে, ক্ষত্রিয়ের প্রকৃত পরিচয় দান করতে না পেরেই আমি জীবনে হতাশ হয়েছি। ভ্রাতা ইরাবান নাগলোক হতে সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে, সেই মহাযুদ্ধে অতুল কীর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক বীর-লোকে গমন করলেন; আর আমি কেন সে সংবাদ প্রাপ্ত হলাম না? আমিত কখন হরিপদ চিন্তায় বিস্মৃত হইনি—কখনত তোমার আদেশ অবহেলা করিনি—তবে কেন আমার তেমন সুযোগ নষ্ট হল?

চিত্রাঙ্গদা। বৎস! সত্যই এ বড় দুঃখের কথা। তুমি আমার বীর-পুত্র; তোমার গৌরবে আমিও গৌরবান্বিতা হতাম। কিন্তু বৎস! সবই সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। হয়ত তোমার দ্বারা আরও কোন যশস্কর কার্য্য করাবেন বলেই, তোমাকে সে ক্ষেত্রে গমন করতে দেন নাই। তুমি তাঁর পরমভক্ত, সুতরাং সেই ভক্তাধীন কখনই তোমার বাসনা অপূর্ণ রাখবেন না।

বভ্রু। মা! কিছু পূর্ব্বে জীবনে বড়ই ধিক্কার বোধ হয়েছিল, কিন্তু তোমার কথায় অজ্ঞাত এক নূতন আশায় হৃদয় আমার আবার নৃত্য করে উঠছে। তোমার বাক্যই আমার হরির বাক্য। তোমার বলেই আমি

আমি বলবান। শৈশবে প্রথমেই তোমাকে দেখেছি—তোমারই পবিত্র স্তনপানে বর্দ্ধিত হয়েছি—তোমারই দিব্য উপদেশে জ্ঞান লাভ করেছি। তুমিই যে আমার মা জ্ঞানদা। মা! মা! আমাকে পদধূলি দাও, যেন আমার পিতার মুখ উজ্জ্বল করতে পারি। (মাতৃ পদধূলি গ্রহণ)

চিত্রাঙ্গদা। কায়মনোবাক্যে আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করছি বৎস—যেন তোমা হতেই আমি বীরমাতা বলে ত্রিভুবনে পরিচিতা হই। মণিপুর-গৌরব! তোমার মহিমায় যেন মেরু হতে মেরু পর্য্যন্ত পূর্ণ হয়।

বেগে উলুকরামের প্রবেশ।

উলুক। মা! মা! ম-ন্ত্রী-ব-ব।

বভ্রু। কি উলুক! কি হয়েছে?

উলুক। বলছি! হাঁ—হাঁ—হাঁফ্ লেগেছে। ব-ব-বড় দৌড়ে আসছি কি না।

বভ্রু। বেশ, তুমি সুস্থ হয়ে বল

উলুক। অসুস্থ মোটেই নাই, তবে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, তাই দৌড়ে আসতে হাঁফ্ লেগেছে। তাই বলে অকর্ম্মণ্য ভেবে যেন আবার বিদায় করে দেবেন না।

চিত্রাঙ্গদা। আবার ও কথা কেন উলুক? ভুল ত সকলেরই হয়। আর তোমার সে বিষয়ে কোন চিন্তা নাই। আমি বলছি, তুমি কার্য্যে অক্ষম হলেও আজীবন রাজ-প্রসাদ লাভ করবে।

উলুক। তাহলেই হল। গরীবের শেষ দশায় আর না পরের দ্বারস্থ হতে হয়। আহা! স্বর্গীয় মহারাজ চিত্রবাহনের দয়াতেই চিরকাল প্রতি-পালিত হয়েছি; তাঁর কার্য্যেই জীবনের তিন ভাগ কাটিয়ে দিয়েছি। এখন আপনারা এই গরীবকে না দেখলে, আর কে দেখবে? হ্যাঁ, এখন

যা বল্‌তে এসেছি শুনুন। দেউড়ীতে আহারান্তে বসে বসেই একটু কেমন যেন তন্দ্রা এসেছে, অমনি গভীর গর্জ্জনে গম্ভীর সিংহ কোথা হতে এসে ডাকলেন,—'উলুক'! সে গর্জ্জনে আমিও তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে কাপড়ে পা বেঁধেই মুখ গুঁজে মাটীতে পড়ে গেলাম। তখন সব জল আন্, জল আন্ শব্দ। মন্ত্রীবর ত অপ্রস্তুত—আমিও মৃতবৎ।

বভ্রু। তারপর, তারপর।

উলুক। তারপর অন্যান্য রক্ষীরা আমার চোখে মুখে জল দিয়ে, বাতাস করে আমায় সুস্থ করার পর আমি মন্ত্রীমহাশয়কে বললাম যে, কি আদেশ? তখন তিনি বললেন যে, 'শীঘ্র রাজমাতা ও মহারাজকে ভিতরে সংবাদ দাও যে, বিশেষ কোন গুরুতর কার্য্যের জন্য, আমি দেখা করতে এসেছি।' তাই উঠি কি পড়ি, ছুটতে ছুটতে এসেছি। এখন কি বলতে হবে আদেশ করুন।

বভ্রু। তাহলে ত তোমার বড়ই কষ্ট হয়েছে। আচ্ছা, এখন তাঁকে এইখানেই আসতে বল। আর তুমি আজ বিশ্রাম করগে। দেউড়ীতে অন্য প্রহরী থাকলেই হবে।

উলুক। আপনার জয় হ'ক। আসি মহারাজ! আসি মা! (প্রণাম ও প্রস্থানকালে) খুব ফন্দী করে এসে কথাটা বলে ফেলেছি; নইলে কি এখন ছুটী হত? এ বয়সে কি আর খাটুনী পোষায়? কোন উপায়ে হাজীরা সই করতে পারলেই যথেষ্ট। পেটের দায়েই চাকরী করা—নইলে কি আর শেষ দশায় এত পরিশ্রম করতে হয়? সকাল হতে দুপুর, পর্য্যন্ত গল্পগুজব করে, আহারান্তে একটু নিদ্রা দিয়ে, এইত দেউড়ী থেকে উদ্যানমধ্যে সংবাদ দিতে এলাম। এ কি কম খাটুনী? হাঁফ্ যে আপনিই আসে! যাই, এখন একবার বুড়ো মন্ত্রীকে সংবাদ দিয়েই, আবার বিছানায় গিয়ে পড়ি। [প্রস্থান।

চিত্রাঙ্গদা। বৎস! এ নিশ্চয় কোন শুভ সংবাদ হবে। আজ আমার পশুপতি পূজার সময়, আপনি নির্ম্মাল্য এসে আমার হস্তে পতিত হল। মাথার উপর কোথা হতে পুষ্পও পতিত হল। সেই জন্যই ভাবছি, অসময়ে মন্ত্রীবরের ব্যগ্র হয়ে আসা, নিশ্চয়ই কোন শুভ সংবাদ দানের জন্য।

গম্ভীর সিংহের প্রবেশ।

গম্ভীর। মা! মা! এইমাত্র চরমুখে সংবাদ প্রাপ্ত হলাম যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ কার্য্যে ব্রতী হয়েছেন ও মহারথ তৃতীয়পাণ্ডব পার্থ, সেই যজ্ঞীয় তুরঙ্গের রক্ষক হয়ে পৃথিবী পর্য্যটন করতে করতে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

বভ্রু। জয় শ্রীহরি! জয় শ্রীহরি! তারপর?

গম্ভীর। তারপর প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরপতি স্বর্গীয় ভগদত্তের পুত্র মহারাজ বজ্রদত্ত, সেই যজ্ঞীয় অশ্ব ধারণ করায়, তিনি তাঁকে সংগ্রামে পরাস্ত করেছেন। বজ্রদত্ত এখন ফাল্গুনীর শরণাগত হওয়ায়, তিনি সে স্থান হতে অশ্বমোচন পূর্ব্বক, সেই অশ্বের পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হয়েছেন। অশ্ব মণিপুরের দিকেই ছুটে আসছে। তাই আপনাদের সংবাদ দিতে এসেছি।

চিত্রাঙ্গদা। মন্ত্রীবর! ভগবান ভোলানাথের কাছে প্রার্থনা করুন, যেন সেই অশ্ব মণিপুরেই উপস্থিত হয়।

গম্ভীর। তাহলে উপায়?

চিত্রাঙ্গদা। উপায় তিনিই করবেন। আমার বীরপুত্র, বীরপিতার সম্মান রক্ষা করবে।

বভ্রু। মা! তা হলে আমাকে কি করতে হবে বলুন।

চিত্রাঙ্গদা। তাও কি আমাকে বলে দিতে হবে বৎস? রাজা তুমি, দেশের সম্মান তোমার উপর নির্ভর করছে। তুমিই তার মর্য্যাদা রক্ষা

করবে। তোমাকে সেই যজ্ঞীয় অশ্ব ধরতেই হবে। তারপর পিতৃপদ-তলে পাদ্যার্ঘ্য লয়ে উপস্থিত হয়ে, যথারীতি তাঁর পূজা করে তাঁকে রাজ-প্রাসাদে নিয়ে আসবে।

গম্ভীর। এ আপনি কি বলছেন? আমি ভাল বুঝতে পারছিনে। যজ্ঞীয় অশ্ব ধরলেই যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। শেষে কি পিতাপুত্রে যুদ্ধ আরম্ভ হবে?

চিত্রাঙ্গদা। তাঁও কি কখন সম্ভব মন্ত্রীবর? বভ্রু আমার যখন গর্ভ মধ্যে অবস্থান করছিল, তখন তিনি মণিপুর ত্যাগ করে যান; আবার তাকেই দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে, বাছার দ্বাদশবর্ষ বয়সকালে মণিপুরে আগমন করেন। বভ্রু যে তাঁর হৃদয়ের রত্ন। তার অঙ্গে কি কখন তিনি বাণ নিক্ষেপ করতে পারেন?—না বভ্রুই পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে পারে? এ অলীক আশঙ্কা ত্যাগ করুন।

গম্ভীর। ভোলানাথের ইচ্ছায় যেন আমার আশঙ্কা অলীকই হয়। কিন্তু মা এ যেন আমার কেমন ভাল বলে বোধ হচ্ছে না।

বভ্রু। মন্ত্রীবর! জননীর কথায় বিশ্বাস করুন, এতে কোন অমঙ্গলই হবে না! শ্রীহরির ইচ্ছায় অশ্ব যেন অন্যত্র গমন না করে, এই মণিপুরেই প্রবেশ করে। মন্ত্রীবর! আপনি মর্দ্দ সর্দ্দারকে সীমান্তে বিশেষরূপে প্রহরায় নিযুক্ত থাকতে সংবাদ পাঠান। বিলম্ব করবেন না—যান।

[মন্ত্রীর প্রস্থান।

চিত্রাঙ্গদা। বৎস! তুমিও অন্তঃপুরে চল। তোমার পিতৃপূজার আয়োজন করে দিই। তিনি নিশ্চয় আবার তোমাকেই দেখতে আসছেন। স্বসম্মানে তাঁকে পুরীতে নিয়ে আসবে। এস, আর বিলম্বে কাজ নাই।

বভ্রু। চলুন। জয় শ্রীহরি! জয় শ্রীহরি! জয় শ্রীহরি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—মণিপুর সীমান্ত দেশ।

মর্দ্দু, সর্দ্দার ও নাগাগণ।

মর্দ্দু। ভেইয়া সব! বড়া ভাল্লা টাট্টু বটে। রাজ্জা বভরু দেখে বড়া খোশ হোবে। কুথা ধরছিস বটে?

১ম নাগা। আরে সর্দ্দার! এক বেটা উ টাট্টু খেদ্দায়ে আনছিল। হামরা উকে তাড়া করিয়ে ভাগায়ে দিল—আর টাট্টু ধরিয়ে আনলে।

মর্দ্দু। উ বেটায় ধরতে নারলি? রাজ্জা যব পুছবে, কিসিকো টাট্টু, তব কি বলবে? কাম করবি, তায় দাগ থাক্‌বে কেনো?

শশব্যস্তে উলুকরামের প্রবেশ।

উলুক। যমে ছাড়েতো যমদূতে ছাড়ে না। দেখ দেখি বুড়ো মন্ত্রীর আক্কেল! আমি কত মাথা ঘামিয়ে, বুদ্ধি খরচ করে, রাজার কাছে একটু ছুটী নিলাম, আর অমনি বুড়োর মাথার টনক নড়ে উঠল। বলে কি না, এখনি নাগা সর্দ্দারকে বলে এস যে, যে কোন ঘোঁড়াই এ অঞ্চলে আসুক না কেন, সে যেন সেই ঘোড়া পাকড়া করে। তা আমি বাপু বুড়ো মানুষ, নিজেই নড়তে পারিনি; আর আমাকে নিয়েই শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত টানাটানি? কেন, আর কাকেও কি পাঠালে হতো না? নাঃ—এ কাজে আর সুখ নেই। আবার না করলেও পেট চলে না। চাকরীর জুতাই মধুর।

মর্দ্দু। কি রে ভেইয়া উলুক! কি বলতি আসলি? তুকো কাম—না রাজ্জার বটে? ঝটপট্ বোল।

উলুক। ঝট্পট্ অমনি বললেই হল? দেখছনা ছট্‌ফট্ করছি। কটমটিয়ে তাকালে কি হবে? চটপট পাখা এনে হাওয়া কর—সুস্থ হই, তারপর বলছি। একখানা খাটিয়া আন্‌তে বল, আগে একটু আড় হয়ে পড়ি। অঙ্গটা একেবারে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। দুপুর রৌদ্রে এমন করে কষ্ট দিলে কি তোর ভাল হবে? ঢের ঢের মন্ত্রীগিরি দেখেছি, কিন্তু এমন ধারা দেখিনি! একি বদখদ্ হুকুম রে বাবা।

মর্দ্দ। কেন উল্লুক! মন্ত্রী তুক কি বললে? এ! তুরা সব পাংখা লিয়ে আয়। (জনৈক নাগার প্রস্থান)

উলুক। বেঁচে থাক নাগা সর্দ্দার! তোমার গজস্কন্ধ হ'ক। এক ঝুড়ি মড়ার মাথা গলায় ঝোলাও। খুব করে শুয়োর খাও, তোমার জয় জয়কার হ'ক। (স্বগত) উঃ—বেটাদের গায়ের গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাতও বুঝি উঠে যায়। রাক্ষসের জাত, যা পায় তাই কাঁচাই মেরে দেয়। আবার নিমের তেল মাখে—থুঃ থুঃ থুঃ।

মর্দ্দ। এ উল্লুক! পিকৃ ফেললি কেনে?

উলুক। (স্বগত) এই সেরেছে! বেটা বুঝতে পারল নাকি? তাহলেই দেখছি, এক বর্ষার খোঁচায় দক্ষিণ দেশে রওনা করবে। (প্রকাশ্যে) দেখছি, হেঁটে এসে নাক মুখ চোখ দিয়ে ধুলো ঢুকে আমার জিহ্বাটা জড়িয়ে ধরেছে।

পাখা হস্তে নাগার প্রবেশ ও ব্যজন।

তোমার চার পোয়া পূর্ণ হ'ক্। তোমাকে আর কি বলব, এই হাড় ভেঙ্গে আশীর্ব্বাদ করছি। জন্মে জন্মে সর্দ্দারের চেলা হয়ে বনে বনে শুয়োর মেরে বেড়াও। তোমার মস্ত রকম একটা মঙ্গল হোক।

১ নাগা। হোবে—হোবে। এখোন কি বলতে আসলি—বোল্।

উলুক। তোমার যে আর তর সয়না বাপু? বাঁশের চেয়ে কঞ্চী দড় দেখছি। একটু হাঁফ নিতে দাও। বলি মণিপুরের রক্ষী সর্দ্দার কি যা তা নাকি? ফস্ করে কি কোন কথা বললেই হল? অনেক অগ্র পশ্চাৎ ভেবে তবে কথা বলতে হয়। এই আমাদের যিনি আবার মন্ত্রী, তাঁকে যদি আবার দেখতে, তাহলে না জানি আরও কি না বলতে! হাজার লোকে হাজার হাজার কথা বলছে, আর তিনি কেবল কাগজ কলম নিয়ে শুনেই যাচ্ছেন। শেষ হয়ত অনেক কষ্টে বললেন,—'হুঁ—হাঁ—বেশ বা না।'—ব্যস এই পর্য্যন্ত বলেই আবার তাঁর ঠোঁট দুটী জুড়ে যায়। বুঝলে?—ভারিখ্যে লোকে বেশী কথা কয় না—হঠাৎ কিছু বলে না।

মর্দ্দু। তু আর কি চাস? প্রাণ তো খোষ হলো, ঠাণ্ডাতো হইলি। এখন কি হুকুম মনত্রী করছে—বোল্।

উলুক। বলব নাত কি আর খেলা করতে এসেছি—না, তোমাদের এখানে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছি? এই কথাটা হচ্ছে কি জান? এ দেশে যে ঘোড়াই আসুক না কেন, তখনই ধরে রাজ-বাড়ীতে চালান করবে—ব্যস্ হুকুম শেষ। এখন হলতো?

মর্দ্দু। এ ভেইয়া সব! দেখ, মনত্রীর আঁখ কেমোন সাফ। ঘর বৈঠে কুথা কি হইছে, সব দেখছে। বাঃ মনত্রী বাঃ। এহিত টাট্টু বাঁধছি, আর উ আগে লোক পাঠায়ে তত্ত্ব নিচ্ছে—বাঃ মনত্রী বাঃ।

নাগাগণ। বড়া হুঁসিয়ার সর্দ্দার, মনত্রী বড়া হুঁসিয়ার আছে।

উলুক। এদেরও দেখছি ঘোড়ারোগে ধরেছে। মরুকগে আমার তাতে কি? যা হয় তোরা এখন কর বাপু! আমার বড় পিপাসা লেগেছে, একটা ঝরণার ধারে গিয়ে, দু-চার আঁজলা জল খেয়ে, আবার রাজবাড়ীর দিকে হণ্টন লাগাই। দিনে দিনে না ফিরতে পারলে কি শেষে বাঘ ভালুকের মুখে মাথাটা দেব? তবে এখন আসি সর্দ্দার! [প্রস্থান।

মর্দ্দু। (জনৈক নাগাকে) এ ভেইয়া! তু হামার বাচ্চার সাথে, উ টাট্টু রাজ্জার কাছে লিয়ে যা। হামি দেখি, ই টাট্টুর লাগি কৈ আসছে কি না।

নাগা। বহুৎ আচ্ছা সর্দ্দার; [প্রস্থান।

নাগাগণ। সর্দ্দার! ই টাট্টু পরী লোকসে নামছে বটে।

মর্দ্দু। মালুম করতি নারল ভেইয়া। বহুৎ টাট্টু দেখছি, ইসি মাফিক কভি না দেখল। কোন রাজ্জাকা, কৈ চোরি করিয়ে লিয়ে যাচ্ছে বা হোয়।

অশ্বপাল ও অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অশ্বপাল। আমি ঠিক দেখেছি; পাহাড়ীরা এই দিকেই ধরে এনেছে। ঐ যে—ঐ তারা এক সঙ্গে কি বলাবলি করছে।

অর্জ্জুন। দস্যুগণ! কোন সাহসে তোরা এই গাণ্ডীবী-রক্ষিত যজ্ঞীয় বাজী গ্রহণ করেছিস্? এখনও বলছি, জীবনের আশা থাকে ত অশ্ব প্রত্যর্পণ কর, নতুবা তোদের এখনি শরাঘাতে যমালয়ে প্রেরণ করব। ত্রিভুবনে কারও সাধ্য নাই যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে ব্যাঘাত করে। কেন বৃথা জীবন বিসর্জ্জন করবি, অশ্ব প্রত্যর্পণ কর।

মর্দ্দু। তুক টাট্টু বটে? উসিসে গোসা হইল। ভাল্লা, হামি ধরছে, উ না ছোড়বে। তু লড়াই দিবি দে—ডর্ না আছে। এ ভেইয়া সব, হুঁসিয়ার হো যা।

অর্জ্জুন। বন্য পাহাড়ী! তোরা অতি ক্ষুদ্র, অতি দুর্ব্বল, তোদের অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করতেও দয়ার উদ্রেক হয়। পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ, যেন কারও প্রাণ সহজে বিনাশ না করা হয়। সেই জন্য তোদের পুনরায় বলছি, দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্ব আনয়ন কর।

তোদের শত অপরাধ মার্জ্জনা করব ; নতুবা পলমাত্রও তোরা কেউ আমার অস্ত্রাঘাত সহ্য করতে পারবি না । সাক্ষাৎ কৃতান্ত তোদের সম্মুখে অবস্থান করছে, এখনও বলছি সাবধান হ ।

মর্দ্দু । তুকে যেন চিনছি বটে, তু মোর রাজা বভ্রুরুকো বাপ লাগছে । কি করবে, রাজার হুকুম—টাট্টু ধরলে, তু যা করবি কর। লেকেন লড়াই হোয়—হোবে—টাট্টু না দিব ।

অর্জ্জুন । তবে এইবার মর্ ।

(মর্দ্দু ও নাগাদের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান)

অশ্বপাল । আর পারা যায় না বাবা ! কেবল দিন নেই, রাত নেই, ঐ ঘোড়ার পিছনে পিছনে ছোট, আর যুদ্ধ দেখে উদর ঠাণ্ডা কর । ভাল কাজই শিখেছিলাম । তবে এক বিষয়ে রক্ষা যে প্রাণের ভয় নেই । স্বয়ং অর্জ্জুন যখন রক্ষক, তখন ও বিষয়ে নিশ্চিন্ত । আর এমন কিছু বাঘ ভালুকে মারতেও পারবে না ; কারণ বর্ম্মটাও বেশ শক্ত, আর নিজেও ক্ষেত্রীর ছেলে, তলোয়ার বা বর্ষাটা এক রকম ধরতে জানি । যাই, দেখি আবার শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায় । বেটাদের মরণ ঘুনিয়েছে কি না—তাই তৃতীয় পাণ্ডবের সঙ্গে লড়তে চায় । মরুক্‌গে যাক্, আমার কি ? যাই । [প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—নাগলোক।

কৃষ্ণ মূর্ত্তির সম্মুখে উলুপী ও সখীগণ।

উলুপী। সখীগণ! অকস্মাৎ এত আনন্দের উৎস ছুটিয়েছ কেন? পুত্র ইরাবানের স্বর্গারোহণ হতে, হর্ষও যেন আমাকে ছেড়ে গিয়েছিল। এতদিন অশান্তিময় প্রাণ নিয়ে কেবল এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়েছি; তিলেকের জন্য কোথাও সুস্থির হতে পারিনি। আজ আবার সহসা নাগলোকে এ আনন্দ কেন?

১ম সখী। বোধ হয় তোমার হৃদয়েশ্বর পার্থ আসছেন, তাই এ আনন্দের উৎস অজ্ঞাতভাবে আপনিই প্রবাহিত হয়েছে।

উলুপী। না সখী! আমার তেমন ভাগ্য নয়। বহুজন্মের সুকৃতিতে নর-নারায়ণকে পতিরূপে প্রাপ্ত হয়েছি বটে, কিন্তু তাঁর সেবার অধিকারিণী হবার শক্তি পাইনি। তিনি নারায়ণের অপর মূর্ত্তি; তাঁর সেবা কি যে সে করতে পারে? নিষ্কাম ভক্তি ব্যতীত ভগবৎ কৃপা লাভ হয় না। আর ভগবৎকৃপা ব্যতীতও ভগবানের সেবার অধিকারী হওয়া যায় না। আমার সে ভক্তি কৈ? ভদ্রা স্বয়ং লক্ষ্মীর অংশরূপা, তাই তাঁর সেবার অধিকারিণী হয়েছেন কিন্তু আমি যে সাক্ষাৎ অভদ্রা—আমার ভাগ্যে তা ঘটবে কেন?

১ম সখী। সে কি সখী! তোমার মত নারায়ণে ভক্তি কয় জন রমণীর আছে?

উলুপী। এ তোদের ভুল ধারণা। আমি এই কৃষ্ণ-মূর্ত্তি স্থাপন করে, প্রত্যহ পূজা করি বলে কি মনে করেছিস আমার কৃষ্ণ প্রেম

অধিক ? তাও কি কখন হয় ? অনেক রমণীই যে পূজা করে, কিন্তু তাদের মন পড়ে থাকে কেবল অসার সংসারের উপর। আমারও পূজা সেইরূপ। চঞ্চল চিত্তকে এখনও দমন করতে পারিনি, তখন কেমন করে চিদানন্দময়ের পদে আত্মসমর্পণ করব ? আমার অন্তকার এই হর্ষ, সত্যই এক অভিনব ব্যাপার। এর মূলে কিছুই নাই। যাই হ'ক, তোরা একবার আনন্দময়ের নাম কীর্ত্তন করে নৃত্য গীত কর, আমার অন্তরও প্রেমানন্দে পূর্ণ হোক।

গীত।

চঞ্চল মানস সখী, ডাকে শুন হে শ্রীহরি !
কেন কালা, হও কালা, কি রীতি, এ তোমারি ?
থাকিতে কি পারে সতী,　　　বিনা সে পরাণপতি ?
দাও আনি তায়,　　　ওহে শ্যামরায় !
দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ যামিনী, কাটায়েছি বিরহে তাঁহারি ॥
সেত তোমারই সখা, তবে কেন হে না দেখা পায় সখী ?
নিত্য পূজি শুদ্ধ চিত্ত।
শূন্য পরাণ, শূন্য ভবন,পূর্ণ কর পীতবাস্ করুণা বিতরি ॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

কৃষ্ণ। নাগ-নন্দিনী ! তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করবো কি, আমিই তোমার কাছে আজ কৃপা-প্রার্থী হয়ে এসেছি ; আমারই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

সখীগণ। জয় শ্রীহরি ! জয় শ্রীহরি ! জয় শ্রীহরি !

উলূপী। চতুর ! আর চাতুরালী কেন ? যখন এই দীনার কথা কর্ণে প্রবেশ করেছে, তখন এ ভাবে আবার কি রঙ্গ করছ ? তুমি

পরম কারুণিক; তোমারই পদে পতিত জীব নিত্য কত কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছে, আর তুমি তাই অকাতরে পূর্ণ কর্‌ছ। তুমি স্বয়ং ভাবময়, তোমার আবার কিসের অভাব? এই দীনা তনয়াকে আর ছলনা কেন?

কৃষ্ণ। ছলনা নয় দেবী! সত্যই তোমার দ্বারে আজ শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থী। তুমি সতী শিরোমণি—স্বয়ং আগ্নাসতী হতে ভিন্না নও, তাই তোমার কাছে এসেছি। তুমি ব্যতীত এই সঙ্কট সময়ে কেউ আমার উপকার কর্‌তে পার্‌বে না।

উলুপী। ছলনাময়! তোমার সব কথাই ছলপূর্ণ। তোমার আবার বিপদ? স্বয়ং বিপদ-বারণ হয়ে, যদি বল তুমি সঙ্কটে পতিত; তখন এ ছলনা ভিন্ন আর কি বুঝব হরি? অগ্নির দাহিকা শক্তির অভাব; সলিলে শীতলতার অভাব, বেদে মন্ত্রের অভাব যেমন হাস্যপ্রদ; তেমনি তোমার সঙ্কটও হাস্যপ্রদ। তবে যদি আমাকে পরীক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তাও অনর্থক। কারণ—অন্তর্য্যামী হয়ে আমার বিষয় তোমার আর কি অজ্ঞাত আছে? কাজেই তোমার কথা ছলনা পূর্ণ ছাড়া আর কি বল্‌ব?

কৃষ্ণ। নাগকন্যা, আমি তোমাকে মিথ্যা কথা বলি নাই। সত্যই আজ আমি বিপন্ন। আমি অন্য সবই পারি, কেবল ভক্তের কার্য্যে হস্ত-ক্ষেপ কর্‌তে পারিনে। সেই ভক্তে ভক্তে সম্প্রতি ভীষণ সংগ্রাম সংঘটিত হচ্ছে, তাতে একটী ভক্তের মৃত্যু নিশ্চিত; কিন্তু তাকে জীবনদানের ক্ষমতা আমার নাই। একমাত্র তুমি সেই ভক্তের প্রাণদানে সামর্থা বলেই তোমার কাছে ভিখারী হয়ে ছুটে এসেছি।

উলুপী। হে জগদানন্দ, তোমার সব কথাই আমার পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। আমাকে কেন উপহাস কর্‌ছ? আমার সে শক্তি থাকলে কি, পুত্র

ইরাবানের পুনর্জ্জীবন দান কর্‌তে পার্‌তাম না? আমি সামান্যা অবলা, আমাকে নিয়ে এ রঙ্গ কেন কর্‌ছ হরি? মৃত্যুঞ্জয় যাঁর শিষ্য, তার এ কথা বল্‌লে কি সাজে?

কৃষ্ণ। সাজে। জগতে অসম্ভব কিছুই নাই দেবা! আমি রাজ-রাজেশ্বর হলেও—আমি আবার দীন হতে দীন। গুণময় হয়েও নির্গুণ—নির্লিপ্ত হয়েও কর্ম্মের অধীন! আমারই নিজে হাতে গড়া পুতুল, আমাকেই আবার নাচিয়ে নিয়ে বেড়ায়। তখন আমিই তার খেলার পুতুল হয়ে যাই। এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তোমার সখীদের একটু অন্তরালে যেতে বল, সব প্রকাশ করে বলছি।

উলুপী। সখীগণ তোরা এখন যা।

সখীগণ। হে কৃষ্ণ! তোমার দর্শন সুখে বঞ্চিত কর্‌লে? বেশ, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক্। [প্রণামান্তে সখীগণের প্রস্থান।

কৃষ্ণ। নাগ-নন্দিনী! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সম্প্রতি অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী হওয়ায়, সখা অর্জ্জুন অশ্বরক্ষক হয়ে, সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন কর্‌তে কর্‌তে মণিপুরে উপস্থিত হয়েছেন। অনতিবিলম্বেই মণিপুর-রাজ বভ্রুবাহনের সহিত তাঁর যুদ্ধ হবে। বভ্রুবাহন মহাবীর, মহাযোদ্ধা ও আমার মহাভক্ত। একদিকে পিতাপুত্রে, অন্যদিকে ভক্তে ভক্তে সংগ্রাম বাধবে। এ ক্ষেত্রে আমাকে নিরপেক্ষ হয়েই থাক্‌তে হচ্ছে। তবে আমি জানি যে,এ যুদ্ধে সখার আমার পরাজয় ও মৃত্যু স্থির। সে সময় তাঁর জীবন দান কর্‌তেও যেতে পারব না। আমার তখন উভয় সঙ্কট উপস্থিত হবে। আমিই ধর্ম্মরাজকে উৎসাহিত করে, অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী করিয়েছি; আর একাকী সখা অর্জ্জুনকে অভয় দিয়ে অশ্বের রক্ষকরূপে পাঠিয়েছি। এখন সখা যদি হত হয়ে পুনর্জ্জীবিত না হন, তা হলে ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মনষ্ট হবে—আমিও মহা-

পাপে পতিত হব। অনেক চিন্তার পর যোগবলে অবগত হলাম যে, বসু সপ্তের অভিশাপ হতে সখাকে জীবনদানের ক্ষমতা, একমাত্র তোমারই আছে। নিজের সতীত্ব মহিমায়—বসুগণের আশীর্ব্বাদে এ ক্ষমতা একমাত্র তুমিই পেয়েছ। তাই তোমার কাছে সখার জীবন ভিখারী হয়ে এসেছি। সতি! তোমার পতিকে এই সময় পুনর্জ্জীবন দান করে জগতে অতুল কীর্ত্তি স্থাপন কর। ত্রিজগৎ দেখুক, যে সতীর শক্তি সকলই সম্ভব করতে পারে।

উলুপী। এই জন্য এসেছ! তা না হলে বোধ হয় আসতে না? শ্রীহরি! তোমার লীলাই অদ্ভুত। তুমি কি জাননা যে, নিয়তই আমি সে সংবাদ রাখছি। অশ্বমেধের আরম্ভ হতে, এ পর্য্যন্ত আমার স্বামীর গতি-বিধি আমার অজ্ঞাত নাই। আমিও প্রস্তুত হয়েই আছি। কপট! তুমি একথা জাননা—কেমন? তবে কোন ছলে দেখা দিতে এলে? তোমায় তো আমি ডাকিনি। আমি অন্তরে বাহিরে তোমার মূর্ত্তি স্থাপন করে, প্রতিদিন পূজা করেছি—এই ত যথেষ্ট। তোমাকে দেখার চেয়ে, না দেখাতেই আনন্দ বেশী।

কৃষ্ণ। নিজ মুখেই যখন এ কথা ব্যক্ত করলে, তখন আজ আমার সমস্যা পূরণ কার্য্যও শেষ হল।

উলুপী। বুঝলাম না।

কৃষ্ণ। বুঝিয়ে দিতেই ত এসেছি। তুমি নিয়ত পতি বিরহ প্রাপ্ত হয়ে, তাঁকে পাবার জন্যইত আমার পূজা করছ কিনা সেই সমস্যাই পূর্ণ করতে এসেছিলাম। সখা অর্জ্জুন আমার অপর মূর্ত্তি। সুতরাং আমাকে আর তাঁকে পূজা করা বা সঙ্গ-সুখ ভোগ করা একই কথা। আমাকে যখন না দেখেই বেশী আনন্দ পাও, তখন তাঁকেও না দেখে কেবল পূজা করেই অধিকতর সুখ পাবে কিনা তাই জানতেই

এসেছিলাম। সতী কি পতি বিরহ কখন প্রাপ্ত হয়?—দুয়ে যে অভেদাত্মা।

উলুপী। চক্রী! তোমার চক্র বোঝে কার সাধ্য? জীবনে আর পতি সঙ্গ পাব না—এই কথা জানাতে এসেছ বুঝি? তাই হ'ক—তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক্। নিষ্ঠুর! তোমাকে আর বলবার কিছুই নাই; কেবল তুমি অতি বড় নির্ম্মম।

কৃষ্ণ। দেবি! অভিমানে যা বল, আমি তাই। তথাপি যা সত্য তাই বলেছি। সতী কেবল পতির প্রীতি ও মঙ্গলই কামনা করেন, কখন তিলমাত্র কামের কালিমা সতীর অন্তরে স্পর্শ করে না। আসি তবে সতী, তোমার জয় হ'ক।

[প্রস্থান।

উলুপী। যাও শঠ, আমার কার্য্য আমি করি। এই জন্যই ইতি পূর্ব্বে হৃদয়ে আনন্দ উপস্থিত হয়েছিল। আর নাগলোকে বিলম্ব করব না। এখনি আমাকে মণিপুরে যেতে হবে। পতিকে বসুগণের শাপ হতে এতদিনে মুক্ত করতে পারব, তাই আজ আমার আনন্দ ধরছিল না। সত্যইত, পতিকে পাতক হতে উদ্ধার করা ভিন্ন সতীর আর কি অধিক আনন্দের বিষয় আছে? যাব—এখনি যাব। যদিও বভ্রুবাহন পিতার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়, তাহলে যেরূপে হয় তাকে যুদ্ধে রত করাতেই হবে; নতুবা আমার উদ্দেশ্য সফল হবে না। দেখি, এই ক্ষুদ্রা হতে, কোন মহৎ কার্য্য সাধিত হয় কি না। জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি, জয় শ্রীহরি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মণিপুর রাজধানীর নিকটস্থ প্রান্তর।

সশস্ত্র অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। অসীম সাহসী এই নাগাসর্দ্দার। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে অনেক ক্ষত্রিয় বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি, কিন্তু এই অনার্য্য সর্দ্দারের অস্ত্র চালনায় আমি আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছি। এই অনার্য্য জাতিকে যদি শিক্ষা দান পূর্ব্বক আর্য্যগণ আপন বাহুবল বৃদ্ধি করেন, তাহলে তাঁদের প্রতিকুলাচরণ করতে, সমগ্র পৃথিবীর নৃপতিগণও সমর্থ হন না। ধন্য মণিপুর যে, এই সত্য উপলব্ধি করেছে। কি রাজভক্ত জাতি! জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হল। বভ্রুকে বাল্যকালে দেখে গিয়েছি, তখনই তার যুদ্ধক্রীড়া দর্শন করে চমৎকৃত হয়েছিলাম। এখন সে এই মণিপুরের তরুণ নৃপতি। পূর্ব্বে স্নেহভাবে তার চাঁদমুখ দেখতে এসেছিলাম, আজ বীরভাবে আবার তার বীরত্ব পরীক্ষা করতে এসেছি। কিন্তু এখন আমার একমাত্র চিন্তা, বভ্রু আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে কি না। যেরূপেই হ'ক তাকে সংগ্রামে প্রবৃত্ত করাতেই হবে। সে ক্ষত্রিয়—সে বীর, সে বীরের ছেলের মত রাজার কর্ত্তব্যে কেন অস্ত্র না ধরবে? যখন যজ্ঞীয় অশ্ব তারই আদেশে ধৃত হয়েছে, তখন নিশ্চয় সে স্বীয় ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন করে কীর্ত্তি স্থাপনের প্রয়াসী। ওকি! নতমস্তকে, হাতে পুষ্পের ডালা নিয়ে কে আসে! একি—একি বভ্রু নাকি?

পুষ্পাদি লইয়া বভ্রুবাহনের প্রবেশ।

বভ্রু। (প্রণামান্তে পিতৃচরণে অর্ঘ্য পুষ্পাদি প্রদানান্তে) পিতা! বহুপুণ্যে আবার আপনার শ্রীচরণ দর্শন করে ধন্য হলাম। সন্তানের অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। নাগাসর্দ্দার আমার আদেশের অর্থ অবগত না হয়েই, আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে আপনাকে ক্লেশ দিয়েছে। এক্ষণে অবোধ সন্তানের ক্রটী মার্জ্জনা পূর্ব্বক, পূজা গ্রহণ করে কৃতার্থ করুন। আপনার অশ্ব অনতিবিলম্বেই প্রত্যর্পণ করছি।

অর্জ্জুন। শোন বভ্রু! এখন তুমি আমার পুত্র নও—এখন তুমি মণিপুরের রাজা। ধর্ম্মরাজের আদেশক্রমে আমিও এখন তাঁর অশ্বমেধ যজ্ঞের বাজী রক্ষকরূপে তোমার রাজ্যে এসেছি। সুতরাং পিতাপুত্রের সামাজিকতার এখন সময় নয়। যখন যজ্ঞীয় অশ্বধারণ করেছ, তখন ক্ষত্র-ধর্ম্ম রক্ষার্থে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। তোমার এতাদৃশ নারীজনোচিত দৌর্ব্বল্য দর্শনে আমি সন্তুষ্ট হলুম না!

বভ্রু। পিতা! এও কি সম্ভব? যাঁর ঔরসে জন্মগ্রহণ করে এই জগৎ দর্শন করেছি; যিনি আমার সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ ও স্বর্গতুল্য; যাঁর সুখোৎপাদনে দেবগণও আমার প্রতি তুষ্ট হবেন; তাঁর অঙ্গে কিরূপে অস্ত্রাঘাত করব? পিতাই পুত্রের সাক্ষাৎ পরমেশ্বর। যে পিতৃসেবায় পরিণামের পথ পরিষ্কৃত হবে, কেমন করে সেই পিতৃঅঙ্গে আয়ুধ বর্ষণ করব? গুরুদেবের কাছে অনেক শাস্ত্রকথা শুনেছি, কিন্তু পিতাপুত্রে যুদ্ধের কথাত কখন শ্রবণ করিনি। যদি আমার দোষই হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে উপযুক্ত দণ্ডদান করুন, আমি অবনত মস্তকে গ্রহণ করব। কিন্তু সন্তানকে যুদ্ধে উত্তেজিত করবেন না পিতা।

অর্জ্জুন। কি আশ্চর্য্য! কাকে পিতৃ সম্বোধন করছ যুবক—আমাকে?

তাই যদি হয়, আমিই যদি তোমার পিতা হই—তবে আমার পুত্রকে ভীরু কাপুরুষ দেখছি কেন? অর্জ্জুন-পুত্র বালক অভিমন্যু কুরুক্ষেত্রের মহা সমরে সপ্ত মহাবীর সঙ্গে, সুরগণ দুর্ল্লভ-শৌর্য্যে সপ্তবার যুদ্ধে তাদের পরাজিত করে, শেষে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন পূর্ব্বক, বীর শয্যায় শয়ন করতঃ পাণ্ডবের মুখোজ্জ্বল করেছে। সতীকুল মান্যা নাগবালা উলুপীর গর্ভজাত, আমার পুত্র ইরাবানও অতুল বীরত্বে ঐ যুদ্ধে অসংখ্য অরাতি নিধন পূর্ব্বক অমরলোক প্রাপ্ত হয়েছে। তাদের কীর্ত্তিকাহিনী ত্রিজগতে খ্যাত হয়েছে। তারা অর্জ্জুনপুত্র—ক্ষত্রিয় বালক—মহাবীর; তোমার মত কাপুরুষ ছিল না। কিন্তু তুমি কি? একটা বিশাল রাজ্যের স্বাধীন রাজা হয়ে, ক্ষত্রিয় হয়ে, যজ্ঞীয় বাজী হরণ করে, শেষে কিনা ভীতিপ্রযুক্ত রমণীর ন্যায় বিপক্ষের সম্মুখে গললগ্নীকৃতবাসে উপস্থিত হয়েছ? ধিক্ তোমাকে। আমাকে পিতৃসম্বোধন করতে তোমার জিহ্বা অবশ হয়ে আসছে না? আমার পুত্র কখন ভীরু নয়—কাপুরুষ নয়। আমার পুত্র মহাবীর—মহাযোদ্ধা।

বভ্রু (স্বগতঃ) হে হৃষিকেশ! একি পরীক্ষায় ফেল্‌লে? একদিকে মাতৃআজ্ঞা যে, পিতাকে পূজা করে অশ্ব প্রত্যর্পণ করতে হবে; যেন কোনরূপে পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা না হয়; অন্যদিকে পিতার যুদ্ধে আহ্বান পূর্ব্বক এই কঠোর ভৎর্সনা। এখন আমার কর্ত্তব্য কি? কেউ এখানে নাই, কে এ সমস্যা পূরণ করবে? হে শ্রীহরি! এতদিন তোমার রাতুল চরণ পূজা করে এসেছি; আমি তোমার অতি দীন উপাসক; আমাকে এই ঘোর সঙ্কট সময়ে মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ কর। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে কোন অপরাধ করেছি বলেত স্মরণ হয় না; তবে কেন আমাকে এমন বিপদে ফেললে? কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে আমি

একান্ত অক্ষম ; আমার মস্তিষ্ক ঘুর্ণিত হচ্ছে। হে দয়াময়! কোথায় আছ—আমাকে কর্ত্তব্যপথ দেখিয়ে দাও। পিতা যদি আমাকে ত্যাগ করেন, তাহলে এ ছার জীবনে প্রয়োজন কি ? তিনি যদি অসন্তুষ্ট হন, তাহলেও যে আমাকে অনন্ত নরক ভোগ কর্‌তে হবে। বিপদ-বারণ! মধুসূদন! আমাকে এই ঘোর বিপদ হতে রক্ষা কর।

অর্জ্জুন। মণিপুর-পতি! নীরবে—নতমস্তকে কেন ? অনার্য্য সঙ্গে কি স্বধর্ম্ম বিস্মৃত হয়েছ ? ক্ষত্রিয় যে হয়, সে পিতা জানে না—পিতৃব্য জানে না—পুত্র জানে না—গুরুও জানে না। যুদ্ধে মৃত্যুকেই সে স্বর্গের সোপান জ্ঞান করে—বীরের সমরাহ্বান সে কখনও উপেক্ষা করে না। আমি তোমাকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান কর্‌ছি ; যদি ক্ষত্রিয় হও—যদি বীর হও—যদি আমার পুত্র হও—তাহলে অচিরেই যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে এসে আমাকে যুদ্ধদান কর।

বভ্রু। পিতা! আমার অপরাধ—

অর্জ্জুন। কোন কথা নয়। আমি শুন্‌তে চাই—আমার পুত্রের কোদণ্ড টঙ্কার—অস্ত্র ঝনাৎকার—রণভেরীর আহ্বান। আমি দেখতে চাই—আমার পুত্রের কবচকুণ্ডল শোভিত রাজবেশ—সৌরকরে ঝল্‌সিত পিধান মুক্ত অসি—বামকর ধৃত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধকার্ম্মুক—আর না হয় সমরক্ষেত্রে পুত্রের মৃতদেহ।

বভ্রু। পিতা! মাতৃআজ্ঞায় আপনার রাজীব চরণ পূজা করতে এসেছি। স্বর্গাদপী গরীয়সী জননীর আদেশেই যুদ্ধে অক্ষম। একদিকে তাঁর নিষেধ, অন্যদিকে আপনার তীব্র ভৎর্সনা। আমি কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছি। আমাকে আর কঠোর পরীক্ষা কর্‌বেন না। যদি এই অনিত্য দেহ দান কর্‌তে বলেন, তাও হাসিমুখে আপনার চরণতলে বিসর্জ্জন দিতে পারি ; কিন্তু কি করে মাতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করি ?

অর্জ্জুন। বৃথা কি বুঝাবে যুবক? জান কি, পরশুরাম পিতৃআজ্ঞায় মাতার মুণ্ডচ্ছেদ করেছিলেন? সে কি মাতৃআজ্ঞা হতেও গুরুতর নয়? আর কোন বীরাঙ্গনা তার বীরপুত্রকে, যুদ্ধে বিমুখ হতে উপদেশ দেয়? তুমি অতি হীন, ভীরু, কাপুরুষ, ক্ষত্রিয়াধম, তাই ধর্ম্মযুদ্ধে পরান্মুখ হচ্ছ। তোমার জীবনে ধিক্—তোমার কর্ম্মে ধিক্—তোমার ধর্ম্মেও ধিক্। ক্ষত্র কুলগ্লানি! পুনরায় আমাকে পিতৃসম্বোধনে অপমানিত করিস্ না। আমার পুত্র এত নীচ হতে পারে না—যাও আমার সম্মুখ হতে দূর হও।

বভ্রু। (পদ ধারণে) আমার প্রতি রুষ্ট হবেন না পিতা; যুদ্ধে বিরত হয়ে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করুন।

অর্জ্জুন। ধিক্ তোকে নরাধম! আমায় স্পর্শে আমার অঙ্গ কলুষিত করিস্ না, দূর হ'। (পদাঘাত)

বভ্রু। উঃ এ কি হল? বসুধা! এখনও বিদীর্ণা হচ্ছ না কেন? শীঘ্র দীর্ণা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি। বাসব! কোথায় তুমি? অশনি সম্পাতে এই অধম পিতৃত্যক্ত নরাধমকে চূর্ণ করে ফেল। পবন! ভীম ভৈরব ঘুর্ণী ঝটিকায় আমাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে, মহা-সমুদ্রের উত্তালবক্ষে নিক্ষেপ কর। চক্রধর! কোথায় তুমি? বিশ্বধ্বংসী তোমার বিরাটচক্রে আমাকে খণ্ড খণ্ড কর—এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। পিতৃপদাঘাততাড়িত, লাঞ্ছিত, ধিক্কৃত জীবনে আর আবশ্যক নাই। ক্ষত্রিয় সন্তান; যুদ্ধে আহুত হয়েও মাতৃআজ্ঞায় আবদ্ধ হেতু অপমানিত, পদাহত হয়েও যুদ্ধে বিমুখ। এখন কি করি? কোথা যাই? মা! মা! আদেশ প্রত্যাহার কর; আমি পিতৃআজ্ঞা পালন করে, বীরাঙ্গনার গর্ভজাত গাণ্ডীবীর পুত্র কিনা, জগৎকে তার পরিচয় দেই। আমি পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিনা, জানি মা কেবল তোমার আদেশ

পালন। কোথায় আছ মা, ফিরিয়ে নাও তোমার আদেশ—ফিরিয়ে নাও।

বভ্রুবাহন প্রস্থানোদ্যত হইলেন
সহসা অস্ত্রভূষিতা উলুপীর প্রবেশান্তে বভ্রুর গমন পথরুদ্ধ করণ।

উলুপী। এই যে বাবা! আমি তোমার সম্মুখে। এই লও তরবারী। দাও, দাও, তোমার পিতাকে অস্ত্রমুখে পরিচয় দাও, যে তুমি যথার্থই বীরাঙ্গনার গর্ভজাত অর্জ্জুন পুত্র কি না।

বভ্রু। কে তুমি মা উলঙ্গ কৃপাণ করে আমাকে আশ্বস্ত করলে? আমি তোমাকে চিনিনা, অথচ সত্যই যেন তোমাকে দেখে আমার মাতৃ-ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হচ্ছে। বল মা তুমি কে? আমি আজ পিতৃপাশে—

উলুপী। সব দেখেছি—সব শুনেছি। দুঃখ কর না বৎস! আমিও তোমার মাতা—নাগকন্যা উলুপী, তোমারই পিতার সহধর্ম্মিণী। আমি বলছি, পিতৃসহ সমরে তোমার কোন পাপ হবেনা—তুমি যুদ্ধ কর। আমিও সতী, তোমার বিমাতা হলেও, মাতৃসমপূজ্যা। আমি বলছি, এই তোমার ভবিতব্য। তোমাকে পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করতেই হবে। তোমার পিতা যখন ক্ষত্রিয় হয়ে, তোমাকে সমরে আহ্বান করেছেন তখন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে তাঁর আহ্বান গ্রহণে যুদ্ধ যদি কর; তাতে তোমার পিতা তুষ্টই হবেন—তোমারও অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপিত হবে। ভেবে দেখ, আমি পত্নী হয়েও—আজ পুত্র তোমাকে, আমার পতির বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে আদেশ দিচ্ছি কেন? মনের সঙ্কোচ মুছে ফেল। ক্ষত্রিয় তুমি, বীর তুমি; বীরত্বের পরিচয় দাও। ধর, অস্ত্র ধর।

বভ্রু। মা! তোমাকে সহস্রবার প্রণাম করি। বেশ দাও, অস্ত্র দাও। (অস্ত্র লইয়া) আশীর্ব্বাদ কর মা! যেন তোমাদের মুখ রক্ষা কর্‌তে পারি। ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ কর্‌ব, তাতে এখন আবার মাতৃআজ্ঞা পেয়েছি, আর চিন্তা কি? দেখ মা! দূরে দাঁড়িয়ে দেখ, আমি তোমাদের পুত্র নামের যোগ্য কি না। (অর্জ্জুনকে) আসুন দেব! আর আমার কোন সংশয় নাই—আমি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত। আপনি দেখবেন, মণিপুর দেখবে, উপর হতে দেবগণ দেখবেন—আমি যথার্থ পার্থপুত্র কি না; পাণ্ডবের পবিত্র শোণিত শিরায় শিরায় আমার প্রবাহিত হচ্ছে কিনা। শ্রীহরির দাস আমি, আমার অস্ত্র বিফল কর্‌তে আপনার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করুন। আর যেন পুত্রজ্ঞানে মায়া করে সমরে অবতীর্ণ হবেন না। কঠোর ক্ষত্রধর্ম্ম ও শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে, সমরে শ্লাঘা প্রদর্শন করুন। জানবেন, পার্থপুত্র মণিপুরপতি বীরাঙ্গনার গর্ভজাত ও প্রকৃত ক্ষত্রিয়।

অর্জ্জুন। এইত চাই! বীর যুবক! তোমার গরিমাদীপ্ত বদন মণ্ডল দর্শন করে, আনন্দে আমার হৃদয় মেচে উঠছে। আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তুমি তোমার দেশের, তোমার জননীর ও ক্ষত্রিয়ের মুখ উজ্জ্বল কর— তোমার জয় হ'ক।

বভ্রু। তাহলে একবার পায়ের ধুলি দেন। ঐ পদরজঃই অক্ষয় কবচরূপে আমাকে রক্ষা কর্‌বে। (অর্জ্জুনের পদধুলি গ্রহণ)

অন্তরীক্ষে। সাধু! সাধু! সাধু!

অর্জ্জুন। ঐ শোন যুবক! অন্তরীক্ষে সুরগণ তোমাকে সাধুবাদ করছেন। এস, যুদ্ধে অগ্রসর হও। জয় শ্রীহরি! জয় শ্রীহরি!

বভ্রু। জয় শ্রীহরি! জয় শ্রীহরি! আজ পিতাপুত্রে যুদ্ধ! জয় শ্রীহরি! জয় শ্রীহরি!

[উভয়ের যুদ্ধ—পরে অর্জ্জুনের পতন ও মৃত্যু
বভ্রুর অস্ত্রত্যাগ ও পিতৃপদতলে উপবেশন]

বভ্রু। পিতা! পিতা! যাক্, উপযুক্ত পুত্রের কার্য্য করেছি। মা! মা! নাগবালা জননী! দেখছ? কেমন তোমাদের পুত্রের পরিচয় দিয়েছি? পুত্র হয়ে পিতৃহত্যা করেছি, যা কোথাও কেউ কখন কর্‌তে পারেনি, আমি তাই করেছি। ঐ নাও মা! তোমার অস্ত্র পড়ে আছে। মাতা চিত্রাঙ্গদাকে দেখিও যে, ঐ অস্ত্রে তোমার বীরপুত্র তার পিতার নিকট ক্ষত্রিয়ের পরিচয় দিয়ে, পিতার উদ্দেশেই প্রস্থান করেছে। আমারও আর বিলম্ব নাই। সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারা প্রবাহিত হচ্ছে, হৃদয়ও ভিন্ন হয়েছে। উঃ—পিতা! পিতা! স্বর্গ হতে দেখ, তোমার পুত্র তোমার উদ্দেশেই যাচ্ছে। নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ!

(বভ্রুবাহনের মৃত্যু)

দ্রুতগতিতে চিত্রাঙ্গদা ও গম্ভীর সিংহের প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদা। কৈ মন্ত্রী? কতদূরে যুদ্ধ হচ্ছে? এইত তোমার বর্ণিত স্থানে এসেছি। ওকি! ও দাঁড়িয়ে কে? কে তুমি নারী! অশুভ মূর্ত্তিতে সম্মুখে পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছ? জান কি, কোথায় পার্থ ও বভ্রু-বাহনে যুদ্ধ হচ্ছে? জানত, আমাকে শীঘ্র বলে দাও। বিলম্ব হলে কি সর্ব্বনাশ হবে বল্‌তে পারছিনে; ভাবতেও আমার হৃদকম্প হচ্ছে।

উলুপী। ভগ্নী! আমি তোমার সপত্নী, নাগকন্যা উলুপী। বালক পিতার কাছে অশেষরূপে অপমানিত হয়ে, নিদারুণ ব্যথা বুকে করে উন্মাদের মত ফিরে আস্‌ছিল; আমি তা দেখতে পার্‌লাম না। তোমার কথায়, সে তার পিতৃ কর্ত্তৃক যুদ্ধে আহূত হয়েও, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হয়েই ফিরে যাচ্ছিল দেখে, আমিই তাকে উৎসাহিত করে, অস্ত্রাদিতে সজ্জিত

করতঃ তাকে পিতৃসহ যুদ্ধে নিযুক্ত করেছিলাম। বীর-জননী, ঐ দেখ তোমার বীর পুত্র বভ্রু কেমন বীর পুত্রের পরিচয় দিয়ে, পিতৃপদতলে নিদ্রিত হয়ে পড়ে আছে।

চিত্রাঙ্গদা। এঁ্যা! ওকি? স্বামী! স্বামী! উঃ শঙ্কর। (পতন ও মূর্চ্ছা)

গম্ভীর। হায়! হায়! হায়! একি সর্ব্বনাশ হল! এই দেখতে কি এখনও আমি জীবিত আছি! ধ্বংস হ'ল, ধ্বংস হল। মণিপুরবাসী! কোথায় তোরা? আয় আয়—দেখে যা, তোদের সুখসূর্য্য চিরদিনের মত অস্ত গেল। উঃ শঙ্কর! আর কেন, এই বৃদ্ধকে চরণে স্থান দাও। ঐ যে রক্তাক্ত অসি পতিত রয়েছে! তবে আর কি—ঐ অসি দ্বারাই প্রস্থানের পথ করে নিই।

অসি কুড়াইয়া লইয়া আত্মহত্যায় উদ্যত ও উলুপী কর্ত্তৃক বাধাদান)

উলুপী। কর কি বৃদ্ধ! আত্মহত্যা মহাপাপ।

গম্ভীর। এখনও কি এ স্থান মহাপাপে পূর্ণ হতে বাকী আছে? পিতাপুত্রের রক্তে এই স্থান কলুষিত হয়েছে; এর বায়ু পর্য্যন্ত মহাপাপে ভরে গিয়েছে। তখন আর বেশী কি মহাপাপ হবে? ছাড়, অস্ত্র ছাড়; এ দৃশ্য আর দেখতে পারছিনে; আমাকে এ যন্ত্রণা হতে মুক্ত হতে দাও।

চিত্রাঙ্গদা। (উঠিয়া) নাগিনী; সত্যই তুই কালসাপিনী। পতিকে খেয়েছিস্, পুত্রকে খেয়েছিস্, তোর আর পাপে ভয় কি? খা, আমাকেও খা। দে, তোর ঐ অসি এই হৃদয়ে আমূল বসিয়ে দে। রাক্ষসী! তোর রুধির লালসার তৃপ্তি কর। তোর আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? এক পতিকে গরুড় ভক্ষণ করেছিল,আবার পার্থকে পতিরূপে বরণ করেছিলি। তাকে খেয়েছিস্; এখন আবার অন্যপতি প্রাপ্ত হবি; কিন্তু ক্ষত্রিয়ার যে এক পতি ভিন্ন গতি নাই। না, না, আমাকে ভগ্নী বলে সম্বোধন

কর্‌ছিলি নয়? আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর্। দারুণ যন্ত্রণায় রূঢ় বলেছি; দোষ গ্রহণ করিস নে। আজ ভগ্নীর কার্য্য কর। একটা চিতা সাজিয়ে দে, আমি পতি পুত্রকে নিয়ে চিতানলে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

গম্ভীর। উঃ! এ যে আর সহ্য হয় না। ছাড়্ সাপিনী! অসি ছাড়্, নয় তোর বিষ নিঃশ্বাসে আমায় ভস্ম কর—আমাকে মুক্ত কর্।

চিত্রাঙ্গদা। হায় পুত্র বভ্রু আমার! এ কি করেছিস্? এই জন্য কি তোকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করেছিলাম? এই জন্যই কি তোকে স্তনদুগ্ধ পানে বর্দ্ধিত করেছিলাম? এই জন্যই কি অরিজিতের হস্ত হতে তুই পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়েছিলি? স্বামী! স্বামী! আমি তোমার মৃত্যুর কারণ। আমার গর্ভে যদি এই হতভাগ্য জন্মগ্রহণ না করত, তাহলে তোমাকে অকালে কালকবলে পতিত হতে হত না। এখন আমাকেও ডেকে নাও, তোমার এই দীনা দয়িতাকে মার্জ্জনা করে তোমার পদতলে স্থান দাও। উঃ—শঙ্কর! তোমার পূজার কি এই ফল হল?

গীত।

কোথা চলে গেলে? ভাসি আঁখি জলে,
আমার হৃদয় স্বামী।
আমি এসেছি পূজিতে, চরণে লুটাতে,
অতিবাহী কত দীর্ঘ দিবস যামী॥
উঠ, উঠ নাথ! কও দুটী কথা,
শেল সম বাজে হৃদে শত ব্যথা,
উঠ, চল প্রিয় যাবে তুমি যথা,
হব তব অনুগামী॥

পড়িয়া কেন গো! কি দুঃখে ধুলায়?
রাজরাজেশ্বর সাজে কি হেথায়?
এ বক্ষ পাতিয়া শোয়াব তোমায়,
ঘুমায়ো হে প্রিয়কামী!

মহাদেবের আবির্ভাব।

মহাদেব। সতী! সতী! কেন বিলাপ করছ? কালাচাঁদ যার সখা, তার কাছে কি কাল কখন সহজে আসতে সাহস করে? ঐ দেখ, কালবরণ উপস্থিত; আশ্বস্ত হও, উনিই উপায় করবেন।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব।

কৃষ্ণ। সখী! আমি আর বেশী কি করব? এতাবৎ মৃত্যুঞ্জয়ের উপাসনা করেছ। তাই সদাশিব, তোমাদের সদানন্দ দান করতে অগ্রেই উপস্থিত হয়েছেন। ওঁর আশীর্ব্বাদে আমার সখা ও সখা পুত্র পুনর্জ্জীবন লাভ করবেন।

মহাদেব। ছলনাময়! ভক্তের সঙ্গে কি এত ছলনা করতে হয়? এতাবৎ অর্চ্চনা করেও, তোমার লীলা উপলব্ধি করতে পারলাম না! আমি কে? তুমিই কর্ম্ম, ক্রিয়া ও কর্ত্তা। আর কেন! সতীকে শান্তনা দাও।

[ভগ]বতীর প্রবেশ।

ভগবতী। কাকেও কিছু করতে হবে না, সতীই পতিকে পুনর্জ্জীবিত করবে। নাগবালা, আর নীরবে দাঁড়িয়ে কেন? এখন তোমার পিতৃদত্ত সঞ্জীবনী মণির দ্বারায় পার্থ ও বভ্রুবাহনকে পুনর্জ্জীবিত কর।

রাধিকার প্রবেশ ।

রাধিকা। সতীর মহিমা দেখতে আমার অন্তরও আকুল হয়ে উঠল, তাই ছুটে এসেছি। দেখাও সতী! তোমার মহিমা দেখাও।

উলুপী। জয় রাধা-কৃষ্ণ! জয় হর-পার্ব্বতী! এই আমি সঞ্জীবনী মণি এঁদের গাত্রে স্পর্শ করাচ্ছি।

(সঞ্জীবনী মণি অর্জ্জুন ও বভ্রুবাহনের গাত্রে স্পর্শন ও উভয়ের পুনর্জ্জীবন লাভ এবং উত্থান)

চিত্রাঙ্গদা ও উলুপী। জয় রাধা-কৃষ্ণ! জয় হর-পার্ব্বতী!

গম্ভীর। ধন্যা সতী। ধন্য তোমার মহিমা! আমি আজ সতী চরণে প্রণাম করে ধন্য হই।

অর্জ্জুন। একি! একি দেখছি!

শঙ্কর। সব সত্যই দেখছ। ভীষ্মকে অন্যায় রূপে নিধন জন্য, বসুগণ তোমাকে অভিশাপ প্রদান করেন। সতী উলুপী তখন সেই স্থানে অন্তরালে থেকে শ্রবণ করে। বহু সাধ্য সাধনায় বসুগণকে তুষ্ট করে, এই ভাবে তোমার শাপ মোচনের উপায় করেন। যাও পার্থ! এখন সকলকে আশ্বস্ত করে, অশ্ব লয়ে পৃথিবী ভ্রমণ পুর্ব্বক ধর্ম্মরাজের যজ্ঞ পূর্ণ কর।

অর্জ্জুন। বৎস বভ্রু! তোমার গুণেই আজ আমার হর-পার্ব্বতী ও রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ দর্শন হল। সৎপুত্র লাভেই পিতার সদ্গতি হয়। আগামী চৈত্রী পূর্ণিমাতে, তুমি তোমার এই দুই মাতাকে লয়ে, হস্তিনায় ধর্ম্মরাজের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে উপস্থিত হয়ে আনন্দ বর্দ্ধন করো। এখন তোমরা ঐ দুই যুগল দেবদেবীর চরণ ধুলি নিয়ে পুরী প্রবেশ কর।

আমার আর অপেক্ষার অবসর নাই; কারণ, আমাকে যজ্ঞীয় অশ্বের অনুগমন করতে হবে।

রাধাকৃষ্ণ ও হরপার্ব্বতীর সম্মুখে সকলে প্রণত হইলেন সহসা সিদ্ধর্ষিগণের আবির্ভাব।

গীত।

জয় জয় রাধাশ্যাম! জয় ভব-ভবানী।
ধন্য মণিপুর! চরণ পরশে,
ধন্যা তুই সতী রমণী॥
জয় হ'ক তব হে রাজা বভ্রুবাহন!
"মণিপুর গৌরব" তোমার কারণ;
কীর্ত্তি রবে চির, ঘোষিবে ভুবন,
জয় চিত্রাঙ্গদা, সতী উলূপী ভামিনী॥

যবনিকা পতন।